Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিজা আদনিন সুস্মী

রোলঃ 2280215982309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিজা আদনিন সুম্মী

রোলঃ 2280215982309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিজা আদনিন সুম্মী, আইডিঃ 2280215982309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান ও সাদকার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

নাফিজা আদনিন সুম্মী

আইডিঃ 2280215982309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

উপক্রমণিকা 9

দানের সংজ্ঞা 14

সাদকার সংজ্ঞা 14

দান-সাদকার উপকারিতা 15

দান ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য 15

দান 16

সাদকার প্রকারভেদ 17

সাদকার মূলনীতি: 17

সর্বোত্তম দান 18

কাদের দান করা যায়? 19

দান সদকা করার ফজিলত 19

দান-সদকার ৯টি নগদ পুরস্কার 26

কোন সময়ের সাদকা উত্তম? 29

রামাযান মাসে সাদকা 29

সাদকা কবুলের শর্ত 30

সদকায়ও সওয়াব বৃদ্ধি হয় 40

আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন 42

যে বীজ থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় 46

বীজের অবস্থান 49

বীজ বপনের সময় ও সাদাকা দানের সময় 55

বীজ বপনের পদ্ধতি ও সাদাকা প্রদানের পদ্ধতি 56

বীজের মতো সাদাকারও পরিচর্যা করতে হয়!! 60
সাদকা ও শস্যবীজের মধ্যে সাদৃশ্য 67
বিশুদ্ধ নিয়তে দান 68
সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা 68
সদাকার ১০টি ফায়দা 71
সাদকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপণ 73
সদাকার বিস্ময়কর প্রভাব 76
আমাদের আর তাদের মাঝে কত পার্থক্য! 80
ওয়ারিশদের সম্পদ কি কারও নিকট অধিক প্রিয় 83
দানশীলতা ও কার্পণ্যের বিবিধ স্তর 84
রাসুল-এর প্রার্থনা 89
একটি প্রশ্ন একটি গবেষণা 95
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান সদকা করার বিধি বিধান 106
দান সদাকার নিয়ম। 114
দান করার সহীহ নিয়ত কী? 117
দান করার পরে তা মিরাস হিসেবে গ্রহন করা 119
দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়? 120
অমুসলিমদের দান দেওয়া প্রসঙ্গে 124
মসজিদে দান করা বেশি উত্তম নাকি গরীবদেরকে দান করা বেশি উত্তম? 126
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান সদকা করার বিধি বিধান 128
সদকা কাকে করা যাবে 131
হজ্জ এর জন্য জমানো টাকা অন্য খাতে সদকা করা যাবে কি 132
সদকায়ে জারিয়া বিষয়ে জানতে চাই উস্তায 135
সদকা এর টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র ক্রয় প্রসংগে। 136

দান করার সহীহ নিয়ত কী?.....140
উপসংহার.....142



সারসংক্ষেপ

দান ও সাদকা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ বা অন্য কোনো কিছু প্রদান করা, যা দুনিয়া ও আখেরাতে অগণিত পুরস্কার ও উপকার বয়ে আনে। এর মাধ্যমে বিপদ দূর হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সৎকাজে, যেমন অভাবী ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, দান সাদকা করা হয়।

কোরআনে দান-সদকার গুরুত্ব অনেক। সূরা বাকারার ২৬১ ও ২৬২ আয়াতে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হয়, কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে দান করা থেকে বিরত রাখতে পারে, কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা ও দয়ার কথা
দেন। এছাড়াও, সূরা মায়েদার ১২২ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা দান করে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৬১: "যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হলো এমন একটি শস্যদানা যার সাতটি শীষ হয়। প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে এভাবে বহু গুণ বাড়িয়ে দেন, আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।"

সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৬২: "যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ১২২: "যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের প্রতি অনেক বেশি সওয়াব দেব এবং যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য আমার কাছে রয়েছে আগুনের শাস্তি।"

হাদিসে আছে-

“তোমরা সদকা দাও, তা আল্লাহর ক্রোধ দূর করে দেয়”: ।

“সাদকা খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং জীবনের শেষ সময় ভালো হয়”: ।

“সাদকা করলে মানুষের সম্পদ কমে না”: ।

“যে ব্যক্তি দান করে, আর দান করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে”।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি আমাকে আজকে কিছু কথা উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন।আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তার কোনো শরিক নেই। তিনি আমাদের বন্ধু, অভিভাবক এবং সাহায্যকারী। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবি ও রাসুল।

আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর ও সমস্ত সাহাবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

এবং (রহমত বর্ষণ করুন) তাদের ওপর, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ ধরে চলে ও কেয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন যে,

.مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,

.وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা হেকমত প্রদান করেন এবং যাকে হেকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।

.مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।
আল্লাহ সুরা কাহাফে বলেছেন

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

অর্থ: সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে।

আর নেক কাজ মানে হলো, কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করা।
আর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরিক না করা।

এই আয়াতের ব্যাপারে সর্বসম্মত অভিমত হলো, এখানে শিরক ও রিয়া (লোকদেখানো ইবাদত) থেকে নিষেধ করা হয়েছে।
অধিক কাজে ফজীলত নেই। ফজীলত রয়েছে, সঠিক কাজ সঠিক পন্থায় বিশুদ্ধ নিয়তে করার মাঝে। কেননা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য আমল গ্রহণযোগ্য হয় বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে।

আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল-লায়সি রহ. থেকে বর্ণিত, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে
বলতে শুনেছি,আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

অনুরূপভাবে, আমল গ্রহণযোগ্য হয় তার সৌন্দর্যের কারণে, কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হওয়ার কারণে।

অনুরূপভাবে কিছু আমল আছে যা করলে মানুষ সওয়াব লাভ করে। তবে আরও কিছু আমল আছে যা করলে পর্বোক্ত আমলের সওয়াবের চেয়ে বেশি বিনিময় ও সওয়াব পাওয়া যায়।

তার চেয়ে ফজিলতপূর্ণ পদক্ষেপও রয়েছে, যা মানুষ চাইলে গ্রহণ করতে তদ্রূপ কিছু পদক্ষেপ আছে যা মানুষ গ্রহণ করে, কিন্তু তার চেয়ে বরকতময়, পারে।

বরং এমন কিছু নামাজও রয়েছে যা অন্য সাধারণ নামাজের চেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ। যেমন- মসজিদে হারামে নামাজ আদায় অন্য কোথাও নামাজ আদায়ের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি

সওয়াব ও মর্যাদা লাভের কারণ। আর মসজিদে নববিতে এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য জায়গায় এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সমান।

এমন কিছু সাদাকা রয়েছে যা অন্য সাধারণ সাদাকার চেয়ে বেশি লাভজনক। দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দুটো সওয়াব হয়। একটি হলো দানের সওয়াব, আরেকটি হলো যেআত্মীয়তা রক্ষার সওয়াব।

কিছু রোজা আছে যা অন্য রোজার চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ। যেমন- আশুরার রোজা ও আরাফার দিনের রোজা রমজান ব্যতীত অন্য সকল রোজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর রমজান মাসে উমরা করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করার সমতুল্য।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো শ্রেষ্ঠ কালেমা। এই কালেমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা সমতুল্য আর কিছু নেই। 'হাদিসে বিতাকা' এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ বলেন

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

অর্থ: এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে। সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৩।

আমি আল্লাহর কাছে সঠিক কর্মপন্থা ও সঠিক পথের দিশা কামনা করি।

যে প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হবে তা হলো সাদকা এবং দান।

আর যে উদাহরণের ব্যাখ্যা করা হবে তা হলো কুরআনে বর্ণিত এ আয়াতে উদাহরণ:

আল্লাহ বলেন

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ.

অর্থ: যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশ শস্যদানা।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। সামনে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা জানব ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও বিচার দিবসে ক্ষমার মিনতি করছি।

وصلى الله على نبينا محمد وسلم.

উপক্রমণিকা

মানুষের স্বভাব সম্পদ জমা করার। তারা মনে করে সম্পদ ব্যয় না করে ধরে রাখলেই তো তা নি জের থাকল। এমন চিন্তা থেকেই অনেকে সম্পদের পাহাড় জমায়। কিন্তু একসময় সবকিছু রে খেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়! তাহলে সে কী পেল!? তার কষ্টার্জিত সম্পদ তার কী কাজে আস লো!? তার কাজে আসবে সম্পদের সেই অংশটুকু, যা সে দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে ছে, দান-সদাকা করে আখিরাতের পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ ও উদারতার দুয়ারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা ইতো ফুল,ফসলে মাঠ ভরে গেছে, পশুর ওলানে দুধের প্রাচুর্য নেমেছে, জমিন তার ভান্ডারগুলো উন্মোচিত করে রেখেছে। ফলে মানুষের হাতে সম্পদের বন্যা বইছে এবং সকলেই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন এবং ভরপুর রিজিকের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। রব্বুল আলামিনের এত এত দান-
অনুদান ও অনুগ্রহ সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষের হৃদয়গুলো সংকুচিত এবং হাতগুলো মুষ্টিবদ্ধ।

তাই আমি সদাকার মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহকালে ও
পরকালে এর উত্তম প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাচ্ছি। যেখানে থাকবে আল্লাহ

তাআলার বাণী এবং রাসুলের হাদিসের আলোকবর্তিকা। সাথে সাথে একই বিষয়ে সালাফের ম
তামত ও কর্মগুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের গুণ বর্ণনা করে বলেন:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ -وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তাদে
র ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১: ১৭-১৯

আল্লাহ তাআলা উদার এবং দানশীল। তিনি যে ওয়াদা করেন, কখনো ভঙ্গ করেন না। যারা ইহ
কালে দান করবে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, পরকালে তাদের প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করে
ছেন তিনি। তিনি ইরশাদ করেন:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন।- সুরা সাবা, ৩৪: ৩৯।

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, দান-
সদাকা করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের দানের প্রতিদানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে
দেবেন। তিনি ঘোষণা
করেছেন:

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে, অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-
বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।'

আল্লাহ রব্বুল আলামিন দান করার আদব বর্ণনা করে দিয়েছেন ।

সাথে সাথে যারা সব সময় দান করে, তাদের জন্য দুনিয়া-
আখিরাতে উত্তম প্রতিদান, নিরাপত্তা ও সৌভাগ্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি বলেন:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'যারা স্বীয় ধন,
সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও
দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।'

পবিত্র কুরআনে দানসাদকার প্রতি উৎসাহমূলক অনেক আয়াত রয়েছে। এটি অবশ্যই আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত অনুগ্রহের একটি নমুনা। ইসলামে দানসাদকা করা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মতো। বরং কুরআনের যতগুলো আয়াতে জিহাদের কথা বলা হয়েছে, একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত বাকি সবকটি আয়াতে জিহাদ বিন নফসের পূর্বে জিহাদ বিল মাল তথা সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই আয়াতটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

إن اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمْ الجنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا في التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ

'আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। অতঃপর মরে ও
মারে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল।'"

সাদকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অনেকাংশে সাদকা জিহাদের চেয়েও উত্তম। হজের চেয়েও উত্তম। কেননা, সদাকার উপকার ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু হজের ফায়দা কেবল ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ।

সাদকার মাধ্যমে কষ্ট লাঘব হয়, মুখাপেক্ষিতা দূর হয়, ক্ষুধার্তের আহার মিলে, ছোটোদের আনন্দের জোগাড় হয়, বড়োদেরহৃদয়ে প্রফুল্লতা আসে এবং সকল মুসলিমের মাঝে সুখসৌভাগ্য ছড়িয়ে পড়ে। সদাকার মাঝে মুসলিমদের পারস্পরিক
হৃদ্যতা, সহযোগিতা ও বন্ধনের উন্নত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

সদাকার বিষয়ে রাসুলএর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। যা দ্বারা হৃদয় প্রশান্ত হয়, অন্তর আশ্বস্ত হয় এ বং মুসলিমরা নিরাপদ পথে আসমান-জমিনসম বিস্তৃত জান্নাতের দিশা খুঁজে পায়।

তাইতো রাসুল বলেছেন:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

'তোমরা খেজুরের একটি টুকরো দিয়ে (সদাকা করে) হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো।"

তিনি আরও বলেছেন:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِي الْمَاءُ النَّارَ

'রোজা ঢালস্বরূপ। আর সদাকা গুনাহ মুছে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেছেন,
'যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর
আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো(وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে দান করেছে যে, তার বাম হাত জানে না, ডান হাতে কী দান করছে।"

রাসুল দান-
সাদকা ও আল্লাহর জন্য সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফলে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ তাঁর কথা মেনে নিয়েছে, মানবহৃদয় তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে।

আনাস বিন মালিক বলেন।

ما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى

الفاقة

'রাসুলএর কাছে ইসলাম গ্রহণের পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। একবার তাঁর কাছে এক লোক এসেছিল। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যে, দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর লোকটি তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল,
"হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ এমনভাবে দান করেন, যেন দারিদ্র্যের ভয়ই করেন না।' সহিহু মুসলিম: ২৩১২।

যারা সম্পদ আটকে রাখে এবং কার্পণ্য করে, তাদের প্রতি রাসুল -
এর চির সত্য একটি বাণী পেশ করতে চাই। তিনি বলেছেন:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

'সাদকা কখনো সম্পদে হ্রাস করে না, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ক্ষমা করলে তার ইজ্জত -সম্মান বৃদ্ধি করেন, কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।'

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন

قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন,
"হে আদমসন্তান, তোমরা ব্যয় করো, তাহলে আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় (প্রতিদান দান) করব।



দানের সংজ্ঞা

দান হলো নিঃস্বার্থভাবে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা উদ্দেশ্যকে অর্থ, পণ্য বা সেবা প্রদান করা। এটি হতে পারে অর্থ, পোশাক, খাবার বা খেলনার মতো জিনিসপত্র দেওয়া, অথবা রক্ত বা অঙ্গদানের মতো চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা করা। দান স্বেচ্ছায় এবং কোনো প্রতিদানের আশা না করে করা হয়।

সাদকার সংজ্ঞা

সাদকা হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কারো প্রতি স্বেচ্ছায় দান বা সাহায্য করা। এটি কেবল অর্থ-সম্পদ দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভালো ব্যবহার, সৎকর্ম বা কোনো উপকারি কাজও সদকার অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষ বা সমাজের উপকার করে। ইসলামী পরিভাষায়, এটি "বিনিময়ে কিছু না চেয়ে" একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।

দান-সাদকার উপকারিতা

- বিপদমুক্তি:

সাদকা করলে বিপদ আপদ দূর হয়, কারণ বালা-মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।

- সম্পদ বৃদ্ধি:

ইসলামে বলা হয়েছে, সদকা করলে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে।

- আখেরাতের পুরস্কার:

দান-সাদকার সওয়াব আখেরাতেও লাভ হয়। এটি কবরের উত্তপ্ততায় শীতলতার উপকরণ হতে পারে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উপকারী বস্তু হিসেবে গণ্য হয়।

- মনের শান্তি:

দান-সদকা করলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ কমে যায় এবং মনে শান্তি আসে।

- সওয়াবের ধারাবাহিকতা:

কিছু সাদকা, যেমন সাদকায়ে জারিয়া, মৃত্যুর পরও সওয়াব দিতে থাকে।

দান ও সাদকার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামে দান ও সাদকার মধ্যে মূল পার্থক্য নেই, কারণ সদকা শব্দটি আরবিতে 'দান' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে, প্রচলিত অর্থে, সদকা বলতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় দান করাকে বোঝায়, যার মধ্যে অর্থ, কাজ, এমনকি ভালো ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, দান একটি সাধারণ শব্দ যা যেকোনো ধরনের উপহার বা সাহায্যকে বোঝায়, যার মধ্যে বাধ্যতামূলক যাকাতও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বৈশিষ্ট্য	দান	সদকা
মূল অর্থ	'দান' একটি সাধারণ শব্দ, যার অর্থ সাহায্য, উপহার বা দাতব্য কাজ।	আরবিতে 'সদকা' শব্দের অর্থ 'ন্যায়পরায়ণতা' এবং এটি 'দান' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
উদ্দেশ্য	যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু দেওয়া হতে পারে, যার মধ্যে বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক উভয় প্রকারই অন্তর্ভুক্ত।	আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়া।
পরিধি	এতে অর্থ, পোশাক, খাদ্য, সেবা, অঙ্গদান বা রক্তদানের মতো অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।	এতে অর্থ, কাজ, সম্পত্তি, এমনকি ভালো ব্যবহার বা অভিবাদনও অন্তর্ভুক্ত।
প্রকারভেদ	'দান' শব্দটি যাকাত ও সদকা উভয়কেই বোঝাতে পারে।	সদকা দুই প্রকার: সাধারণ সদকা (যেমন গরিবকে টাকা দেওয়া) এবং সদকায়ে জারিয়া (যেমন জ্ঞান দান বা জনকল্যাণমূলক কাজ, যার সওয়াব স্থায়ী হয়)।

দান

সাদকার প্রকারভেদ

ইসলামে দান-সাদকা তিন ভাগে বিভক্ত

১. একটি সাদকা হলো কিছু শর্তের ভিত্তিতে মুসলমানের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরজ। এমন সদকার নাম হলো জাকাত, যা বছরে একবার সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ-রুপার মূল্যের মালিকের ওপর তিন শর্তে আবশ্যক হয়।

তিনটি শর্ত হলো—প্রয়োজন অতিরিক্ত হওয়া, বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া, নিসাব পরিমাণ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

২. সাধারণ সদকা : এটা ঐচ্ছিক। সাধারণ সাদকা হলো অভাবীদের টাকা-পয়সা, কাপড়চোপড়, খাবারদাবার দান করা। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথ হারাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, মাজলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

এমনকি স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দেওয়া হয় সেটাও সাদকা।

৩. সদকায়ে জারিয়া : এটা হলো যার কল্যাণ স্থায়ী হয়। এর সর্বাগ্রে হলো ইলমে দ্বিন শিক্ষা দেওয়া, বই-পুস্তক রচনা করে, ওয়াজ-নসিহত করে মানবজাতির কাছে ইলমে দ্বিন পৌঁছে দেওয়া। মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মুসাফিরখানা, সরাইখানা, রাস্তা-ঘাট সেতু-পুকুর ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করা। নেক সন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়া।

সাদকার মূলনীতি:

সাদকার মূলনীতি হলো, এটি বৈধ সম্পদ থেকে দিতে হবে, এতে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং এটি গোপনে বা প্রকাশ্যে দেওয়া যেতে পারে। সদকার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে এবং যে ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে তাকে অসম্মান করা উচিত নয়। এছাড়া, সাদকা এমন জিনিস থেকে হওয়া উচিত যা আপনার প্রিয় বা মূল্যবান।

- বৈধ সম্পদ: সাদকা অবশ্যই আপনার নিজস্ব বৈধ এবং সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে হওয়া উচিত।
- স্বেচ্ছায় ও সম্মানজনক: সাদকা দেওয়ার কাজটি যেন স্বেচ্ছায় করা হয় এবং যাকে দেওয়া হচ্ছে তাকে যেন কোনোভাবে অসম্মানিত বা তিরস্কার করা না হয়।
- সৎ উদ্দেশ্য: সাদকা দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহকে খুশি করা এবং কোনো প্রকার লোকদেখানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকা যাবে না।
- গোপনে বা প্রকাশ্যে: সাদকা গোপনে দেওয়া উত্তম, তবে প্রকাশ্যে দেওয়াও গ্রহণযোগ্য। তবে প্রকাশ্যে দিলে তা এমনভাবে দেওয়া উচিত যাতে অন্যদের উৎসাহিত করা যায়।
- প্রিয় জিনিস থেকে: সাদকা দেওয়ার সময় এমন জিনিস নির্বাচন করা উচিত যা আপনার নিজের কাছে প্রিয় বা মূল্যবান।
- সুবিধা অনুযায়ী: সাদকা হিসেবে অর্থ ছাড়াও অন্য কিছু যেমন—খাদ্য, ঔষধ, জ্ঞান বা সুরক্ষা দেওয়াও সদকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সর্বোত্তম দান

সর্বোত্তম দান হলো যা অভাবের সময়ে, নিজের কষ্ট করে বা অল্প সাধ্যের মধ্যে থেকে করা হয় এবং যার পরে দাতার অভাব হয় না। এছাড়াও, নিজের প্রিয় এবং উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা যা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, এবং গোপনে দান করাও সর্বোত্তম দান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সর্বোত্তম দানের বৈশিষ্ট্য

- অভাবের সময়ে দান: যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দান করে, তার দান সর্বোত্তম।
- অল্পে সন্তুষ্ট থাকা: সীমিত সম্পদ থেকে সাধ্যমতো দান করা, যেমন কারো কাছে কেবল দুটি দিরহাম ছিল এবং সে তার মধ্যে একটি দান করে দিল, এটি অনেক বড় দান হিসেবে বিবেচিত হয়।
- নিকটাত্মীয়দের দান: আত্মীয়দের দান করলে শুধু দানের সওয়াবই হয় না, বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াবও পাওয়া যায়।
- উৎকৃষ্ট বস্তু দান: নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস দান না করে নিজের সবচেয়ে পছন্দের ও ভালো জিনিস দান করা উত্তম।

- সৎকর্মশীলতা: ভালো সময়ে সঞ্চয় না করে বিপদে দান করার চেয়ে ভালো অবস্থায় দান করা উত্তম।
- গোপনে দান: যথাসম্ভব গোপনে দান করা ভালো, যদিও প্রকাশ্যে দান করাও অনুমোদিত।

কাদের দান করা যায়?

- দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়-স্বজনঃ দরিদ্র ও অসহায় আত্তিয়কে দান করা জায়েয এতে দুইটি সওয়াব হয়;দানের সওয়াব এবং হক আদায়ের সওয়াব।
- প্রতিবেশীঃ হাদিস অনুযায়ী পারা বা মহল্লার কোন বাড়ির আশেপাশে ৪০ ঘর তার প্রতিবেশী। প্রতিবেশিকে দান করা জায়েয।
- ভিক্ষুকঃ ভিক্ষুক কে দান করা যায়।
- সেবামূলক প্রতিষ্ঠানঃ সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে দান করা
- মাদরাসা, মসজিদঃ মসজিদে,মাদ্রাসায় দান করা যায়।
- পরিবারঃ পরিবারকেও সদকা করা যায়।

দান সদকা করার ফজিলত

(১) গুনাহের কাফফারা।
(বোখারী:১৪৩৫)

(২) মাল সম্পদের বরকত।
(বোখারী:১৪৪২)

(৩) ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে হেফাজত।
(তিরমিজী:৬৬৪)

(৪) আল্লাহর আরশের ছায়া।
(বোখারী:১৪২৩)

(৫) জান্নাতে বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ।
(বোখারী:১৮৯৭)

‘দানে ধন বাড়ে’,‘দান করে কেউ দরিদ্র হয় না’-

আমাদের সমাজে এসব কথা খুবই পরিচিত। ধার্মিক,অধার্মিক কিংবা মুসলিম,অমুসলিমের কোনো ফারাক এখানে নেই। আমাদের চারপাশের দেখা বাস্তবতা হল, স্বতঃস্ফূর্ত দানের মানসিকতা যাদের আছে, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক যে কোনো ইস্যুতে যারা বরাবর এগিয়ে আসেন, কোনো অভাবী,অসহায়,বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কখনোই যাদের কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না, কখনোই তাদের কণ্ঠে এ অনুযোগও শোনা যায় না -আমি শেষ হয়ে গেছি! এ দান বরং তাদের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। তারাও উদার হাতেই বিলিয়ে যান তাদের দান।

দানসাদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দানসদকার অনেক ফযীলতের কথা। দান করলে বিপদাপদ দূর হয়। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে এমন দেন এমনকি কাউকে আরও বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন-
কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত এসব কথা আমাদের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত। বলার কথা হল , এ দান-
সদকা কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত,বিষয়টি এমনই নয়। বরং পবিত্র কুরআনে কারীমে খাঁটি ও যথার্থ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন এ দান-
সদকার কথাও বলেছেন। পড়ুন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

সন্দেহ নেই, মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত-
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভূর ওপর ভরসা করে; যারা যথারীতি নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন । তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।
[1]সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

আল্লাহকে ভয় করা, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া, আল্লাহ তাআলার ও পর ভরসা করা এবং নিয়ম মেনে নামায আদায় করা-
একজন মুসলমানের জন্য তো এসবের কোনো বিকল্প নেই। তবে এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়-

এসবের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হিসেবে দান-
সদকার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- (তরজমা)

'আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।' এ ব্যয় করার মধ্যে ফরয দান যা কাত যেমন রয়েছে, তেমনি নফল দান-সদকাও এর অন্তর্ভুক্ত। দান-সদকা নিয়ে, তা ফরয-নফল যাই হোক, পবিত্র কুরআনে তো কত কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত কথাটি, মাত্র তি নটি আরবী শব্দে-

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

যেভাবে বারবার উল্লেখিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়।

ফরয দান তথা যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। কারও কাছে যদি যাকাত আদায়যোগ্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ
থাকে, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে তাকে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাত যদি ফরয হয়, তবে একজন মুসলমানের জন্যে এ যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কি ন্তু নফল দানের ক্ষেত্রে এমন কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। নেই বাধ্যবাধকতাও। ধনীগরীব যে কেউ যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। কমবেশি যে কোনো পরিমাণই দান করতে পারে। দান প্রকা শ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। প্রশ্ন হল, কোথায় কখন কীভাবে দান করলে নেকী পাও য়া যাবে বেশি? কোন্ দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সেরা দান হিসেবে বিবেচিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ-
নিঃসৃত হাদীসেই খুঁজে পাই। কখনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই সেরা দানের পরি চয় তুলে ধরেছেন। কখনো কোনো সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন সেরা দান কোন্টি। কয়ে কটি হাদীস লক্ষ করুন-

এক.

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصّدَقَةِ – أَوْ خَيْرُ الصّدَقَةِ – عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

সর্বোত্তম সদকা সেটাই, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম। আর (যখন অর্থব্যয় করবে তখন) তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু কর বে।

-[2]সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৪

এ হাদীসের প্রথমাংশে সেরা দানের একটি পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আর শেষ বাক্যটিতে রয়েছে অর্থব্যয় ও দান-
সদকা বিষয়ক একটি বিশেষ নির্দেশনা। বলা হয়েছে-
যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত, তোমার অর্থব্যয়টা তাদেরকে দিয়েই শুরু করো। তাদের প্রয়োজনটা আগে মেটাও। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্ত পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কি সদকা বলে বিবেচিত হবে? তাতেও কি সওয়াব পাওয়া যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এ ভাবে-

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتّى اللّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, সেটাই তোমার জন্যে সদকা, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুমি তুলে দাও সেটাও।

[3]সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৫৪

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ-
সম্পদ একজন আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে। যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যে কাজে তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হয়, সে কাজে মুমিন কী করে আল্লাহর দেয়া নিআমত ও রিযিক নষ্ট করবে? তাই মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি অর্থব্যয়ের জন্যেই পুরস্কৃত হবে ম হান আল্লাহর দরবারে। হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে-
স্ত্রীর জন্যে সে যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে, যা তার ওপর আরোপিত এক অপরিহার্য দায়িত্ব, সে টাও তার জন্যে সদকা। আরেকটি হাদীস লক্ষ করুন, এর ভাষ্য আরও পরিষ্কার, আরও আলোছ ড়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-
পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ।[4] -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫

আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে সেরা দানের পরিচয়ে বলা হয়েছে-
নিজের সচ্ছলতা ঠিক রেখে যে দান করা হয় সেটাই সেরা দান। প্রথম কথা হল, নিজের পরিবার পরিজনের প্রয়োজন
পূরণে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটার সওয়াবই সবচেয়ে বেশি। এটাও একপ্রকার দান। এটা যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকেই আরোপিত এক দায়িত্ব, অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সঙ্গত কারণেই তাতে সওয়াব বেশি হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর পরিবার ও অধীনস্তদের বাইরে যখন কাউকে দানের প্রসঙ্গ আসে, তখন ততটুকুই দান করো, যেন তোমার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে, তোমার অধীনস্তদের ভরণপোষণ ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে তুমি আবার অপারগ হয়ে বসে না থাক। কোনো অভাবী ব্যক্তির সহায়তায় নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে যদি আবার নিজেই অভাবের শিকার
হতে হয়, নিজের এবং পরিবারপরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য কারও কাছে হাত পাততে হয়, তবে এ দান ও সহযোগিতা শরীয়তের উদার দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস-
একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক লোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি সদকা।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তখন ডান দিক দিয়ে এসে একই কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এবার সে বাম দিক থেকে এল। এবারও
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন। যদি তার গায়ে লাগত, তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفّ النَّاسَ، خَيْرُ الصّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

তোমাদের কেউ কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে-
এসব সদকা। এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে। সর্বোত্তম সদকা তো সেটাই, যা সচ্ছলতা বজায় রেখেকরা হয়।
[5]-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫

দানসদকা আমাদের পবিত্র ধর্মে অত্যন্ত ফযীলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতাসীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবারপরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদি মেটানোর দিকটি যেন উপক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়। কুর আনে মহান রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নির্দেশনা-

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

(দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দি য়ো না। অন্যথায় তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।
[6]-সূরা ইসরা (১৭) : ২৯

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না। কোনো উপলক্ষ যখ ন আসে, সাধ্যমতো দান করতে হবে। পরিমাণে তা কমবেশি যাই হোক। এটা মুমিনের গুণ, মু মিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের দিকে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই দান করে দেয়া, এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। অবশ্য কেউ যদি এতটাই সংযমী হয়, সবকিছু দিয়েও নিজের অ ভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না, আল্লাহর ওপর তার ভ রসা যদি এতটাই প্রবল হয় এবং এ নিয়ে তার অধীনস্তদের কোনো প্রকার অনুযোগ না থাকে, ত খন সে চাইলে পুরো সম্পদও দান করে দিতে পারে। তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু ব কর সিদ্দীক রা. এমনটাই করেছিলেন। নবীজী সে দান গ্রহণও করেছিলেন। আবার তিনিই অব স্থার ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর পুরো সম্পদ দান হিসেবে গ্রহণ করতে অ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দানসদকার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের এ শিক্ষাটি কুরআনে কারীমের আরেক টি স্থানেও আলোচিত হয়েছে। সেখানকার উপস্থাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি শব্দে, কিন্তু এ তে নিহিত রয়েছে অর্থের ব্যাপকতা। সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-
তারা কোন্ সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

قُلِ الْعَفْوَ.

আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত। [7]-সূরা বাকারা (২) : ২১৯

কথা সহজ-
প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো। এরপর যদি কি ছু সম্পদ হাতে থেকে যায়সেখান থেকে দান করো অভাবীঅসহায়দের, শরীক থাকো কল্যাণকর কাজে। মনে রাখতে হবে,নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্যে কিছুতেই ফরয ও অবধারিত হক ল ঙ্ঘন করা যাবে না। ভারসাম্যের এ পথে যে দান, সেটাই সেরা দান।

দুই.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন ক রেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উ ত্তর দিয়েছেন-

جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তু মি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো।[8] -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯

এ তো স্পষ্ট-
একজন ধনী মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রেখেও চাইলে অ নেক টাকা দান করতে পারবে। এতে তাকে কোনো সংকটের মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু এ কজন অসচ্ছল মানুষ, নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোই যার জন্য কষ্টকর, অল্প পরিমাণে দান করাও তার জন্যে কষ্টকর। নিজের প্রয়োজনই যেখানে মেটে না, সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটানোয় এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ নয়। এর পরও যখন অসচ্ছল কোনো ব্য ক্তি দান করে, পরিমাণে তা যত অল্পই হোক, ইখলাস ও আন্তরিকতার মিশেলে তা আল্লাহর দর বারে অনেক অনেক মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

তিন.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

যখন তুমি সুস্থ-
সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-
এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-
সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়। -[9] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২

অনেকসময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়। একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোনো আশা আর তা

দান-সদকার ৯টি নগদ পুরস্কার

কোরআন-হাদিসে যেসব ইবাদতের অসংখ্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার একটি হলো দান-সদকা। এর নানামুখী দুনিয়াবি পুরস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। আখেরাতে প্রতিদান তো রয়েছেই। নিচে দান-সদকার ৯টি উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. বিপদাপদ দূর হয়
আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেন, ‘তোমরা অধিক হারে সদকা করো। কেননা বালা-মুসিবত সদকাকে অতিক্রম করতে পারে না।’ [10](বায়হাকি: ৮০৮৩)

২. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হয়

সদকার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এর অধিক ও উত্তম জিনিস দান করেন।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানখয়রাত বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।' (সুরা বাকারা: ২৭৬) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি ব্যয় করো, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব।' [11](বুখারি: ৫৩৫২)

৩. সম্পদ পবিত্র হয়

উপার্জনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। সদকার মাধ্যমে সেই ভুলভ্রান্তি মোচন করা হয়। কায়িস ইবনে আবু গারাজাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.)-এর যুগে আমাদের (ব্যবসায়ীদের) সামাসিরাহ (দালাল সম্প্রদায়) বলা হত। একদা রাসুল (স.) আমাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের এই নামের চেয়ে অধিক সুন্দর নাম দিলেন। তিনি বলেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক কাজে বেহুদা কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় শপথ হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা ব্যবসার পাশাপাশি সদকা করে তাকে ত্রুটিমুক্ত করো।'[12] (আবু দাউদ: ৩৩২৬)

৪. ভয়ভীতি দূর হয়

সদকার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা সদকাকারীকে নানারকম ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ রাখেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসুল (স.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি লোকজনের উদ্দেশে খুতবা দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সদকা প্রদান করবে।' [13](বুখারি: ১০৪৪)

৫. ফেরেশতারা দোয়া করেন

দান-সদকাকারীর জন্য প্রতিদিন ফেরেশতারা বরকতের দোয়া করে থাকেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক বান্দা যখন সকালে ওঠে, দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন

আরও বাড়িয়ে দিন এবং দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। [14](মুসলিম: ২২২৬)

৬. অপমৃত্যু রোধ করে

দান-সদকা ব্যক্তিকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। দান করলে বালা মুসিবত, দুর্ঘটনা, পেরেশানি, অসুস্থতা দূর হয়ে যায়। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সদকা অপমৃত্যু রোধ করে।' [15](তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)। অপমৃত্যু বলতে ওইসব মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে যা থেকে স্বয়ং নবীজি (সা.) পানাহ চেয়েছেন। যেমন পানিতে পড়ে, আগুনে পুড়ে, ওপর থেকে পতিত হয়ে, যুদ্ধ থেকে পলায়নরত অবস্থায় এবং এ ধরনের যেকোনো কারণে মৃত্যুবরণ করা। হঠাৎ মৃত্যুকেও কেউ কেউ অপমৃত্যু বলেছেন।' [16](মেরকাত: ৪/১৩৪১)

৭. গুনাহ ক্ষমা ও আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়

বান্দা গুনাহে লিপ্ত হলে পরাক্রমশালী আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। গুনাহ করার পর গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান-সদকা করলে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায় এবং ক্ষমা লাভের পথ সুগম হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সদকা আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে।' [17](তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)

৮. রোগ নিরাময়

দান-সদকা রোগ-নিরাময়েরও একটি কারণ। আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্যকার অসুস্থ ব্যক্তিদের দানের মাধ্যমে চিকিৎসা করো।' [18](বায়হাকি: ৬৫৯৩)

৯. হায়াত বৃদ্ধি

দান করলে আল্লাহ তাআলা হায়াত বাড়িয়ে দেন। হজরত আমর ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মুসলমান ব্যক্তির সদকা তার হায়াত বৃদ্ধি করে।'[19] (তাবারানি: ৩১) ইমাম নববি (রহ) হায়াত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করবেন, ফলে অল্প সময়েও অধিক ইবাদত-বন্দেগি করার তাওফিক লাভ হবে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি দান করার এবং দানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

কোন সময়ের **সাদকা** উত্তম?

সাধারণত যেকোন সময় সাদকা করা যায়। তবে সাদকার একটি উত্তম সময় আছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! কোন ছাদাক্বা ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম? তিনি বললেন,أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ, تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ- ‘যখন তুমি সুস্থ থাক, মালের প্রতি লোভ কর, দরিদ্রতার ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা রাখ, সে সময়ের দান। সুতরাং প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তুমি দান করতে বিলম্ব কারো না। যখন তুমি বলবে যে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন মাল অমুকের হয়ে
গেছে’।[20] বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

সুস্থতা মানুষকে আত্মভোলা করে। মালের প্রতি লোভ ব্যক্তিকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে। দরিদ্রতার ভয় ব্যক্তির কার্পণ্য সত্তাকে জাগ্রত করে। আর ধনী হওয়ার প্রবণতা ব্যক্তিকে আয়েশী ও দুনিয়ামুখী বানায়। সেকারণে উক্ত হাদীছে বর্ণিত অবস্থাগুলোতে বেশী বেশী দানের প্রতি তাকীদ দেয়া হয়েছে।

রামাযান মাসে সাদকা

যাকাত ও সাদকা আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রামাযান মাস। কেননা এ মাসে রয়েছে বহুবিধ ফযীলত। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে বেশী বেশী সাদকা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ

يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রামাযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত, যখন জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রীল রামাযানের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিব্রীল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী হ’ত’।[21]বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব বাস (রাঃ)।

অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَّ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ- ‘যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সমুতষ্ট হব, যখন তিন দিন অতিবাহিত না হ’তেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়; তার সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রাখি’।[22]. বুখারী হা/২৩৮৯; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় রাসূল (ছাঃ) ধনী ছিলেন না কিন্তু তাঁর অন্তর প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল।

সাদকা কবুলের শর্ত

(১) রিয়া ও শ্রুতিমুক্ত হওয়া : দান-সাদকাএকটি মহৎ ইবাদত। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় বহু মানুষ লোক দেখানো দান-সাদকা করে থাকে। আর কোন ব্যক্তি যে আমলই করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য হ’তে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ইবাদতের ছওয়াব লাভ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ,

আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। বস্তুত শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে!’ [23](নিসা-মাদানী ৪/৩৮)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ- ‘যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন’।[24] বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬, রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন (রিয়াকারদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে, সে হবে শহীদ। ...দ্বিতীয় ব্যক্তি হ’ল আলেম। ...আর তৃতীয় ব্যক্তি হবে সম্পদশালী ব্যক্তি। আল্লাহ যার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে দান করেছিলেন সব ধরনের সম্পদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে দেওয়া তাঁর নে‘মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর তিনি তাকে বলবেন, তুমি এসবের বিনিময়ে কি করেছ? সে বলবে, তুমি খুশী হবে এমন কোন রাস্তায় দান করতে আমি বাকী রাখিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয় যে, তুমি একজন ‘দানবীর’। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[25]. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ ‘ইলম’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(২) খোটা না দেওয়া : দুনিয়াবী কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই নিঃশর্তভাবে দান করতে হয়। দান করে খোটা দেয়া একটি গর্হিত কাজ। খোটা তারাই দেয় যারা দুনিয়াবী কল্যাণ কামনা করে। যারা নিঃশর্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরকালীন মুক্তির আশায় দান করে তারা কখনো খোটা দেয়ার মত অন্যায় আচরণ করে না।

আল্লাহ বলেন,يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ- ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’ল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’[26] (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ,وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ- 'তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিঁটের নীচে
কাপড় ঝুলিয়ে পরে'।[27] মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।

সাদকার কল্যাণকারিতা

(১) সাদকা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، 'সাদকা গোনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।–[29] আহমাদ হা/১৫৩১৯; তিরমিযী হা/৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২১০; মিশকাত হা/২৯, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); ছহীহাহ হা/১১২২।

তিনি বলেন

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ،...حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

'নিশ্চয় স কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয়
এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে... মানুষের
মধ্যে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত'।–[30]
ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮, রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ); ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩১০; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।

(২) সাদকার নেকী অপরিসীম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়'।–[31]
তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতেক (রাঃ)।
তিনি বলেন,يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ- 'হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের

অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো’- [32] মুসলিম হা/১০৩৬; মিশকাত হা/১৮৬৩, রাবী আবু উমামাহ (রাঃ)।

হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ- ‘আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, তোমাকেও দান করা হবে’-[33] বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২।

তিনি আসমা (রাঃ)-কে বলেন

-أَنْفِقِى وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِىَ اللهُ عَلَيْكِ ,

‘(আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহ’লে আল্লাহ তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহ’লে আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন’-[34] বুখারী হা/২৫৯০; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/১৮৬১, রাবী আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) ।

আল্লাহ বলেন

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍم بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا ,

‘আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ছওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’লে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হ’লে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন’ [35] (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ- ‘যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহ’লে আমি এটা পসন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হ’তেই আল্লাহর পথে ব্যয় করে ফেলি’- [36] বুখারী হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তিনি বলেন,مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ- ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় ছাদাক্বা করল এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহ’লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’- [37]
আহমাদ হা/২৩৩৭২, রাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا :اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ :اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا- ‘প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন’।[38]
বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা ছাদাক্বা নিজ হাতে গ্রহণ করেন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন
مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا ,

‘যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের সমপরিমাণ দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়’।[39]. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮; ‘যাকাত’ অধ্যায় ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(৪) সাদকা ব্যক্তিকে পবিত্র করে : ছাদাক্বার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। অন্তরের কৃপণতা দূর হয়। কারো সম্পদের পাহাড় না থাকলেও আল্লাহ তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন। সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন,خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ‘তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের (কৃপণতার কলুষ হ’তে) পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে’ (তওবা-মাদানী ৯/১০৩)।

(৫) সাদকায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে : আপাত দৃষ্টিতে ছাদাক্বায় সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলেও মূলত সম্পদ কমে না। আল্লাহ এমন উৎস থেকে বান্দাকে দান করতে থাকেন যে সম্পর্কে বান্দার কোন ধারণাই থাকে না। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ، ‘সাদকায় সম্পদ হ্রাস পায় না’।[40]. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯ ‘যাকাত’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

অপর একটি হাদীছে এসছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূল (ছাঃ)] বললেন, আল্লাহ তা‘আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হ’তে সম্পদের কোন কমতি হয়নি...। [41]. বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/২৩৫৬; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

দানের মাধ্যমে যে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা হাদীছে এসেছে। সেটি হ’ল-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘জনৈক ব্যক্তি মাঠে কাজ করছিল। এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেল ‘অমুকের বাগানে বর্ষণ কর’। অতঃপর মেঘটি সে দিকে যেতে লাগল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষাল। দেখা গেল যে, সেখানকার একটি নালা সমস্ত পানি তার মধ্যে নিয়ে নিল। তখন ঐ ব্যক্তি মেঘটির অনুসরণে সেখানে পৌঁছে দেখল যে, একজন ব্যক্তি তার বাগানে পানি সেঁচ দিচ্ছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এই পানি সেই মেঘের মধ্য থেকে আমি একটি শব্দ শুনেছি, যেখানে তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর! অতএব (হে আল্লাহর বান্দা!) তুমি বল, পানি দিয়ে কি কাজ কর? সে বলল, যখন তুমি তা জিজ্ঞেস করলে তখন শোন, ‘বাগানে যা ফল হয়, তা আমি তিন ভাগ করি। এক ভাগ ছাদাক্বা করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ জমিতে বীজ হিসাবে লাগাই’।. মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭; আহমাদ হা/৭৮৮১।

(৬) সাদকা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- ‘সৎকর্ম সমূহ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। গোপন ছাদাক্বা আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে বয়স বৃদ্ধি পায়’। ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮০১৪, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৮৮৯।

(৭) সাদকা রোগ-ব্যধি দূর করে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوْا لِلْبَلاَءِ الدُّعَاءَ- ‘তোমরা
তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর ছাদাক্বার মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা
কর দো‘আর মাধ্যমে’।[42]. বায়হাক্বী ৩/৩৮২ পৃ., হা/৬৮৩২, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।
বস্তুত আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার মাধ্যম হ’ল ছাদাক্বা।

(৮) মানব কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম সাদকা : একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে সাদকা দিল। দেখা গেল যে, সে একজন ব্যভিচারিণী। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি অন্য একজনকে ছাদাক্বা দিল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে একজন ধনী ব্যক্তি। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে
লাগল। আরেকজন ব্যক্তি একজনকে ছাদাক্বা দিল। দেখা গেল যে, সে একটা চোর। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। তখন বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ’ল। জবাবে তিনি বললেন,أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ- ‘তোমার ছাদাক্বা কবুল হয়ে গেছে। এক্ষণে সাদকা গ্রহীতা ব্যভিচারিণী; হয়তোবা সে এর কারণে ব্যভিচার পরিত্যাগ করবে। অতঃপর ধনী ব্যক্তি; হয়তোবা সে এর মাধ্যমে উপদেশ হাছিল করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে। অতঃপর চোর; সে হয়ত এর ফলে চুরি পরিত্যাগ
করবে’।[43]. বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/১০২২; মিশকাত হা/১৮৭৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

চুরি ও ব্যভিচার কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবুও চোর
ও ব্যভিচারীকে দেয়া ছাদাক্বা রাসূল (ছাঃ) অনুমোদন করেছেন শুধুমাত্র তাদেরকে কল্যাণের পথে আকৃষ্ট করার জন্য।

(৯) সাদকা দাতা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ‘সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ...সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে,

এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করল'।[44]. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

তিনি বলেন, إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ- 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার সাদকা'। আহমাদ হা/১৮০৭২, ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৯২৫, রাবী তাবেঈ মারছাদ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)।

(১০) সাদকার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে : জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যে ব্যবসার কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি বলেছেন

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?'। 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ' (ছফ-মাদানী ৬১/১০-১১)।

উক্ত আয়াতে মালের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয় (কুরতুবী)। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ-

'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[45]. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৩৮২১, রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৩০৯০।
এখানেও মালের কথা আগে বলা হয়েছে। অতএব মুসলিম জীবনে কৃপণতার কোন অবকাশ নেই।

(১১) দানকারী জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ

الرَّيَّانِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ :نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহবানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ- 'হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[46]. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়-৬, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

'জোড়া' বলতে দুই দিরহাম, দুই দীনার বা জামা-পায়জামা, শাড়ি-লুঙ্গী ইত্যাদি যে কোন বস্তু দু'টি করে দান করা (মিরক্বাত)।

১২) সাদকা প্রকৃতপরকালীন সঞ্চয় : বিশুদ্ধ নিয়তে হালাল সম্পদ যতটুকু সাদকা করা হবে, ততটুকুই আমাদের পরকালীন পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত থাকবে। তাই যার সাদকা যত বেশী, তার সঞ্চয় তত বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَاقْتَنَى، أَعْطَى أَوْ فَأَبْلَى لَبِسَ أَوْ فَأَفْنَى أَكَلَ مَا : ثَلاَثٌ مَالِهِ مِنْ لَهُ مَا وَإِنَّ مَالِىْ، مَالِىْ الْعَبْدُ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ وَتَارِكُهُ ذَاهِبٌ فَهُوَ ذَلِكَ سِوَى وَمَا- 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল সমূহের মধ্যে তার জন্য মাল হ'ল মাত্র তিনটি : (ক) যা সে খায় ও শেষ করে। (খ) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (গ) যা সে ছাদাক্বা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায়'।[47]. মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদের চাইতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন, أَخَّرَ مَا وَارِثِهِ وَمَالُ قَدَّمَ، مَا مَالَهُ فَإِنَّ- 'নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে) অগ্রিম পাঠায়। আর যা সে পিছনে ছেড়ে যাবে, তা

তার ওয়ারিছদের মাল’।[48]. বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

তিনি আরো
বলেন, وَ وَمَالُهُ، أَهْلُهُ فَيَرْجِعُ وَعَمَلُهُ، وَمَالُهُ أَهْلُهُ يَتْبَعُهُ وَاحِدٌ، مَعَهُ وَيَبْقَى اثْنَانِ فَيَرْجِعُ ثَلاَثَةٌ، الْمَيِّتَ يَتْبَعُ عَمَلُهُ يَبْقَى- ‘মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে
যায়’।[49]. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হ/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।

(১৩) কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কা‘বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হৌন! তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন,
هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ- যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ) সামনের দিকে, পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই
কম’।[50]. মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৮৬৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।

অন্যত্র তিনি
বলেন, فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ-
‘আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস

করেছিল।[51]. বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩
'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী আমর বিন 'আওফ (রাঃ)।

কৃপণ ব্যক্তিকে মন্দ লোক অভিহিত করে অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ قِيلَ نَعَمْ، قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ- 'আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দস্তরের ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? বলা হ'ল, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয়, অথচ সে তাঁর নামে কিছু দেয় না'।[52]. আহমাদ হা/২৯২০, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৮৮১।
সুতরাং আমাদের আমলের মধ্যে অবশ্যই দান-ছাদাক্বার পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত।

সদকায়ও সওয়াব বৃদ্ধি হয়

একজন মানুষ যখন সাদাকা করে, সেই সাদাকার সওয়াব কখনো দিগুণ, কখনো দশ গুণ, কখনো বিশ গুণ, বরং কখনো এটা সাতশ গুণ পর্যন্ত পৌছে যায়। কখনো এর চেয়েও বেশি হয়। বরং হালাল রিজিক থেকে একটি খেজুরের সাদাকা কেয়ামতের দিন সওয়াবের বিবেচনায় বিশাল পাহাড়ে পরিণত হবে।

আল্লাহ যদি তাওফিক দেন এবং আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে সকল সাদাকাই বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ব্যক্তি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করেছে?

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.

অর্থ: এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। [53] সুরা লাইল, আয়াত ১৯-২০।

এই দানের জন্য সে কারও কাছ থেকে বিনিময় ও প্রশংসা চায় না, এমন তো? নাকি সে মানুষকে দেখানোর জন্য ও মানুষকে খুশি করার জন্য দান করেছে?

সে কি হালাল উপার্জন থেকে দান করেছে, নাকি অবৈধ উপার্জন থেকে দান করেছে?

সে উদার মনে দান করেছে তো? দান করে সে আনন্দিত তো? তার মন স্থির ছিল তো, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

অর্থ: এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠকরণার্থে...।[54]সুরা বাকারা, আয়াত ২৬৫।

নাকি সে দান করেছে এমন অবস্থায় যে, সে সন্তুষ্ট নয়, বাধ্য হয়ে দান করতে হয়েছে?

সে কি প্রয়োজনগ্রস্ত আত্মীয়কে দান করেছে, নাকি এমন কাউকে দান করেছে যার সাথে তার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই?

আত্মীয়কে দান করা মানে হলো, দান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।
আর অনাত্মীয়কে দান করার অর্থ হলো শুধু দান করা।

সে কি অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত দরিদ্রকে দান করেছে, নাকি ধনী মানুষের হাতে দানের টাকা তুলে গিয়েছে?

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অভাবীকে দান করেছে, যে চক্ষুলজ্জায় মানুষের কাছে চাইতে পারে না, নাকি লোভী সম্পদশালীকে দান করেছে?

সে কি গোপনে দান করেছে, যেমন গোপনে দান করলে বাম হাতও জানে না যে ডান হাত কী দান করেছে, নাকি সে সবার সামনে দরিদ্রকে লজ্জিত করে দান করেছে?

দান করার সময় কি লোকদেখানো উদ্দেশ্য ছিল, নাকি নেক উদ্দেশ্য ছিল?

নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও কি দান করেছে, নাকি প্রয়োজন নেই বলে দান করেছে?

উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আল্লাহর শহর মক্কায় দান করলে অধিক সওয়াব হয়।

সে কি দান করে খোঁটা দেয়, নাকি ক্ষমা ও উদারতার সাথে দান করে?

দান করার সময় সে কি আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার দুআ করেছে, নাকি করেনি?

এগুলো এমন বিষয় যা দানের সওয়াবকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়। এর কারণে সওয়াবের মাঝে তারতম্য হয়ে থাকে।

আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশ শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[54] সুরা বাকারা: ২৬১।

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء.

অর্থ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

সুরা রাআদের ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ.

অর্থ: আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন।

সুরা ইবরাহিমের ২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

অর্থ: আর আল্লাহ যা চান তাই করেন।

নিশ্চয়ই হে রাজত্বের মালিক!

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ: আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি ইজ্জত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [55]. সুরা আলে ইমরান: ২৬।

সুরা আলে ইমরানের ২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ: এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা সুরা আনআমের ৮৩ নং আয়াতে বলেছেন:

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ.

অর্থ: আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।

হ্যাঁ, এ সবই সত্য। আল্লাহ যা বলেছেন, আল্লাহর নবী যা বলেছেন তার সবটুকুই সত্য।

* আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ যা চান তাই করেন, যে ফয়সালা নিতে চান তাই নেন। আর ন্যায় সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করে থাকেন।

আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ সবকিছু জানেন, আমরা জানি না। আল্লাহ সব ক্ষমতা রাখেন, আমরা রাখি না।

আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ এক ও একক। তিনি মানবমণ্ডলীর প্রতিপালক, মানুষের মালিক ও প্রতিপালক।

আমরা তাঁর সমস্ত সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলির স্বীকৃতি দিই!

আমরা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের স্বাক্ষ্য দিই।

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم.

আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছি, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে নিয়েছি।

আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই আল্লাহর বাণীটি:

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

সওয়াব দিগুণ বা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার কিছু কারণ রয়েছে, যা
আল্লাহ তাআলা তাঁর কুরআনে চমৎকার পন্থায় তুলে
ধরেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদিসে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশ শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [56]. সুরা বাকারা: ২৬১।

مَثَلُ نفقة الَّذِينَ يُنْفِقُونَ , مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

বস্তু খরচ করবে সেই বস্তুর উদাহরণ হলো...।

-আয়াতে কারিমায় দানকৃত বস্তুকে উপমা দেয়া হয়েছে শস্যদানার সাথে।

- আয়াতে বর্ণিত يُنْفِقُونَ মানে হলো, يخرجون অর্থাৎ গরিবদেরকে প্রদানের জন্য বের করবে।

আয়াতে বর্ণিত أَمْوَالَهُمْ)তাদের সম্পদ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই হালাল সম্পদ, যা চুরি, রাহাজানি অথবা অন্য কোনো হারাম পন্থায় উপার্জন করেনি; বরং বৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে।

- আয়াতে বর্ণিত فِي سَبِيلِ اللهِ)আল্লাহর রাস্তায়) কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সফরে...।

সারকথা হলো, আল্লাহর রাস্তায় খরচকৃত বস্তুকে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সেই শস্যদানার সাথে উপমা দিয়েছেন যা ভূমিতে রোপিত হয়, অনন্তর তা থেকে সাতটি শিষ বের হয়ে আসে। সেই সাতটি শিষে থাকে একশটি করে দানা। অর্থাৎ দানকৃত বস্তুকে সেই দানার সাথে তুলনা করেছেন, যে দানা সাতশ গুণে বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি বিশাল অংক।

পবিত্র কালামুল্লাহয় সুরা আনআমের ১৬০ নং আয়াতে এসেছে:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

অর্থ: কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে।

আর এখানে, আমাদের আলোচিত উদাহরণে বলা হচ্ছে যে, একটি শস্যদানা সাতশ গুণে বৃদ্ধি পাবে।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

অর্থ: কে সে, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। [57]. সুরা বাকারা: ২৪৫।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে

এসেছে:

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে (তা আল্লাহ কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব-শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। [58]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০১৪।

এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে গুণন সংখ্যাটিতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কখনো নেক কাজের সওয়াব দশ গুণে বৃদ্ধি পায়, কখনো সেটা সাতশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কখনো 'বহুগুণ' শব্দে গুণনকে উল্লেখ করা হয়, কখনো একটি মাত্র খেজুরের সওয়াব একটি বিশাল পর্বত সমান হয়ে ওঠে!

নিঃসন্দেহে সওয়াবের এই তারতম্যের পেছনে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। আমাদের আলোচনায় যে শস্যদানাটি সাতশ গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে দানাটির

কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

চলুন দেখে নেয়া যাক, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

যে বীজ থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়

সাতটি শিষ উৎপন্ন করতে সক্ষম যে শস্যদানা, তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন: তা খুব উৎকৃষ্ট মানের শস্যদানা হয়ে থাকে। উন্নত জাতের হয়। সব ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে। ক্ষতিকর পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি থেকে বীজ নিরাপদ থাকে এবং পুরোনো হওয়ার কারণে তার উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায় না।

যে সাদাকায় দানশীল ব্যক্তি বহুগুণ সওয়াব পেয়ে থাকেন,
সে সাদাকাটিকেও শস্যদানার মতো উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট হতে হয়। যেমন: দানের সম্পদটি হতে হবে হালাল উপার্জন থেকে উপার্জিত অর্থ বা বস্তু। হারাম পন্থায় উপার্জিত বস্তু দান করলে এ সওয়াব পাওয়া যাবে না। চুরি, ছিনতাই বা রাহাজানির সম্পদ হতে পারবে না। দাতা লজ্জায় পড়ে দিয়েছে, বা বিরস চিত্তে দিয়েছে এমন হতে পারবে না।

- ঘুষের টাকা, আত্মসাৎকৃত টাকা, ধোঁকা দিয়ে বা বিপদে ফেলে উপার্জিত টাকায় এ সওয়াব নেই।

- সাদাকার অর্থ এমন হতে হবে, যা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম সংশয় নেই।

সাদাকা হতে হবে উৎকৃষ্ট সম্পদ হতে এবং দানকারীকে হতে হবে আল্লাহর এ বাণীর একনিষ্ঠ অনুসরণকারী:

হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো, আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দিই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবার নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো! এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

দানকারীর মনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভাষ্যে বর্ণিত উপলব্ধি থাকতে হবে:

যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে (তা আল্লাহ কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন, আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব-শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।
- অর্থাৎ নিজ হাতে কামাইকৃত উত্তম বস্তু দান করা।

হাদিসে এসেছে:

হযরত মিকদাম রাযি.-এর সূত্রে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

অথবা হালাল ব্যবসা থেকে উপার্জিত উত্তম সম্পদ দান করা। কেননা
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.

অর্থ: আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।

অথবা স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্টচিত্তে (বাধ্য হয়ে বা চক্ষুলজ্জায় নয়) যে সম্পদ উপহার দিয়েছে তা থেকে দান করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

অর্থ: সন্তুষ্টচিত্তে তারা মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।
[59]সুরা নিসা: ৪।

- অথবা ওই সম্পদ থেকে দান করা যা পিতা তার পুত্রকে দিয়েছে।

কেননা হাদিস শরিফে এসেছে।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :«إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

অর্থ: হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যা খায় তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন। আর লোকের সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।
[60] সুনানে নাসায়ি, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১। এ হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের, তবে সনদ নিয়ে সামান্য ইখতেলাফ রয়েছে।

অথবা গবাদি পশুর বাচ্চা বা গাছের ফল ইত্যাদি হালাল বস্তু দান করা।

যেমনইভাবে সুন্দর চারা উৎপন্ন করার জন্য সুন্দর বীজের দরকার হয়, তেমনইভাবে সাদাকা সুন্দর হওয়ার জন্য, বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, বরকতময় হওয়ার জন্য সাদাকার বস্তুটিও উত্তম হতে হয়।

বীজের অবস্থান

এই ব্যাকটেরিয়া ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে মুক্ত উৎকৃষ্ট বীজ থেকে উৎপন্ন চারাটি যেন সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সে জন্য চাই সঠিক ও সুন্দর জায়গা নির্বাচন।

বীজ যতই ভালো হোক, যদি তা জলাভূমিতে অথবা একদম ঘাস-পানিহীন শুষ্ক ভূমিতে ফেলা হয়, তাহলে খুব দ্রুত তা মারা পড়বে। অনুরূপভাবে ভালো বীজও যদি অনুর্বর ভূমিতে বোনা হয় তাহলে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাবে না।

- সাদাকার বিষয়টিও এমন। সম্পদ উত্তম হলেও যে কাউকে তা দিয়ে দেয়া উচিত নয়। তালাশ করে ভালো মানুষটির হাতে সাদাকা দেয়া উচিত, যে ওই টাকা দিয়ে ভালো কাজ করবে। উন্নতি করবে, উড়িয়ে দেবে না। দান করতে হবে এমন মানুষকে যে টাকা নিয়ে আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় খরচ করবে। গুনাহের কাজে ব্যয় করবে না। দান করতে হবে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মানুষকে নিবৃত করার জন্য। ক্ষুধা দূর করার জন্য। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য। দান করতে হবে এমন মানুষকে, যে এই দানের টাকা দিয়ে দায় শোধ করবে, নিজের ওপর আপতিত ঋণ পরিশোধ করবে, কোনো অভাবী মুসলমানের মুখে হাসি ফোটাবে, কোনো অসহায়-দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন পূরণ করবে।

এমন উপযুক্ত স্থানে দান করার দ্বারা দানের সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়।

- অতি প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের হাতে দানের টাকা তুলে দেয়ার দ্বারা সওয়াব বিরাট আকার ধারণ করে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ .وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ .يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
.أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

অর্থ: সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জানো, বন্ধুর গিরিপথ কী? তা হচ্ছে দাসমুক্তি। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান। এতিম আত্মীয়কে, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। [61]সুরা বালাদ: ১১-১৬।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নিরাপত্তার সাথে উতরে যাওয়ার উপায় হলো, গোলাম আজাদ করা, প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খাবার দান করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাকে খাবার দান করা হবে?

খাবার দান করতে হবে এমন এতিমকে, যার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। খাওয়াতে হবে এমন মিসকিনকে, যিনি প্রচণ্ড দুর্দশাগ্রস্ত, জমিনের মাটি ছাড়া তার আর কিছু নেই। নিঃসন্দেহে এগুলো সওয়াব বৃদ্ধির কারণ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অভাবী আত্মীয়দের দান করার দ্বারা দুই ধরনের সওয়াব হয়। এক হলো, দানের সওয়াব। আরেক হলো, আত্মীয়তা রক্ষা করার সওয়াব। [62] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০১।

সুতরাং আপনি যদি একটি পয়সা বা একটি টাকা এমন দরিদ্রকে দান করেন, যার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে আপনি দুটি নেক কাজ করার সওয়াব পাবেন। আর যদি অনাত্মীয় দরিদ্রকে দান করেন তাহলে শুধু দান করার সওয়াব পাবেন।

এটা হবে যদি আত্মীয়-অনাত্মীয় দুজনই সমান প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অনাত্মীয় ব্যক্তির প্রয়োজন তীব্রতর হয়, আর আত্মীয় তুলনামূলক ভালো অবস্থায় থাকে তাহলে অনাত্মীয়কে দান করাই উত্তম।

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পূর্ববর্তী যুগের এক লোকের ঘটনা শুনিয়ে বললেন যে, এক লোক দান করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো। ঘটনাক্রমে তার দান গিয়ে পড়ল এক চোরের হাতে। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, অমুক রাতের অন্ধকারে এক চোরকে দান করে এসেছে। এ কথা শুনে লোকটি পুনরায় দান করল। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে:

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদাকা করব। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে!

এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি
অবশ্যই সাদাকা করব। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদাকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল। আমি অবশ্যই সাদাকা করব।

এরপর সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে কোনো এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ধনী ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হয়েছে!

লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই। (আমার সাদাকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল!

পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সাদাকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে। তোমার সাদাকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে, সম্ভবত এ জন্য যে, সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে। আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদাকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সাদাকা করবে। [63] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪২১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০২২।

হাদিসে বর্ণিত লোকটির নেক নিয়ত, আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কারণে আল্লাহ তার দানকে কবুল করে নিয়েছিলেন।

তো নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ দানের ক্ষেত্রে লোক নির্বাচনে ভুল করে ফেলে। এ ধরনের দানশীল ব্যক্তিও আজর ও সওয়াব হতে বঞ্চিত হবে না।

ফরজ দান (জাকাত) এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হকদার রয়েছে আর নফল দানের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ক্ষেত্র রয়েছে।

ফরজ দান অর্থাৎ জাকাতের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন।

الما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقاب والقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم

অর্থ: সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋদ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[64]. সুরা তাওবা: ৬০।

কিছুসংখ্যক আলেম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি সহিহ বলে সাব্যস্ত করেছেন:

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.

অর্থ: সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য জাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। **[65]. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ২৫৯৭। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৮১৮।

যে-কোনো নেক উদ্দেশ্যে নফল দান করা যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দাতা সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

তবে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাদের জন্য সম্পদ খরচ করা যাবে ও দানকারীরা কাদেরকে দান করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

এই হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সব সনদেই হাদিসটি সহিহ।

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الحافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَال

الله بِهِ عَلِيمٌ.

অর্থ: যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাকো। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। [66]সুরা বাকারা: ২৭২-২৭৩।

'এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো আল্লাহ তো তা সবিশেষ অবহিত।'

- যাদেরকে দান করা যাবে নিম্নে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো: ১. তারা দরিদ্র হবে।

2. أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 'যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত'। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার সদিচ্ছা তাদের মাঝে রয়েছে। তাদের চেষ্টা আছে, কী করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা যায়। সীমান্ত রক্ষা ও শত্রুদেরকে প্রতিহত করার মতো মনোবল তাদের আছে। কিন্তু অভাব ও দরিদ্রতা তাদেরকে এ কাজ থেকে

বিরত রেখেছে। এ শ্রেণির মাঝে গণ্য হবে সেই সকল মুজাহিদও, যারা শত্রুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার কারণে ব্যবসা ও উপার্জন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

.. لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ 'দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না।'

অর্থাৎ লোকগুলো এমন যে, সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে অন্যদের মতো সফর করতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না। উপার্জনজনিত কর্মব্যস্ততা সর্বদা তাদেরকে এক জায়গায় আটকে রাখে।

8.يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ

যাঞ্চা না করার কারণে লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।' অর্থাৎ তারা মানুষের কাছে কিছু চায় না এবং মানুষের সম্পদ হাতানোর ধান্দায় থাকে না, বরং

সওয়াল করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিক্ষাবৃত্তি করে না, বরং অভাব ও ক্ষুধার ওপর ধৈর্যধারণ করে।

অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে, এরা তো ধনী। অথচ তারা ধনী নয়। তাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই। তবে তাদের রয়েছে মানসিক উদারতা, মনের ধনাঢ্যতা।

৫. تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ 'তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে।' 'بِينا' মানে হলো আলামত। অর্থাৎ তাদের চোখে-মুখে অভাব ও দারিদ্র্যের আলামত স্পষ্ট থাকে। কিন্তু খুব কম লোকই তা অনুধাবন করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন যে,

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত মিসকিন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু লুকমা অথবা এক-দুটি খেজুর পেলে ফিরে যায়; বরং প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান-খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাঞ্ছা করে বেড়ায় না। [67]সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪৭৯। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩৯।

. لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাঞ্চা করে না।' যদিও এ ধরনের লোকদের জন্য দান চাওয়া জায়েজ এবং তারা সত্যিই দান পাওয়ার উপযুক্ত ও অন্যদের থেকে বেশি প্রয়োজনগ্রস্ত, তবুও তারা চায় না। কারণ, তারা ভিক্ষার নিচুতা সম্পর্কে জানে। তাই চক্ষুলজ্জায়, সম্মান রক্ষার জন্য তারা চাওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। তারা কষ্ট করে, কিন্তু মানুষের সামনে হাত পাতে না।

নিঃসন্দেহে এমন মানুষকে দান করা বিরাট সওয়াবের কাজ। তাদের জন্য খরচ করলে অবধারিতভাবে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দেবেন।

আমি আবারও বলতে চাই, সাদাকাকে উত্তমরূপে ও বহুগুণে বৃদ্ধি করার জন্য কর্তব্য হলো, সাদাকা যথাস্থানে উপযুক্ত হকদার ও সঠিক পাওনাদারদের হাতে অর্পণ করা।

বীজ বপনের সময় ও সাদাকা দানের সময়

আমরা জানি যে, বীজ যদিও অতি উৎকৃষ্ট মানের হয় এবং ভূমিও উর্বর হয়, তথাপি বীজ বপনের জন্য একটি উপযুক্ত সময় বেছে নিতে হয়। কিছু বীজ আছে যা গ্রীষ্মে উৎপন্ন হয়, যদি শীতকালে রোপণ করা হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। আবার কিছু বীজ আছে যা শীতকালে উৎপন্ন হয়, গরমকালে রোপণ করলে নষ্ট হয়ে যাবে।

সাদাকার বিষয়টিও এমন। কিছু কিছু সময় রয়েছে যখন সাদাকা করা হলে তার সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়, আবার কিছু সময় রয়েছে যখন সাদাকা করা হলে সওয়াব পরিমাণে কম হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দান করলে দরিদ্রের ক্ষুধাও মেটে না, দানের সওয়াবও হয় না।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন সুরা বালাদে

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.

অর্থ: অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান।

অর্থাৎ ক্ষুধাপূর্ণ দিনে। তো এ ধরনের দিনে দান করলে সওয়াবের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটা কেয়ামতের দিন 'বন্ধুর গিরিপথ' নিশ্চিন্তে পার হওয়ার কারণ হয়।

আবার কখনো কখনো এমন হয় যে, সাদাকা গিয়ে পড়ে এমন মানুষের হাতে, যে পাপাচারে, পাপকর্মে ও ঝগড়া-বিবাদে টাকা উড়িয়ে দেয়। এমন দিনে সাদাকা করা হয়ে যায়, যখন মানুষ গুনাহের বস্তু কিনে টাকা নষ্ট করে। (যেমন থার্টি ফাস্ট নাইটে অনেক দরিদ্র লোকও আতশবাজি উড়িয়ে টাকা অপচয় করে)

আবার কখনো কখনো টাকা হাতে যায় এমন সময়ে যখন গ্রহীতা অন্যের ওপর জুলুমে টাকা খরচ করে। (যেমন: মিথ্যা মামলা বা হয়রানিমূলক মামলায় মানুষ টাকা নষ্ট করে।)

সুতরাং সওয়াব বৃদ্ধির জন্য দানের সময় নির্বাচনে সতর্ক হোন!

বীজ বপনের পদ্ধতি ও সাদাকা প্রদানের পদ্ধতি

ফসলের মাঠে বীজ রোপণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিছু বীজ আছে যা ভূমির ওপরে ছড়িয়ে দিলেই হয়। আবার কিছু বীজ আছে যা নির্দিষ্ট পরিমাণ গর্ত খুঁড়ে রোপণ করতে হয়।বীজের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়।সাদাকার ক্ষেত্রে দেখতে হবে সাদাকা কি গোপনে করা হচ্ছে না প্রকাসশে?সাদাকা কি আল্লাহের জন্য করা হচ্ছে কিনা?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হিসেবে বলা হয়। যেখানে একজনকে দান করতে দেখে অন্যরাও দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজনের দান যদি বাকিদেরকে দানে অনুপ্রাণিত করে তাহলে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ.

অর্থ: তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থ: যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

একবার মুযার গোত্রের কিছু লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে অভাব ও দরিদ্রতা দেখতে পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের সামনে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন এক আনসারি সাহাবি এক থলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এল। থলেটি এত ভারি ছিল যে, বহন করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার দেখাদেখি সব লোক ত্রাণসামগ্রী এনে জড়ো করতে শুরু করল। এক সময় দেখা গেল যে, খাদ্য ও বস্ত্রের দুটি স্তূপ জমে গেছে। এটা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি বললেন যে:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ.

অর্থ: যে কেউ দ্বীন ইসলামে উত্তম কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে (যা শরিয়তসম্মত) তার জন্য সে সওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা এ পদ্ধতির অনুসরণ করবে তার সওয়াবও সে পাবে।

- অনেক সময় গোপনে দান করার মতো সময় হাতে থাকে না। যেমন:

একজন পথিক এসে পড়েছে। এখন সবার সামনে দিলে দেয়া যাবে, দেরি করলে সে হয়তো চলে যাবে। এ ক্ষেত্রে গোপনে দান করার জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ থাকে না। তাই প্রকাশ্যে দিয়ে দেয়াই উত্তম।

এখন প্রশ্ন হলো, জাকাতের সকল শ্রেণির মধ্য হতে একটি শ্রেণি থেকে একজনকে দান করা উত্তম নাকি প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ভাগ করে একাধিক লোককে দান করা উত্তম?

উত্তর হলো, পরিস্থিতি একেক সময় একেক রকম থাকে। এখন এক পন্থায় দিলে উত্তম, কখনো অন্য পন্থায় দান করা উত্তম। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে দান করতে হবে।

মোটকথা: দানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় নির্বাচন ও ক্ষেত্র নির্বাচনের দ্বারা দানের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

- এবার দেখতে হবে শস্যদানা যিনি রোপণ করেছেন তার অবস্থা কী, তার নিয়ত কী?

উত্তম ফসলের জন্য সবকিছুর সাথে এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ফসল ফলে আল্লাহর নির্দেশে। আবার তিনিই পঙ্গপাল পাঠিয়ে ফসল নিঃশেষ করে দেন।

তাই কৃষককে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর ভরসাকারী ও আশাবাদী হতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না।

বীজ বপনের সময় কৃষকের মনে নেক নিয়ত থাকতে হবে। কল্যাণের পথে থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কেননা নিয়তের ভিত্তিতে রিজিকের মধ্যে কম-বেশ হয়ে থাকে। আবার সুন্দর নিয়তের কারণেই সুন্দর ফসল ফলে।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসটির প্রতি লক্ষ করুন!

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা এক ব্যক্তি কোনো এক জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখণ্ড হতে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সঙ্গে সঙ্গে ওই মেঘখণ্ডটি একদিকে যেতে লাগল। অতঃপর এক প্রস্থ পূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ওই স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ওই পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল তার বাগানে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোদাল দিয়ে পানি ফেরাচ্ছে। এটা দেখে সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা। তোমার নাম কী?

সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তুমি মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছ।

অতঃপর বাগানের মালিক তাকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে কেন? জবাবে সে বলল, যে মেঘের এতে পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও! অতঃপর বলল, তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কী আমল করো?

মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করেছ (তাই বলছি), আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজন আহার করি এবং এক-তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দিই (চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)।

সাদাকাও অনুরূপ। সাদাকার নিয়ত যদি নেক হয় এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যদি সাদাকা করা হয়ে থাকে, তাহলে তার সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থ: মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ নিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী। [68] সুরা রুম: ৩৯।

অন্য আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى .وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

অর্থ: যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

কুরআনে ঈমানওয়ালাদের ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত শব্দে:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.

অর্থ: এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই কৃতজ্ঞতাও নয়।[69]. সুরা দাহর, আয়াত নং ৯।

না, একটি হাদিসে এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযি. হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে।

এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও। [70] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৬। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০২।

সুতরাং সাদাকাকারীকে নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে। উদার মনে দান করতে হবে ও আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করতে হবে। সওয়াবের আশা রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই এ দানের বিনিময় দান করবেন। প্রশস্ত বক্ষে সন্তুষ্টচিত্তে দান করতে হবে। দান করে সুখ অনুভব করতে হবে।

আল্লাহর এই চমৎকার বাণীটি দিয়ে পরিচ্ছেদটি শেষ করি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

.وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক "দ্রষ্টা।

সুতরাং হে দাতা! আল্লাহ আপনাকে দেখছেন! আপনার কাজকে দেখছেন! আপনার দানকে দেখছেন! ৫৭. সুরা আলে ইমরান: ১৫৬।

আল্লাহ আপনার এই নেক কাজ ও নেক নিয়তের বদলা অবশ্যই দেবেন!

বীজের মতো সাদাকারও পরিচর্যা করতে হয়!!

যে বীজটি রোপণ করা হবে তা যেন সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, বড় হতে পারে পারে এবং সুস্থ-সুন্দর চারার জন্ম দিতে পারে, সে জন্য চাই বীজের সঠিক পরিচর্যা। পানি সিঞ্চনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ সঠিক

সময়ে সঠিক পরিমাণে পানি দিতে হবে। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গরম বাতাস ও ঝড়ো হাওয়া থেকে বীজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং গাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যার জন্য যা যা করণীয় তার সবকিছুই করতে হবে।

সাদাকার বিষয়টিও এমন। যে ব্যক্তি সত্যিকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে তার কর্তব্য হলো, দানের সঠিক পরিচর্যা করা। দানের সময় আল্লাহর কাছে কবুলিয়তের দুআ করা। নেককার মুমিনগণ সর্বদা ভালো কাজের সময় আল্লাহর কাছে কাজটি কবুল হওয়ার দুআ করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের নেককারদের সম্পর্কে বলেছেন:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.

অর্থ: এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। [71]সুরা মুমিন: ৬০।

এই শ্রেণির মানুষ সাদাকা করেন, সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, রোজা রাখেন, হজ পালন করেন। সেইসাথে মনে মনে আশঙ্কাও রাখেন যে, তাদের আমল কবুল হবে কি?

দেখুন! হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র সত্যবাদী ইসমাইল কাবাঘরের প্রাচীর তোলার সময় তাদের কাজ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন। সে বিষয়টির প্রতি ঈঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। [72]সুরা বাকারা: ১২৭।

- হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের মা পেটের সন্তানকে আল্লাহর নামে মান্নত করে বলেছিলেন যে:

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।৬০

আর আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো:

.يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

অর্থ: এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। [73]. সুরা ফুরকান: ৬৪।

- এ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তারা প্রার্থনা করতে থাকে যে

.رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ,

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করো, তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ![74]. সুরা ফুরকান: ৬৫।

আর এই দেখুন! রাতের ইবাদতগুজারদের অবস্থা। তারা দীর্ঘ রাত আল্লাহর সামনে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও তাদের মনে থাকে আশা-নিরাশার দোলাচল।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يسْتَوِي الَّذِينَ
.يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। ৬০ ৬০. সুরা আলে ইমরান: ৩৫।

আরেক ধরনের মানুষ দেখুন! দোজখ এদেরকেই আগে পোড়াবে। এরা হলো এমন লোক, যারা মানুষের মাঝে দানবীর পরিচিতি লাভের জন্য সাদাকা করে। এ বিষয়ক প্রসিদ্ধ

হাদিসটি সকলেরই জানা আছে। [75]এ সংক্রান্ত হাদিস দেখুন সহিহ মুসলিম শরিফে। হাদিস নং ১৯০৫।

আর সাদাকাটি যদি হয় সাদাকায়ে জারিয়া তাহলে এর সওয়াব যেন চিরকাল বহমান থাকে, চিরকাল বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে জন্য সাদাকাকারীর কর্তব্য হলো, সংশোধন, সংস্কার ও যত্নের মাধ্যমে সাদাকাকে সুন্দর করে তোলা।

যেমন: একটি মসজিদ বানানো দরকার। টাকা দিয়ে সেই মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে তাই করে দেয়া। যদি কুরআন সংরক্ষণের জন্য তাক বা আলমিরার প্রয়োজন হয় তাহলে তাই বানিয়ে দেয়া। যদি দাতার পক্ষে উলামা-তোলাবা ও দাঈদের পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভব হয় তাহলে তাই করা।

অনুরূপভাবে মসজিদ-মাদরাসায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, বিছানা ও জায়নামাজের ব্যবস্থা করা, ওজুখানা নির্মাণ করে দেয়া এগুলোও

সাদাকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। মসজিদ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, এ জন্য নিজ খরচে লোক নিয়োগ

করা এ সবই বিরাট সওয়াব লাভের মাধ্যম, অগণিত প্রতিদান প্রাপ্তির উপলক্ষ্য। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন।

- সাধারণ নেক আমলগুলোও এ রকম। যত্নশীলতার কারণে এর সওয়াব অনেক বেড়ে যায়।

- আবারও সেই বীজটির প্রতি লক্ষ করি, যেটি রোপণ করা হয়েছে এবং খানিকটা বড়ও হয়েছে। এ বীজ থেকে উৎপন্ন চারা থেকে সঠিক ফসল লাভের জন্য একে সকল ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে হবে। গাছের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এর আশপাশ থেকে ঘাস, লতাপাতা ও পরগাছা উপড়ে ফেলতে হবে।

- সাদাকার বিষয়টিও এ রকম। সওয়াব নষ্ট হয় ও আল্লাহর পক্ষ থেকে

প্রাপ্তি নষ্ট হয়ে যায় এমন সকল কাজ থেকে দানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

যেমন: দান করে খোঁটা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। লোক দেখানো বা প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে দান করা যাবে না। কেননা এ ধরনের কাজ দানকে ধ্বংস করে দেয়, দানের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। দেখুন না, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেছেন:

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ.

অর্থ: যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। [76]. সুরা বাকারা ২৬৩।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের থেকে নির্মখাপেক্ষী। তোমাদের সাদাকা থেকে নির্মুখাপেক্ষী। তোমাদের ব্যাপারে সহনশীল, তাই তোমাদের (দান করে গ্রহীতাকে) খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার শাস্তি তিনি তৎক্ষণাৎ দেন না। বরং কেয়ামত দিবসের জন্য রেখে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. অর্থ : হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। [77] সুরা বাকারা ২৬৪।

এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। কুরআনে বর্ণিত উদাহরণসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম সুন্দর ও চমৎকার উদাহরণ এটি।

এ উদাহরণের সারকথা হলো, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত খোঁটা ও কষ্ট দেয়া সাদাকাকে বাতিল করে দেয়, যেভাবে রিয়া (লোক দেখানোর জন্য দান) সাদাকাকে বাতিল ও সওয়াবশূন্য করে দেয়।

অনুরূপভাবে আয়াতটিতে সাদাকার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়া ও রিয়াসহ সাদাকার উপমা দেয়া হয়েছে প্রবল বৃষ্টির সাথে, যা শক্ত মসৃণ পাথরে লেগে থাকা মাটি ও ধুলোকে ধুয়ে নিয়ে যায়।

যেমনইভাবে প্রবল বৃষ্টি (আয়াতে যাকে 'ওয়াবিল' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে) ধুলো-ধূসরিত মসৃণ পাথরের ওপরে পড়ে ধুলোকে ধুয়ে নিয়ে যায়,

সামান্যতম ধুলোর চিহ্ন রাখে না, তেমনইভাবে রিয়াও (লোক দেখানো ইবাদত) সাদাকার সওয়াবকে এভাবে ধুয়ে ফেলে। রিয়ার সাথে সাদাকা করা হলে সাদাকার ওপর সওয়াবের কোনো চিহ্নই থাকে না।

দান করে খোঁটা বা কষ্ট দিলেও দানের সওয়াব থাকে না।
এ সম্পর্কে কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

'তাফসিরে কাইয়্যিমে' আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন:

যদি খোঁটা, কষ্ট ও রিয়াবিশিষ্ট দানকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, রিয়া সাদাকাকে সওয়াবের মাধ্যম হতেই বাধাগ্রস্ত করে। অর্থাৎ রিয়াযুক্ত দান সওয়াব লাভের কারণই হতে পারে না। আর খোঁটা দেয়া ও কষ্ট দেয়া দানের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ দান করার কারণে তো দাতা সওয়াব লাভ করেছিল, কিন্তু খোঁটা দেয়ার দ্বারা সে দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

দানকারী ও দানের আমল বাতিল সম্পর্কে আয়াতে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ সফওয়ান দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ধুলিযুক্ত মসৃণ পাথর।

وَابِلٌ ওয়াবিল দ্বারা উদ্দেশ্য ভারি বর্ষণ।

فَتَرَكَهُ صَلْدًا 'সালদা' মানে যার ওপরে কিচ্ছু নেই। একদম পরিষ্কার।

এই অলংকারপূর্ণ উপমা-অংশগুলোর প্রতি লক্ষ করুন এবং একে উপমেয়-এর সাথে মিলিয়ে দেখুন, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন কুরআন কত মহান, এর ভাষাশৈলী কত চমৎকার!

পাথরকে উপমা দেয়া হয়েছে রিয়াকার, খোঁটাদানকারী ও কষ্ট দেয়া দাতার কলবের সাথে। যেন তার কলব ঈমান, ইখলাস ও সৎকর্ম অবলম্বন না করার ক্ষেত্রে পাথরের মতো। আর যে কাজ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করেছে তা যেন পাথরের ওপর লেগে থাকা মাটির মতো। ভেতরে শক্ত পাথর থাকার কারণে ওপরের মাটিতে কোনো চারা গজাতে পারে না। পাথরের সাথে মাটির শক্ত ও স্থায়ী বন্ধন না থাকার কারণে বৃষ্টি হলে পাথরের ওপর থেকে মাটি ধুয়ে চলে যায়। রিয়াকারীর হৃদয়ও এমন,

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার সামনে তা অটল থাকতে পারে না। যখনই ওহির বৃষ্টি-ধারা তার হৃদয়ে বর্ষিত হয়, তখন মন থেকে সাদাকা-রবের অনুপম দান: ০৭

ইখলাস পাথরের ধুলোর মতো ধুয়ে চলে যায়। তারপর ধোয়া পাথরের মতো যে হৃদয় প্রকাশিত হয়, তাতে কোনো সওয়াবের বৃক্ষ থাকে না।

রিয়াকারীর আমলের অসারতা বোঝাতে আল্লাহ তাআলা এ উদাহরণ এনেছেন। কেয়ামতের দিন সে কোনো আমলের সওয়াবই পাবে না। অথচ তারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল সওয়াবের। আল্লাহ আমাদেরকে রিয়ামুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন।

তাফসিরে কাইয়্যিমে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ো না এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না।

তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের

কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৬৭

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দান করে খোঁটা দিলে বা কষ্ট দিলে দান বাতিল হয়ে যায়। এটাই প্রমাণ যে, মন্দ আমল ভালো আমলকে নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো তাঁর সঙ্গে

সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ, এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

সাদকা ও শস্যবীজের মধ্যে সাদৃশ্য

- উত্তম উপার্জনের মাল দ্বারা সদকা করা উচিত। তেমনভাবে রোপিত বীজ খানা উত্তম হওয়া চাই।
- সদকা অর্পণ করতে হয় উপযুক্ত লোকদের হাতে, ঠিক তেমনি বীজ বপন করতে হয় উপযুক্ত জমিতে।
- সদকা করতে কার্যকর সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। বীজ বপনের জন্য ঋতুর অপেক্ষা করতে হয়।
- লোক দেখানোর জন্য সদকা করা যায় না। বন্যা ,ঝোড় হাওয়া থেকে নিরাপদ রাখা হয় বীজগুলিকে।
- সদকাগ্রহিতাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া যাবে না,বীজকে ও ঠিকমত পানি,সার দিতে হবে;উপ্রে ফেলার প্রশ্নই উঠে না।

বিশুদ্ধ নিয়তে দান

কোনপ্রকার কষ্ট না দিয়ে আল্লাহকে রাজি,খুশির নিয়তে দান করতে হবে। উদারচিত্তে দান করতে হবে।আল্লাহ সবাইকে দান করার তাওফিক দেন না। দান করার পর বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ উত্তম বদলা দিবেন,বারকাহ দিবেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে (তা আল্লাহ কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন, আর তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ তার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব -শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। -
সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১০।

বীজ যতই ভালো হোক, যদি তা জলাভূমিতে অথবা একদম ঘাসপানিহীন শুষ্ক ভূমিতে ফেলা হয়, তাহলে খুব দ্রুত তা মারা যাবে। অনুরূপভাবে ভালো বীজও যদি অনুর্বর ভূমিতে বোনা হয় তাহ লে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাবে না।

সাদাকার বিষয়টিও এমন। সম্পদ উত্তম হলেও যে কাউকে তা দেয়া উচিত নয়। তালাশ করে ভা লো মানুষটির হাতে সাদাকা দেয়া উচিত, যে ওই টাকা দিয়ে ভালো কাজ করবে। উন্নতি করবে, উড়িয়ে দেবে না...

এমন উপযুক্ত স্থানে দান করার দ্বারা দানের সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা

রাসুল-
এর সাহাবিদের মাঝে কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার অসংখ্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। উমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,
'একবার রাসুল আমাদের সদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আর আমার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা রাসুলের নির্দেশনা উপযোগীই ছিল। তাই আমি বললাম, "যদি কোনো দিন আবু বকর কে ছাড়িয়ে যেতে চাই আমি, তবে আজই সেই দিনটি এসেছে।" তারপর আমি আমার সম্পদের

অর্ধেক নিয়ে হাজির হলাম। রাসুল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
“তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" আমি বললাম,
"এর সমপরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি।” আর এদিকে আবু বকর তাঁর সম্পদের সবটুকুই নিয়ে এসেছেন। রাসুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?” তিনি বললেন,
"তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল-কে রেখে এসেছি।” আমি বললাম, "আমি

কোনো দিন কোনো কিছুতে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না।

ইবনুল কাইয়িম বলেন,
কুরআনসুন্নাহর দলিল, বিবেকবুদ্ধি, মানুষের ফিতরাত এবং (মতানৈক্য সত্ত্বেও) উম্মাহর অভিজ্ঞতায় এ কথা প্রমাণিত যে, রব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, সদাচার এবং সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল কল্যাণ অর্জনের প্রধান মাধ্যম। আর এগুলোর বিপরীত বিষয়গুলো সকল অকল্যাণের মাধ্যম। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নৈকট্য এবং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে যতটুকু আল্লাহর নিয়ামত অর্জন করা যায় এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দূরে থাকা যায়, অন্য কোনোভাবে এতটুকু সম্ভব নয়।'

তিনি আরও বলেন,
'যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় হয়, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সদয় হন। যারা তাদের প্রতি দয়া করে, তিনিও তাদের প্রতি দয়া করেন। যারা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, আল্লাহ তাআলাও তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন। যারা দুনিয়ার মানুষের প্রতি উদারতা দেখায়, আল্লাহ তাদের প্রতি উদার আচরণ করেন। যারা মানুষের উপকার করে, তিনিও তাদের উপকার করেন। যে লোক অন্যের দোষত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষত্রুটি গোপন রাখেন। যারা মানুষের কাছে কল্যাণ পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করে, আল্লাহ তাআলাও তাদের কাছে কল্যাণ পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করেন। যে আল্লাহর বান্দার সাথে যেরূপ আচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখিরাতে তার সাথে একই আচরণ করবেন

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে তেমন আচরণই করবেন। যেমন আচরণ আপনি তাঁর বান্দাদের সাথে করেছেন।

কালের অববাহিকায় আজও ইতিহাসের পাতায় 'ইসার আলান নাফস' তথা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এক দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সেটি হলো, উমর বিন খাত্তাব বলেন,
'একবার এক সাহাবির কাছে বকরির মাথা হাদিয়া আসলো। তিনি হাদিয়া পেয়ে বললেন, "আমার চেয়েও আমার অমুক ভাইয়ের বকরির মাথাটি বেশি প্রয়োজন।" ফলে মাথাটি তার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এভাবে একজন অপরজনের কাছে পাঠাতে পাঠাতে সাতটি বাড়ি অতিক্রম করল। অবশেষে বকরির মাথাটি প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে এল। "১৪ ১৪. আল-ইহইয়া: ৩/২৭৩।

এমনই ছিল তাঁদের আখলাক,চরিত্র। তাঁদের গুণাবলি এতটাই উন্নত ছিল। নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন তাঁরা।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ বলেন,
'আমি জানি, সদাকার একটিমাত্র দানা দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সমান ভারী। [78]. আল-ইহইয়া: ১/২৬৭।

ইবনে উমর-
এর কাছে তাঁর সম্পদের কোনো কিছু বেশি ভালো লাগলে তা আল্লাহর জন্য দান করে দিতেন।[79]. ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৩/৩০
মূলত
তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা পালনের জন্যই এই কাজটি করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنْ

اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

'কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তা জানেন। [80] সুরা আলি ইমরান, ৩: ৯২।

কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা তো এমন, জামাটা পুরাতন হয়ে গেলে, জুতাটা ছিঁড়ার উপক্রম হলে গরিবদের দান করে দিই।

মনে হয় যেন একটা বোঝা থেকে মুক্তি পেলাম!

সদাকার ১০টি ফায়দা

বিশিষ্ট ফকিহ আবুল লাইস সামারকান্দি বলেন,
'কম হোক বা বেশি তোমাকে সদাকা করতেই হবে। কারণ, সদাকার মাঝে ১০টি প্রশংসনীয় ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার সাথে এবং বাকি পাঁচটি আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত।

দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি ফায়দা হলো:

এক. সদাকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন

إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

'নিশ্চয়ই বেচাকেনার মধ্যে শপথ ও মিথ্যার মিশ্রণ হয়ে যায়। তাই তোমরা এর সাথে সদাকার মিশ্রণ করো। [81]. সুনানুন নাসায়ি: ৩৭৯৮।

দুই. এর মধ্যে দৈহিক পবিত্রতা রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

'তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন; এর মাধ্যমে তাদের আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। [82]সুরা আত-তাওবা, ৯: ১০৩।

তিন. সদাকার মাধ্যমে বিপদাপদ ও রোগব্যাধি দূর হয়।

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

'তোমরা সদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো। '[83]. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি: ৬৫৯৩।

চার. সদাকার মাধ্যমে অসহায় মানুষের অন্তরে আনন্দের খোরাক তৈরি হয়। তা ছাড়া মুমিনদের অন্তরে খুশি-আনন্দ জোগানো শ্রেষ্ঠ একটি আমল।

পাঁচ, এর মাধ্যমে সম্পদে বারাকাহ অর্জিত হয়
এবং রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

‘তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন।

সদাকার পরকালীন পাঁচটি ফায়দা হলো:

এক. হাশরের ময়দানের কঠোর উত্তাপে সদাকা ব্যক্তির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবে।

দুই. এর মাধ্যমে হিসাব সহজ হবে।

তিন. এটি আমলনামাকে ভারী করে দেবে।

চার. সদাকা প্রদানকারী পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে।

পাঁচ. সদাকার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

সদাকা প্রদানের মধ্যে যদি কেবল অসহায় মানুষের দুআ ও খুশি-আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো ফায়দা নাও থাকত, তবুও একজন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সদাকা করা এবং এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক ছিল। অতএব
যেহেতু সদাকার মাঝে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সালিহিনের অনুসরণ এমনকি তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সদাকা, সেহেতু সদাকার প্রতি আমাদের কতটা উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন! ২২. তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৭।
পাঁচ. এর মাধ্যমে সম্পদে বারাকাহ অর্জিত হয়
এবং রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

‘তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন।‘

সদাকার পরকালীন পাঁচটি ফায়দা হলো:

এক. হাশরের ময়দানের কঠোর উত্তাপে সদাকা ব্যক্তির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবে।

দুই. এর মাধ্যমে হিসাব সহজ হবে।

তিন. এটি আমলনামাকে ভারী করে দেবে।

চার. সদাকা প্রদানকারী পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে।

পাঁচ. সদাকার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

সাদকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার মুক্তিপণ

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সদাকা আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে কাজ করে। গুনাহ ও ভুলভ্রান্তির কারণে মানুষের ধ্বংস ও শাস্তি নিশ্চিত হয়ে পড়ে।
কিন্তু সদাকা প্রদান করলে তখন মুক্তিপণ হিসেবে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
তাইতো রাসুল ইদের দিন মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ

'হে নারীজাতি, তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো। কেননা,
আমি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।
[84]সুনানুত তিরমিজি: ৬৩৫।

এ কথার মাধ্যমে কেমন যেন রাসুল নারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে
বাঁচার মুক্তিপণের দিশা দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ব্যক্তির ওপর সন্তান ও সম্পদে বারাকাহ অর্জনে, বিপদ দূরীকরণে এবং সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য লাভের ক্ষেত্রে সদাকার ভূমিক ও প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তাইতো সদাকাকারী সদাকা করলে তান জন্য তার বক্ষ উন্মোচিত হয় এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়।

সুফইয়ান সাওরি -এর উদ্দেশে জাফর বিন মুহাম্মাদ-এর উক্তিটি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, 'তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা ব্যতীত নেক কাজে পূর্ণতা আসে না। এক, দ্রুত করা। দুই. (বড়ো হলেও নিজের চোখে) ছোটো মনে করা। তিন, গোপনীয়তা রক্ষা করা।'২৪

দানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আব্দুল্লাহ বিন উমর এটি। তিনি মাঝে মাঝে মজলিশেই তিরিশ হাজার মুদ্রাও বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু অনেক সময় মাস চলে গেলেও এক টুকরো গোশত খেতে পারতেন না।'২৫

একটু লক্ষ করে দেখো, তাঁরা নেক কাজে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন, কখনো বিলম্ব করতেন না। দ্রুত করতেন, গড়িমসি করতেন না। আখিরাতে ফল লাভের আশায় দুনিয়াতে চাষাবাদ করতেন। দুনিয়া তাঁদের কাছে কেবলই একটি বাহনের মতো-যাতে আরোহণ করে রবের কাছে পৌঁছাতে হয়।

সম্পদ তাঁদের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বৈ কিছু নয়। ফলে সম্পদ জমা না করে আল্লাহ যেখানে খরচ করতে বলেছেন, সেখানে খরচ করে দিতেন। তাইতো দুনিয়া তাঁদের কাছে খুবই তুচ্ছ ছিল।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'আত্ম-উদারতার সাথে সম্পদের মালিক হতে শিখুন। অপচয় আর

অবহেলার সাথে নয়। সম্পদকে বাইতুল খলা (টয়লেটের)-এর মতোই মনে করা চাই। যেখানে প্রয়োজনে যেতে হলেও মনের মধ্যে তার জন্য বিশেষ কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আর সম্পদ অর্জনের চেষ্টা-শ্রমকে টয়লেটের সংস্কারের সমানই রাখা উচিত।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ এ (যেন অধিকাংশ মানুষের চরিত্র তুলে ধরে) বলেন, 'আমি তিন ব্যক্তির আচরণে বিস্মিত হয়েছি। এক. যে ব্যক্তি তার

মতোই আরেকজন মাখলুককে নিজের নেক আমল প্রদর্শন করে এবং একই আমল আল্লাহর জন্য করছে বলে আশা ও দাবি করে। দুই. আল্লাহ তাআলা সম্পদ ধার চাওয়া সত্ত্বেও যে লোক সম্পদে কার্পণ্য করে। ফলে সে তার রবকে কোনো সম্পদই দেয় না। তিন. যে লোক মানুষের সাথে সঙ্গ দিতে আগ্রহী এবং তাদের ভালোবাসায় মত্ত; অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে তাকে সঙ্গ দিতে এবং তাঁর সাথে ভালোবাসা গড়তে আহ্বান করছেন প্রতিনিয়ত।

উরওয়া বলেন, 'আমি আয়িশা -কে দেখেছি, সত্তর হাজার মুদ্রা বিলি করতে; কিন্তু তাঁর পোশাকটা ছিল তালিযুক্ত।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করে দিন। তিনিই হলেন উম্মুল মুমিনিন। যিনি বেড়ে উঠেছেন সিদ্দিকে আকবার আবু বকর-এর ঘরে এবং শিষ্টাচার শিখেছেন নববি পাঠশালায়।

যা দান করা হয়েছে, তা-ই বরং অবশিষ্ট আছে

আয়িশা থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ :مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفَهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا

'একবার তাঁরা একটি বকরি জবাই করেছেন। নবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, "বকরির আর কী অবশিষ্ট আছে?" তিনি বললেন, "কেবল কাঁধের হাড়টাই অবশিষ্ট আছে।" রাসুল বললেন, "বরং কাঁধের হাড় ছাড়া সবই অবশিষ্ট রয়েছে।২৮ ২৮. সুনানুত তিরমিজি: ২৪৭০।

আমাদের অগণিত শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এসব স্বর্ণ-মুদ্রা ও ধন-সম্পদের সামান্য মূল্যও নেই দান করা ছাড়া। অন্যদের দেওয়া ব্যতীত এসবের কোনো প্রভাব ও সাওয়াবও হবে না।

হাসান বলেন, 'দিনার-দিরহাম সঙ্গী হিসেবে কতই না নিকৃষ্ট! এরা তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপকারে আসবে না।' [85]. আস-সিয়ার: ১৬/৯৫।

সম্পদ আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হবেই। তবে উত্তমভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হলে কল্যাণমূলক কাজে দান করতে হবে, সম্পদ দিয়ে অন্যের প্রতি ইহসান করতে হবে। অবশ্য কেবল পরকালেই নয়; বরং দুনিয়াতেও এর বেশ প্রভাব রয়েছে। সদাকার প্রভাব খুবই বিস্তর ও মহান। যা আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবলোকন করি।

সদাকার বিস্ময়কর প্রভাব

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সদাকার বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। সদাকাকারী পাপাচারী জালিম বা কাফির যা-ই হোক না কেন, এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও শান্তি থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। বিশেষ কি সাধারণ দুনিয়ার সর্বশ্রেণির মানুষের কাছেই জানা বিষয় এটি। তা ছাড়া সকল মানুষই কম-বেশি এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

আবু জার গিফারি বলেন, 'সালাত দ্বীনের ভিত্তি। জিহাদ সর্বোচ্চ আমল। আর সদাকা এক বিস্ময়কর বিষয়। সদাকা এক বিস্ময়কর বিষয়।[86]. তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৩।

সদাকার বিস্ময়কর প্রভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল ইরশাদ

করেছেন:

،بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ :اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ ،فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ - فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ :يَا عَبْدَ اللَّهِ ما اسْمُكَ؟ قَالَ :فُلَانٌ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ :يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ :إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ :اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا

৩০. তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৩।

بَيْنَا رَج فلان -من تلك رَجُلُ تا ما است الشحي

تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ :أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يُخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُل أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

'একদিন এক লোক কোনো এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিল। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেল যে, "অমুকের বাগানে পানি দাও।"
সাথে সাথে মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ওই স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ওই পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ওই লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল, যিনি বেলচা দিয়ে পানি বাগানের সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এ দেখে সে তাকে বলল, "হে আল্লাহর বান্দা, আপনার নাম কী?" তিনি বললেন, "আমার নাম অমুক" যা সে মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর বান্দা, আপনি আমার নাম জানতে চাইলেন কেন?" উত্তরে লোকটি বলল, "যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, আপনার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও।" এরপর লোকটি বলল, "আপনি এ বাগানের ব্যাপারে কী করেন?" বাগানের মালিক বললেন, "যেহেতু আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন

ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সদাকা করি। এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি।

যে ব্যক্তি দান করে না, আল্লাহর প্রতি তার খারাপ ধারণা জন্মায়। দুনিয়াতে থেকে পরকালের জন্য কিছু অগ্রে পাঠালে অবশ্যই পরকালে এর প্রতিদান ও সাওয়াব পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে।

আবু সুলাইমান দারানি বলেন, 'যে ব্যক্তি রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারে, তার আচরণে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তার মাঝে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি হবে, দান-সদাকার ব্যাপারে অন্তরে উদারতা তৈরি হবে এবং সালাতের মধ্যে অমনোযোগিতা হ্রাস পাবে।

ফলে সম্পদ সে ততটুকুই ব্যবহার করবে, যতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমনটি হয়ে থাকে আরোহণের গাধার সাথে। কেবল প্রয়োজন পরিমাণ জায়গাটুকুই বসার জন্য ব্যবহার

করে। শুধু তা-ই নয়; বরং এর দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো। যেখানে শুধু প্রয়োজন সারা হয়। এর বাইরে তাকে ব্যবহার করা হয় না। যদি নিজেকে এভাবে গড়তে না পারে, তবে তার দৃষ্টান্ত হবে সেই ব্যক্তির মতো, যে সৃজিত হয়েছে ভীরু হয়ে। তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করলে সে হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং কল্যাণ স্পর্শ করলে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।

অতএব একজন বিবেকবান মুসলিমের উচিত দুনিয়াকে সর্বদা হাতের মুঠোয় সীমাবদ্ধ রাখা। অন্তর পর্যন্ত আসতে দেওয়া যাবে না-দুনিয়ায় তার যতই আধিক্য অর্জিত হোক। যদি তা হাতের মুঠোয় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেখান থেকে দুনিয়াকে বের করতে এবং উদারতার সাথে সদাকা করতে সহজ হবে।

পক্ষান্তরে দুনিয়া কারও অন্তরে জায়গা করে নিলে সেখান থেকে বের করা সম্ভব হয় না।

একদা আহনাফ বিন কায়িস এক ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখে বললেন, 'এটি কার?' লোকটি বলল, 'আমার।' তিনি বললেন, 'এটিকে কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা কিংবা সদাকা করে দেওয়া ছাড়া কখনোই এটি তোমার হবে না। অতঃপর তিনি উপমা দিয়ে বললেন:

أنت للمال إذا أمسكته ***وإذا أنفقته فالمال لك

'সম্পদকে যদি আটকে রাখো নিজের কাছে, তবে তুমি সম্পদের হয়ে যাবে। যদি (কল্যাণকর কাজে) ব্যয় করো, তবে সম্পদ তোমার হয়ে যাবে।'

যদি মনে করো সম্পদ তোমার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তবে তো তোমাকে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে এবং লোভলালসা ও আশা কমাতে হবে। কিন্তু যদি সম্পদকে নিজের সাথে নিয়ে যেতে চাও, তবে তোমাকে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে শিখতে হবে, দানশীল হতে হবে, কল্যাণকর কাজ করতে হবে, কৃপণতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। কেননা, দানশীলতা নবিদের সিফাত। এটি নাজাতের একটি প্রধানতম মাধ্যম।
৩৪ ৩৪. মাজমুউল ফাতওয়া: ১০/১৮৯।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, 'যদি সম্পদকে পোকামাকড় ও চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে সদাকা করো।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

এমন দানকে আল্লাহ তাআলা করজে হাসানাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষকে এর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং এমন ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ জোগাতেই এভাবে নামকরণ করা হয়েছে। দানকারী ব্যক্তি যখন অনুধাবন করবে, তার ব্যয়িত সম্পদ আবার তার কাছে ফিরে আসবে, তখন মনের মধ্যে ব্যয়ের উচ্চ মানসিকতা ও আগ্রহ জাগ্রত হবে। দান করতে সহজ হবে এবং সম্পদ বের করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

এরপর যখন দানগ্রহীতার সদাচার, উদারতা ও ওয়াদা পূর্ণ করার সিফাত সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন সে পরিপূর্ণ উদারতার সাথে উত্তমভাবে অনুদান দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে। যদি সে বুঝতে পারে, তার সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে তাকে আরও বহুগুণে পরিশোধ করা হবে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় দান করবে।

তারপর যখন জানতে পারবে যে, এভাবে দান করার ফলে সম্পদ তো বহুগুণে ফিরে পাবেই বরং তার সাথে অতিরিক্ত আরও অনুগ্রহ, দয়া ও অগণিত নিয়ামত পাবে, তবে তো সে কিছুতেই এমন দান থেকে পিছিয়ে থাকবে না এবং বিলম্ব করবে না। কেবল কার্পণ্যপূর্ণ ও রুগ্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং আল্লাহকে ঋণ দিতে অনাস্থা পোষণকারী হৃদয়গুলোই এমন দান থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে। এদের ইমানের দুর্বলতার কারণে এ ধরনের আচরণ করবে। তারা জানে না যে, এই অনুগ্রহ কতটা মহান ও সুবিশাল! তারা বুঝে না, সদাকা ব্যক্তির পক্ষে কতখানি প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের করজ তথা ঋণকে)خ(তথা উত্তম হতে হবে বলে শর্তায়িত করেছেন। তাই এর মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. করজে হাসানার সম্পদটুকু হালাল হতে হবে। অবৈধ, হারাম বা নিকৃষ্ট উপায়ে অর্জিত সম্পদ হলে চলবে না।

দুই. আত্মতুষ্টির সহিত দান করতে হবে। অন্তর সুদৃঢ় থাকতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করতে হবে।

তিন. অতঃপর খোটা বা কষ্ট দেবে না।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়টি দানকারী ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। তৃতীয়টি দানকারী ও দানগ্রহীতার সাথে সম্পৃক্ত।

কার্পণ্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি বৈশিষ্ট্য। আম্বিয়া, সালিভিন বর্জন করেছেন। তারা সকলেই জানত, এটি অত্যন্ত খারাপ ও এমনকি জাহিলি যুগের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত আরবরা পর্যন্ত এটিকে জঘন্য স্বভাব।

আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ানের স্ত্রী তার এক মেয়েকে বলরু 'উফ, কার্পণ্য কতই না খারাপ! যদি এটা কোনো জামা হতে আমি তা পরিধান করতাম না। যদি কোনো পথ হতো, আমি সে পথে চলতাম না।'

হাসান-কে কৃপণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সিটি বলেন, 'ব্যক্তি যদি দানকৃত সম্পদকে ধ্বংস বা শেষ হয়ে গেছে মনে করে এবং জমাকৃত সম্পদকে নিজের (সম্মানের কারণ। মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে কার্পণ্য রয়েছে।

আমাদের আর তাদের মাঝে কত পার্থক্য!

রাসুল কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন:

،وَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ :مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهَا وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهَا، وَزَكَى نَفْسَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ :وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟ فَقَالَ :»أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ

'যে কেউ তিনটি কাজ করলে ইমামের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। এক, যে ব্যক্তি একমাত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। দুই, যে লোক প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পদের জাকাত আদায় করবে। তবে নিম্নমানের, নিকৃষ্ট ও রুগণপ্রায় সম্পদ দিয়ে নয়; বরং নিজের সম্পদের মধ্যম জ্বরের সম্পদ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমাদের কাছে সর্বোত্তম সম্পদটক কামনা করেননি এবং সবচেয়ে খারাপটা দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দেননি। তিন. যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখবে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'আত্মার পরিশুদ্ধি কী?' তিনি বললেন, 'এ কথা জানা যে, সে যেখানেই আছে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন।[87]আল-মুজামুস সগির লিত তাবারানি: ৫৫৫।

ইমানের স্বাদ আস্বাদনের জন্য রাসুল তাজকিয়ায়ে নাফস তথা আত্মার পরিশুদ্ধিকে আবশ্যিক উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রবি এ একসময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাই দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্যথা-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন তিনি মুরগির গোশত খেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। ফলে চল্লিশ দিন যাবৎ নিজেকে মুরগির গোশত থেকে বিরত রাখলেন। অবশেষে স্ত্রীকে মনের ইচ্ছার কথা জানালে তিনি তার জন্য এক দিরহাম ও দুই দানিকের (এক দিরহামের ছয় ভাগের দুই ভাগ) বিনিময়ে একটি মুরগি ক্রয় করে এনে রান্না করলেন। অতঃপর রুটি ও হালুয়ার মতো কিছু প্রস্তুত করলেন। সবকিছু সাজিয়ে দস্তরখানে রাখা

হলো। যেই মাত্র খাওয়া শুরু করবেন, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে বলল, 'আমাকে কিছু দিন।' ভিক্ষুকের আবদার শুনে রবি সাথে সাথে নিজেকে খাবার থেকে বিরত রাখলেন।

তিনি বললেন, 'মুরগির গোশতগুলো নিয়ে তাকে দিয়ে দাও।'

স্ত্রী বললেন, '(আপনি এগুলো খেয়ে নিন) আমি তার জন্য তার পছন্দসই অন্য কিছু তৈরি করে দেবো।'

তিনি বললেন, 'তা কেন?'

স্ত্রী বললেন, 'তাকে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেবো। আর এগুলো আপনি খেয়ে নিন। কারণ, আপনি অনেক দিন থেকে মুরগির গোশত খেতে চাচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'ভালো চিন্তা করেছ। তো সমপরিমাণ মূল্য নিয়ে এসো।'

তারপর স্ত্রী মুরগির গোশত, রুটি ও হালুয়ার সমপরিমাণ মূল্য নিয়ে আসলেন।

এবার তিনি বললেন, 'এটাও রাখো এখানে এবং এই সবকিছু তাকে একসাথে দিয়ে দাও। -আহসানুল মাহাসিন: ২৮৯।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। জমিনের সমুদয় কল্যাণ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আজ অধিকাংশ মানুষের মনোজগতে খাওয়াদাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, উন্নত বাসস্থানের চিন্তা। প্রায় সবার মাঝে অহংবোধ, গৌরব-প্রতিযোগিতা ও লোভলালসা কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের তো এসব চিন্তা করলে চলবে না। তাই আসো, আমরা সালাফের জীবনীতে চোখ বুলিয়ে দেখি, কীভাবে তাঁরা নিজেদের আত্মসংযমী রেখেছেন এবং
কী কী বৈশিষ্ট্য সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'একবার উমর বিন খাত্তাব আমার হাতে এক টুকরো গোশত ঝুলন্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "জাবির, এটা কী?" আমি বললাম, "গোশত খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল; তাই তা কিনে এনেছি।" তারপর উমর বললেন, "যখনই মন চাইল, সাথে সাথে কিনে নিয়ে আসলে জাবির? তুমি কি সেই আয়াতকে ভয় করো না? আল্লাহ তাআলা বলেন,)أذهبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا("তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। ৪০-৪২

ফকির অভাবে দিনাতিপাত করে। মিসকিনও অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর গোনে তার দরজায় একজন করাঘাতকারীর জন্য। যে এসে তার হাতে কিছু তুলে দেবে সাধ্যমতো। তীব্র প্রয়োজন, অভাব, অনাহার, পিপাসা। এটাই তাদের বাস্তবতা। ওদের এমন তীব্র প্রয়োজন

সত্ত্বেও একটি কথা মনে রাখতে হবে, ওদের চেয়েও বেশি প্রয়োজন আমাদের। যেদিন দৃষ্টিগুলো

অবনত হবে, সেই কঠিন দিনে সদাকার সাওয়াব, সদাচার ও ইহসানের প্রতিদান আমাদের খুবই প্রয়োজন হবে। তাই বলাতে পারি, ওদের প্রয়োজন কেবলই ইহকালীন। আর আমাদের প্রয়োজন ইহ ও পরকালীন।

শাবি বলেন, 'সদাকা পাওয়ার প্রতি ফকিরের মুখাপেক্ষিতার চেয়েও যদি সদাকা প্রদানকারীর মাঝে এর প্রতিদান লাভের মুখাপেক্ষিতা তার চেয়ে বেশি না থাকে, তবে সে তার সদাকাকে ধ্বংস করল এবং তা নিজের চেহারাতেই নিক্ষেপ করল।'

আব্দুল আজিজ বিন উমাইর এ বলেন, 'সালাত তোমাকে অর্ধেক পথ পৌঁছে দেবে। সাওম তোমাকে শাহি দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর সদাকা তোমাকে এর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেবে।'

উবাইদ বিন উমাইর বলেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষকে দুনিয়ার তুলনায় সর্বাধিক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় উত্থিত করা হবে। অতএব যারা আল্লাহর জন্য কাউকে আহার করিয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেদিন তাদের আহার করাবেন। যারা আল্লাহর জন্য কাউকে পান করিয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেদিন তাদের পিপাসা নিবারণ করবেন। আর যারা আল্লাহর জন্য কারও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, 'তোমাদের যারা সম্পদকে এমন কোথাও রাখতে চাও, যেখানে কোনো পোকামাকড় ও চোর
করতে পারবে না, তবে তা করো। নিশ্চয়ই প্রত্যেকের প্রজন তার সম্পদের
সাথেই থাকে।স

ওয়ারিশদের সম্পদ কি কারও নিকট অধিক প্রিয়

নবিজি ঐ একবার জিজ্ঞাসা করলেন ، (أحب أيكم مال وارثه) টক খাইড়া তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যার কাছে নিয়েন সম্পদের চেয়েও ওয়ারিশদের সম্পদ অধিক প্রিয়?' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের যাকে তো এমন কেউ নেই। প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পদই অধিক প্রিয়।' রাসুল বললেন, (مَا مَالَهُ فَإِنَّ

قَدَّمَ مل('তবে মনে রেখো, নিজের সম্পদ সেটুকুই, যা আগ্র পাঠানো হয়েছে।
আর যেটুকু দুনিয়াতে রেখে যাবে, তা ওয়ারিশের সম্পদ।'

নিস্বার্থ, স্বতঃস্ফূর্ত দান ও উদারতার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রেখে
গিয়েছেন আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক। তিনি আগামী দিনের জন্য কিছুই জমা রাখতেন না।

কিন্তু আজ আমাদের কী দুরবস্থা! আমাদের ব্যাপারে তো রাশি রাশি সম্পদ জমা করা ও সদাকা না করার দায়ে কঠিন শাস্তির আশঙ্কা হয়।

কিছু মানুষ আছে, মাস চলে যায়; কিন্তু সামান্য দান-সদাকার খবরও থাকে না। আবার কেউ তো রমাদান ব্যতীত সারা বছর সদাকার কথা প্রায় ভুলেই থাকে। একান্ত কিছু দান করলেও ঘরের সবচেয়ে নিম্ন ও নিকৃষ্ট মানের সম্পদ থেকে সামান্যই দান করে। অথচ একই ব্যক্তি চিকিৎসার পেছনে কিংবা কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সে জানেই না, সামান্য পরিমাণ সদাকার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের এবং বড়ো বড়ো বিপদ থেকেও আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেন।

একবার শুবা বিন হাজ্জাজ গাধায় আরোহণ করেছেন। পথিমধ্যে তার সাথে সুলাইমান বিন মুগিরা-এর সাক্ষাৎ হলো। শুবা তার কাছে অভিযোগ করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, এই গাধাটি ব্যতীত আমার সামান্য সম্পদও নেই। তারপর গাধার পিঠ থেকে নেমে সেটিও তাকে দিয়ে দিলেন। '৪৬

দানশীলতা ও কার্পণ্যের বিবিধ স্তর

মুসলিম ভাই আমার,

মনে রেখো, السَّخاء('দানশীলতা' ও الْبُخْل('কার্পণ্য' দুটোর বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে (১) বা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। মূলত নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে দেওয়ার নামই الإيثا(। আর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মুখাপেক্ষী

কিংবা অমুখাপেক্ষীকে দিয়ে দেওয়াকে)السَّخاء(বলা হয়। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যেমনই অন্যের প্রতি দানশীলতা প্রদর্শন করা (ডা) তথা দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর, তেমনই নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করা)الْبُخْلِ(তথা কার্পণ্যের সর্বোচ্চ স্তর। এমন অনেক কৃপণ আছে, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা করায় না। ভালো কিছু ক্রয় করতে মন চাইলেও কৃপণতার কারণে তা আর হয়ে ওঠে না। তবে ফ্রি পেলে তা হাতছাড়া করে না।

একজন নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও খরচ করে না। আরেকজন নিজে যতই মুখাপেক্ষী হোক, তবুও নিজের প্রয়োজনের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়। এবার তুমিই চিন্তা করো, দুজনের মধ্যে কতখানি পার্থক্য! আখলাক আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর)الْإِينَ(অর্থাৎ নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর দানশীলতার কোনো স্তর হতেই পারে না। [৪৪]ইহইয়া: ৩/২৭২।

আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দান-অনুগ্রহ এবং কল্যাণের বারিধারার জন্য সালামা বিন দিনার-এর কথাটি চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, 'যখন দেখবে, অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করছেন, তবে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাও। '৪৮ ৪৮. সিফাতুস সফওয়াহ: ২/৫৭।

তুমি চিৎকার করে করে বলে বেড়াও, এগুলো আমার সম্পদ, আমার অবদান, আমার চেষ্টার ফল, এসব আমার খাবারদাবার, এটা আমার, ওটা আমার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমার এমন দাবির প্রত্যুত্তরে রাসুল বলছেন:

يَقُولُ الْعَبْدُ :مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ :مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ النَّاسِ

'মানুষ "আমার সম্পদ" "আমার অর্থ" বলে দাবি করে। কিন্তু তার সম্পদ কেবল তিনটি। এক. যা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। দুই. যা পরিধান করে ক্ষয় করেছে। তিন. যা দান করেছে, তা সঞ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া বাকি সব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য মানুষের জন্য পড়ে থাকবে। ৪৯ ৪৯. সহিহু মুসলিম: ২৯৫৯।

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কথাটিও স্মরণ করতে হয়। তিনি ইরশাদ করেন:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে

ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হিকমাহ, ইলম ও ইনসাফ দিয়ে জীবন-মৃত্যুর মতো রিজিককেও বণ্টন ও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাই ধনীদের ধনাঢ্যতা দিয়েছেন; যেন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং আল্লাহর রাহে দান করে। অভাবীদের অভাব দিয়েছেন; যেন তারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং পবিত্র থাকে। এই বক্তব্যের সম্পূরক হিসেবে রাসুল-এর একটি হাদিস উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলেন

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

'গরিব মুমিনরা তাদের ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

দরিদ্র ব্যক্তি তো দুনিয়ার সামান্য কিছু অংশের মালিক। এর বেশি তার কিছুই নেই। রাসুল বলেছেন:

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

'কত লোক এমন আছে, যে ধুলায় ধূসরিত, দুয়ারে দুয়ারে বিতাড়িত! অথচ সে আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ (তা পূরণ করেন) তার (শপথের) দায়মুক্ত করেন।
[89]. সহিহ্ মুসলিম: ২৬২২।

প্রিয় ভাই,

আমরা এখন অনেক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও আয়েশি জীবনে বসবাস করছি। যা হিসাব করে শেষ করা অসম্ভব। এতটা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ভালো অবস্থানে থেকেও যদি দান করতে না

পারি, তবে আর কখন দান করব?! যেদিন আমাদের আঙিনায় অভাব এসে কড়া নাড়বে, তবে কি সেদিন দান করব?! না মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর?!

হাসান বসরি করে, সে উদারতার সাথে দান করবে।' ৫০ বলেন, 'যে
ব্যক্তি পরকালে পাওয়ায় বিশ্বাস

আবু ওয়াইল শাকিক বিন সালামা বলেন, 'খাব্বাব বিন আরাত-এর অসুস্থতার সময়ে আমরা কজন তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, "এই সিন্দুকে ৮০ হাজার দিরহাম আছে। আমি এতে কোনো মজবুত রশিও বাঁধিনি এবং কোনো ভিক্ষুককে ফিরিয়েও দিইনি।"

আমর বিন দিনার বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন উসামা বিন জাইদ-এর অসুস্থতার সময় আলি বিন হুসাইন তাকে দেখতে গেলেন। মুহাম্মাদ-কে কাঁদতে দেখে আলি বিন হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কান্না করছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমার ঋণের জন্য কান্না করছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কত?" মুহাম্মাদ বললেন, "১৫ হাজার দিনার।" আলি বিন হুসাইন বললেন, "ঠিক আছে, আমি তা পরিশোধ করে দেবো।"

মনে রেখো, সম্পদের মধ্যে কেবল জাকাত ছাড়াও কিছু হক রয়েছে। যেমন: আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, অভাবীদের দান করা, কারও প্রয়োজন হলে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে অর্থ খরচ করতে হয়।

শাবি বলেন, 'আমার কোনো আত্মীয় ঋণের বোঝা নিয়ে ইনতিকাল করলে আমি নিজেই তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিতাম।

আবু আইয়ুব থেকে মারফু সূত্রে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে:

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

'শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দান করা সর্বোত্তম সদাকা।'৫৫

অর্থাৎ যে শত্রু অন্তরে বিদ্বেষ লুক্কায়িত রেখে ওপরে ওপরে ভালোবাসা প্রকাশ করে।

রাসুল ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي ا

Sadaqa 4

মনে রেখো, সম্পদের মধ্যে কেবল জাকাত ছাড়াও কিছু হক রয়েছে।
যেমন: আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, অভাবীদের দান করা, কারও প্রয়োজন হলে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে অর্থ খরচ করতে হয়।

শাবি বলেন, 'আমার কোনো আত্মীয় ঋণের বোঝা নিয়ে ইনতিকাল করলে আমি নিজেই তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিতাম। '৫৪

আবু আইয়ুব থেকে মারফু সূত্রে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে:

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

'শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দান করা সর্বোত্তম সদাকা।

অর্থাৎ যে শত্রু অন্তরে বিদ্বেষ লুক্কায়িত রেখে ওপরে ওপরে ভালোবাসা প্রকাশ করে।

রাসুল ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

'মিসকিনকে সদাকা দিলে কেবল সদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়।

কিন্তু (দরিদ্র) আত্মীয়দের সদাকা করলে দুটো প্রতিদান পাওয়া যায়: সদাকার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার। [90] সুনানুন নাসায়ি: ২৫৮২, সুনানু ইবনি মাজাহ: ১৮৪৪।

কেবল একটি দিনার আছে

আবু হুরাইরা বলেন:

أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ الله عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ :تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ«، قَالَ :عِنْدِي الخَرُ، قَالَ :»تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ :عِنْدِي آخَرُ، قَالَ» :تَصَدَّقْ - أَوْ قَالَ :زَوْجِكَ« -، قَالَ :عِنْدِي آخَرُ، قَالَ :بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ - أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ :عِنْدِي آخَرُ، قَالَ :»أَنْتَ أَبْصَرُ

'একবার রাসুল সদাকা করার নির্দেশ দিলে এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে কেবল একটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, "তুমি এটি নিজের জন্য খরচ করে ফেলো।" লোকটি বলল, "আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, "তোমার সন্তানের জন্য এটি ব্যয় করো।" সে বলল, "আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, "এটি তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করো।" লোকটি বলল, "আরও একটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, "তোমার খাদিমের জন্য ব্যয় করো এটি।" সে বলল, "আরও একটি আছে।" তিনি বললেন, "তুমিই ভালো জানো (তা কোন খাতে ব্যয় করবে)! সুনানু আবি দাউদ: ১৬৯১।

তিনি আরও বলেছেন:

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارُ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ

'কোনো ব্যক্তি যেসব দিনার (অর্থ) ব্যয় করে থাকে, তন্মধ্যে ওই দিনারটি উত্তম, যা সে নিজের পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করে।

আবু কালাবা বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিবারের ছোটো ছোটো সদস্যদের জন্য খরচ করে, তাদের পবিত্র রাখে, তার চেয়ে উত্তম প্রতিদানপ্রত্যাশী আর কে হতে পারে! আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে তাকে উপকৃত করবেন এবং তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে তুলবেন।'

রাসুল-এর প্রার্থনা

কারও হৃদয়ে কৃপণতা প্রবেশ করার সাথে সাথেই নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং অন্যান্য মানুষের জন্য খরচ করার বা দান করার দরজা বন্ধ করে দেয়। এ জন্য রাসুল কার্পণ্য থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কার্পণ্য ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকজনের প্রতাপ থেকে।'[91] সহিহুল বুখারি: ২৮৯৩।

এক ব্যক্তি চারটি দিয়াতের (রক্তমূল্য) দায়ভার নিয়ে মদিনায় আগমন করল। লোকজন তাকে বলল, 'হাসান বিন আলি আব্দুল্লাহ বিন জাফর, সাইদ বিন আস অথবা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এটি এই চারজনের কারও কাছে যাও তমি।' তারপর লোকটি মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন সাইদ বিন আস এ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। লোকটি জানতে চাইল, 'ইনি কে?' বলা হলো, 'ইনি হলেন সাইদ বিন আস।' তারপর সে তাঁর কাছে গিয়ে আগমনের কারণ তুলে ধরল। অতঃপর সাইদ তাকে মসজিদে রেখেই ঘরে চলে গেলেন।

তিনি বেদুইনকে বললেন, 'তোমার সাথে দিয়াতের বোঝা কার ওপর, তাকে নিয়ে এসো।'

সে বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি তো আপনার কাছে কেবল সামান্য কিছু অর্থ চেয়েছি।'

তিনি বললেন, 'আমি জানি। কার ওপর দিয়াতের বোঝা আছে, তাকে নিয়ে এসো।'

তারপর তিনি তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়েছেন। বেদুইন সেগুলো হাতে পেয়ে সোজা চলে গেল। অন্য কারও কাছে আর চায়নি। '[92] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৯৩।

অঢেল সম্পদের মালিকদের জন্যই কেবল দান-খয়রাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি; বরং দান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। আর যেহেতু আমাদের কাছে প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সম্পদ

এক ব্যক্তি চারটি দিয়াতের (রক্তমূল্য) দায়ভার নিয়ে মদিনায় আগমন করল। লোকজন তাকে বলল, 'হাসান বিন আলি আব্দুল্লাহ বিন জাফর, সাইদ বিন আস অথবা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এটি এই চারজনের কারও কাছে যাও তমি।' তারপর লোকটি মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন সাইদ বিন আস এ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। লোকটি জানতে চাইল, 'ইনি কে?' বলা হলো, 'ইনি হলেন সাইদ বিন আস।' তারপর সে তাঁর কাছে গিয়ে আগমনের কারণ তুলে ধরল। অতঃপর সাইদ তাকে মসজিদে রেখেই ঘরে চলে গেলেন।

তিনি বেদুইনকে বললেন, 'তোমার সাথে দিয়াতের বোঝা কার ওপর, তাকে নিয়ে এসো।'

সে বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি তো আপনার কাছে কেবল সামান্য কিছু অর্থ চেয়েছি।'

তিনি বললেন, 'আমি জানি। কার ওপর দিয়াতের বোঝা আছে, তাকে নিয়ে এসো।'

তারপর তিনি তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়েছেন। বেদুইন সেগুলো হাতে পেয়ে সোজা চলে গেল। অন্য কারও কাছে আর চায়নি। '

অঢেল সম্পদের মালিকদের জন্যই কেবল দান-খয়রাত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি; বরং দান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। আর যেহেতু আমাদের কাছে প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সম্পদ

রয়েছে, পর্যাপ্ত পোশাকের ব্যবস্থা আছে এবং আমরা উদরপূর্ণ খাবার খেতে পাই, সেহেতু আমাদের অধিক হারে দান করা উচিত।

সাধ্যানুযায়ী দান...

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কোন সদাকা সর্বাধিক উত্তম?' রাসুল বললেন,)جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ(')অল্প থাকা সত্ত্বেও) সাধ্যানুযায়ী দান করা এবং পরিবারের লোকদের দিয়েই শুরু করা।'[93]সুনানু আবি দাউদ: ১৬৭৭, মুসতাদরাকুল হাকিম: ১৫০৯।

)جُهْدُ الْمُقِلْ(অর্থাৎ নিজের সাধ্যানুযায়ী দান করা। এর উদ্দেশ্য হলো, অল্প থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে কিছু দান করা। মানুষ নিজেকে গরিবই মনে করে; তাই নিজের অল্প সম্পদ থেকেও সাওয়াবের আশায়, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অপেক্ষায় উদারতার সাথে সামান্য দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকেও ছাড়িয়ে যায়

তিনি আরও বলেন, 'রাসুল বলেছেন,)سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةَ أَلْفٍ('এক দিরহাম লক্ষ দিরহামকেও ছাড়িয়ে যায়।' এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এটা কীভাবে সম্ভব?' তিনি বললেন:

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ

'এক ব্যক্তির অঢেল সম্পদ রয়েছে। তার মধ্য থেকে সে এক লক্ষ দিরহাম দান করেছে। আরেক ব্যক্তির মাত্র দুটি দিরহাম রয়েছে। সেখান থেকে সে একটি দিরহাম দান করে দিয়েছে।

রাসুল আমাদের অভাব সত্ত্বেও দান করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। এমন দানের সাওয়াব বর্ণনা করেছেন। কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দান করলে তার সাওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়। ধনী ব্যক্তি তো সচ্ছলতা আছে বিধায় দান করে। অধিক সম্পদ থেকে কিছু দান করা তার জন্য কঠিন কিছু নয়। কিন্তু যার আছেই অল্প, যে নিজেই অভাবী, আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ইমান তাকে দান করার প্রতি আহ্বান করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক লাভের লালসায় লালায়িত করে তোলে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা -এর ব্যাপারে এমনও বর্ণিত আছে, তিনি একটি মাত্র খেজুরও দান করে দিয়েছেন।

আবু জার গিফারি-কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সাওমের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়; কিন্তু এতে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন সদাকা সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'তুলনামূলক সর্বাধিক সদাকা।' তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

প্রিয় ভাই,

আমাদের সালাফের সদাকার সাথে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না। তাদের মন-মানসিকতা ও সদাকার প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামান্যটুকুও আমাদের মাঝে নেই।

রবি বিন খুসাইম কখনো একটি রুটির কম সদাকা করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমার লজ্জা হয় এ জন্য যে, মিজানে আমার আমলনামায় একটি রুটির কম দেখা যাবে।'

আবু ইসহাক তাবারি বলেন, 'নাজ্জাদ সারা বছর রোজা রাখতেন। ইফতার করতেন মাত্র একটি শুকনো রুটি দিয়ে। তাও আবার সেখান থেকে সামান্য একটি অংশ রেখে দিতেন। জুমআর দিন আসলে সেদিনের ইফতারের রুটিটি সদাকা করে দিতেন এবং পুরো সপ্তাহের রুটির অতিরিক্ত অংশগুলো দিয়ে ইফতার করতেন। -তাজকিরাতুল হুফফাজ: ৩/৮৬৮। ২০০

আলি বিন হাসান বিন আলি-এর কাছে কোনো ভিক্ষুক আসলে তাকে অভিবাদন দিয়ে বলতেন, 'স্বাগতম তোমায়। তুমি আখিরাত পর্যন্ত আমার পাথেয়টুকু পৌঁছে দেবে।'

এরা আমাদের দান-সদাকার পথকে সহজ করে দেয়। যারা প্রকৃতপক্ষে আখিরাত পেতে চায়, তারা প্রকৃত অভাবীদের খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কথা। বিশেষ করে অভাব থাকা সত্ত্বেও যেসব বয়োবৃদ্ধ, বিধবা ও এতিমরা নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলে বেড়ায় না, তাদের খুঁজে বের করে দান করা উচিত।

দুনিয়াবিমুখ, আল্লাহভীরু এবং ভালো মানুষদের খুঁজে বের সদাকা করার পূর্বে নেককার, আল্লাহওয়ালা, সৎকর্মপরায়ণ, করা উচিত। যাদের অর্থ প্রদান করলে তাদের জন্য আল্লাহর আনুগত্য করতে সুবিধা হবে। আপনার সদাকার অর্থ কারও আল্লাহর অবাধ্যতা ও ফাসাদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয় না যেন। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরছি। যার মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝেই বসবাসকারী কিছু মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য ফুটে উঠবে। রমাদানের আগমনে এক প্রবাসী ভাইয়ের আনন্দ আর খুশির কথা বলছিলেন আমার কাছে জনৈক মসজিদের ইমাম। প্রবাসী ভাইটি অত্যন্ত দরিদ্র ও বয়স্ক ছিলেন।

ইমাম সাহেব আমাকে বলছিলেন, 'আমি তাকে আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।' সে বলল, 'আমি আজ আনন্দিত। কারণ, এখন থেকে আমরা মসজিদে ইফতার করব বিভিন্ন খাবারের আইটেম দিয়ে। যা সারা বছরেও আমরা ঘরে চোখে দেখি না!'

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা এটি। সে সময় ইফতারে মানুষ বর্তমানের মতো আড়ম্বরপূর্ণ খাবার খেতে পারত না; বরং খুব সাদাসিধেভাবেই ইফতার সেরে নিত!

অধিকাংশ পরিবারের হাল-অবস্থা অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করে, হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ করে এবং চোখদুটো ভিজিয়ে দেয়। কত ফকির, বিধবা, এতিম আর বৃদ্ধ মানুষ বিলাপ করে করে কান্না করে! শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে! বিধবারা পরিধান করার জন্য সামান্য পোশাক কিংবা ক্ষুধা নিবারণের জন্য একটু খাবারও পায় না! অনেক বাবা-মা একটু
ভালোভাবে চলতে চায়; কিন্তু পারে না! মাঝে মাঝে ভালে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলেও অর্থসংকট সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তাদের সন্তানগুলো খুব আয়েশি জীবনযাপন করছে এক উদরভর্তি খাবারদাবার করে মনের আনন্দে এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক বিজ্ঞ আলিম অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন, 'একদিন আমি ফজরের আজানের পূর্বে মসজিদের উদ্দেশে বের হচ্ছিলাম। এ সময় লক্ষ করলাম, এক মহিলা আবর্জনার স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আমি মসজিদে যেতে কিছুটা বিলম্ব করছিলাম। অতঃপর মহিলার পিছু নিলাম। যেতে যেতে তার ঘর চিনে আসলাম। ঘরে এসে পরের দিন আমার স্ত্রীকে সেই মহিলার বাড়িতে পাঠালাম তার অবস্থা জানার জন্য। আমার স্ত্রী গিয়ে দেখল, মহিলা একজন বিধবা। তার ছোটো ছোটো কয়েকটি বাচ্চাও আছে। তার ঘরে পূর্বের অবশিষ্ট সামান্য খাবার ছাড়া ক্ষুধা নিবারণের মতো পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না। এ জন্য মহিলাটি খাবারের খোঁজে রাতের আঁধারে বের হয়; যেন কেউ না দেখে।

প্রকৃত মিসকিন

এমন পবিত্র, নিষ্পাপ ও সচ্চরিত্রা নারীদের ব্যাপারেই হয়তো রাসুল বলেছিলেন:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ :»الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّق عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا«

'যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে (ভিক্ষা করে বেড়ায়) এক-দুই লোকমা খাবার বা এক-দুটি খেজুর উপার্জন করে ফিরে যায়, সে প্রকৃত মিসকিন নয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে প্রকৃত মিসকিন কে?" তিনি বললেন, "মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মতো সামর্থ্য যার নেই আর সমাজের মানুষও তাকে অভাবী বলে জানে না, যাতে তাকে দান করতে পারে এবং সে নিজেও কারও কাছে কিছু চায় না। [94]. সহিহু মুসলিম: ১০৩৯।

আমরা অনেকেই নিজেদের প্রতিবেশীদের খবর নিলে দেখতে পাই, আসলে তারা জাকাত পাওয়ার যোগ্য হয়ে আছে; কিন্তু তবুও আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীন-যেন কিছুই জানি না তাদের ব্যাপারে। আমাদের আশেপাশে এমন বহু এতিম রয়েছে। অসংখ্য বিধবা নারী আছে। ঘর-পরিবারের খরচাদি জোগান দিতে পারায় আমাদের পার্শ্ববর্তী বহু মানুষ জীবনে

শেষ মুহূর্তের প্রহর গুনছে। তালাকপ্রাপ্তা বহু নারী আছে। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে দিনাতিপাত করছে। পড়ালেখার জন্য বইখাতা পাচ্ছে না, চিকিৎসার জন্য ওষুধ ক্রয় করতে অক্ষম তারা। আমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করে ওরা। কিন্তু কে তাদের খবর

নেবে? তাদের অবস্থা জানার কেউ আছে কি?! এত এত সচ্ছল মানুষ সমাজে। কই, কাউকে তো তাদের খোঁজ নিতে দেখি না? তাদের দুয়ারে কোনো অভিভাবকের পদচিহ্ন তো কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি! আল্লাহর কসম, আজ মহৎ হৃদয়ের মানুষের খুব অভাব পড়ে গেছে। ওদের খবর নেওয়ার মতো অভিভাবকদের এখন আর দেখা যায় না।

এসব বাদ দিই। ফরজ জাকাতের কথা একটু ভাবুন তো। এটি তো মহৎ একটি ইবাদত। কীভাবে সম্পদ থেকে জাকাতের অর্থকে আলাদা করা হয়?! অনেকেই চেষ্টা করে কোনোভাবে জাকাত না দিয়ে ছলেবলে কৌশলে বেঁচে যাওয়া যায় কি না? দেখলে মনে হয় এর প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই। যদি এ ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে চাও, তবে ইদুল ফিতরের জাকাত (ফিতরা) এর প্রতি লক্ষ করো। বড়ো কোনো পরিবারের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে গেলে সামান্য কয়েক কিলো চালের বেশি হবে না এর পরিমাণ। কিন্তু তবুও অভাবী মানুষগুলোকে খুঁজে খুঁজে এই সামান্য সদাকাটি আদায় করা হয় না, কেউ এই ছোট্ট কষ্টটুকুও সহ্য করতে চায় না নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে।

একটি প্রশ্ন একটি গবেষণা

একবার মক্কা মুকাররামায় এক ব্যক্তিকে আমি ইদুল ফিতরের ফিতরা আদায় করতে বললাম। অবশ্য তিনি মক্কার বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি আমাকে বললেন, 'জাকাতের প্রকৃত প্রাপক খুঁজতে হলে তোমাকে পাহাড়ের চূড়ায় যেতে হবে।' আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহ ক্ষমা করুক তোমাকে, পাহাড়ের চূড়ায় কেন যেতে হবে আমাদের?!'

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'প্রার্থনাকারী যদি সত্য বলে, তবে তাকে দান করা ফরজে কিফায়া। ৬৬

খুব স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান মানুষ ছাড়া কেউ এমনটি করে না-যাদের প্রতি রব্বুল আলামিন বিশেষ কল্যাণ ও ইখলাস দান করেছেন। এমনই এক চমকপ্রদ উপমা তুলে ধরছি এখানে।

উমর বিন সাবিত বলেন, 'আলি বিন হুসাইন বিন আলি -এর ইনতিকালের পর তাকে গোসল দেওয়ার সময় দেখা গেল, তার পিঠে কালো দাগ পড়ে আছে। তা দেখে সকলেই জিজ্ঞাসা করে উঠল, “এটা কীসের দাগ?” উত্তরে বলা হলো, "তিনি প্রতি রাতে পিঠে করে

আটার বস্তা বহন করে নিয়ে যেতেন এবং মদিনার দুস্থ-দরিদ্র, অভাবী লোকদের দান করতেন।

দাউদ তায়ি-এর এক দাসী কাজ করতে করতে বলল, 'আপনার জন্য কিছু তৈলাক্ত খাবার রান্না করে আনলে খাবেন?' তিনি বললেন, 'হুম, আমি তো এমন খাবার খেতে চাই।'

তারপর দাসী তার জন্য তৈলাক্ত খাবার পাকিয়ে আনলে তিনি বললেন, 'অমুক গোত্রের এতিম বাচ্চাগুলো কী করছে?' দাসী বলল, 'ওরা আগের মতোই আছে।' তিনি বললেন, 'যাও খাবারগুলো নিয়ে তাদের দিয়ে আসো।' দাসী বলল, 'আপনি তো অনেক দিন হলো এই খাবার খান না।' তিনি বললেন, 'যদি ওরা এই খাবারটুকু খায়, তবে আল্লাহর কাছে তা জমা থাকবে; কিন্তু আমি খেলে তা মাটি হয়ে যাবে।

মাইমুন বিন মিহরান থেকে বর্ণিত আছে, 'ইবনে উমর এ-এর স্ত্রীকে তাঁর প্রতি অবহেলার অভিযোগে দোষারোপ করা হয়েছিল। তাকে বলা হলো, "এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রতি আরেকটু দয়ার্দ্র হওয়া যায় না!" তিনি বললেন, "আমরা তাঁর জন্য কী করতে পারি? আমরা যখনই তাঁর জন্য কোনো খাবার তৈরি করি, তিনি সাথে খাওয়ানোর জন্য কাউকে তো ডাকবেনই।"

একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে কিছু সংখ্যক মিসকিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর ওরা তাঁর পথেই বসে ছিল। অতঃপর তাঁর স্ত্রী তাদেরকে খাবার খাওয়ালেন এবং খাবার শেষে বললেন, 'তোমরা তাঁর পথ আটকে বসে থেকো না।' তারপর তিনি বাড়িতে আসলেন এবং বললেন, 'অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে খাবার পাঠাও।' কথা অনুযায়ী স্ত্রী তাদের খাবার পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'যদি তিনি তোমাদের খাবারের জন্য ডাকেন, তবে তোমরা যেয়ো না।' ইবনে উমর বললেন, 'তোমরা কি চাও আমি রাতে খাবার না খাই?' অতঃপর সেই রাতে তিনি আর খাবার খাননি।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'দুই শ্রেণির মানুষ শয়তানের অনুসারী। আর দুই শ্রেণির মানুষ আল্লাহর অনুসারী।' তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের তাঁর আনুগত্য ও সদাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। যাতে এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারো।)وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব পরিব্যাপ্ত এবং যারা সদাকা করে, তিনি তাদের সদাকার প্রতিদান সম্পর্কে জানেন।

সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল আব্বাদ বিন আব্বাদ বলেন, 'তিনি একজন সিকাহ (আস্থাভাজন) এবং দ্বীন পালনে নেককার মানুষ ছিলেন। আমি জানতে পেরেছি, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিজেকে তিন বা চারবার ক্রয় করেছেন। ফলে নিজের সমপরিমাণ রুপা সদাকা করেছেন। '[95]তাজকিরাতুল হুফফাজ: ১/২১০।

আবুল হুসাইন নূরি বিশ বছর যাবৎ বাড়ি থেকে মাত্র দুটি করে শুকনো রুটি গ্রহণ করতেন। তারপর বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা করতেন এবং পথিমধ্যে রুটিদুটো দান করে দিতেন। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বাজারে যাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত সালাতে রত থাকতেন। তারপর সময় হলে বাজারে চলে যেতেন। সেখানকার লোকজন ভাবত, তিনি হয়তো বাড়িতে খেয়ে এসেছেন। আর বাড়ির লোকজন ভাবত, তিনি হয়তো রোজা আছেন বিধায় ইফতারের জন্য সাথে রুটি নিয়ে গেছেন।

আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর সালাতে সিজদারত মুসল্লিদের মধ্য হতে কতককে বাছাই করে নিতেন। অতঃপর তাদের জন্য দিনার-দিরহাম ভর্তি পাত্র নিয়ে আসতেন এবং সেগুলো তাদের জুতার কাছে রেখে চলে যেতেন। যাতে তারা দিনার-দিরহামগুলো দেখতে পায়; কিন্তু কে দিয়েছে, তা টের না পায়। তো একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি সরাসরি তাদের এগুলো দিয়ে আসেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার দিকে কিংবা আমার দূতের দিকে তাকিয়ে তাদের কারও চেহারা লজ্জিত না হোক। - মিনহাজুল কাসিদিন: ৪১।

আমাদের সামনে অনেক ভয়ভীতি, শঙ্কা, আতঙ্ক এবং প্রতিকূলতা রয়েছে। এ জন্যই সালাফের অনেকেই আল্লাহর কাছ থেকে তিন বা চারবার করে নিজ জীবনকে ক্রয় করেছেন। প্রতিবার নিজের ওজনের সমপরিমাণ রুপা সদাকা করতেন।

আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ৬৬ ছয়বার দিয়াতের মাধ্যমে নিজেকে ক্রয় করেছেন। অতঃপর তা সদাকা করে দিয়েছেন। হাবিব আজমি আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। অতঃপর তা সদাকা করে দিয়েছেন।

হাসান বলেন, 'মুমিন তো দুনিয়ায় কারাবন্দীর মতোই। যে সারাক্ষণ নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই নিরাপদ বোধ করে না।

জনৈক ব্যক্তি হাসান-কে বলেন, 'এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অঢেল সম্পদ দান করলেন। সে এত এত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সদাকাও করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখে। তার জন্য কি অবশিষ্ট সম্পদ দিয়ে আয়েশ করার সুযোগ আছে?' তিনি বললেন, 'না। যদি সে পুরো দুনিয়ারও মালিক বনে যায়, তবুও তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ করা উচিত হবে না; বরং এটি তার দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে।

রাসুল প্রবহমান বাতাসের চেয়েও উদার ছিলেন। দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়ার প্রতি সামান্য ভালোবাসা ইত্যাদিই তাঁর উদারতা ও দানশীলতার প্রমাণ বহন করে। জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা মানে সম্পদ হাতছাড়া করে ফেলা নয়; বরং অন্তরে সম্পদকে জায়গা না দেওয়াই সবচেয়ে উত্তম জুহদ বা

দুনিয়াবিমুখতা। তাইতো সুলাইমান এ এত বড়ো রাজত্বের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন।

মুয়াররিক আল-ইজলি ব্যবসা করতেন। তিনি যেটুকু সম্পদ অর্জন করতেন, তা ফকির, মিসকিন ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'যদি এরা না থাকত, তবে আমি ব্যবসাই করতাম না।

সৎ ও যোগ্য মানুষের হস্তগত বৈধ সম্পদ কতই না উত্তম সম্পদ! আল্লাহর কসম, সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে তার নিয়ত যেমন ঠিক থাকে, তেমনই সুষ্ঠুভাবে খরচও করে। আজ আমাদের সমাজের কতজন মানুষের চিন্তায় এই বিষয়টির উদয় হয়?

শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার দশটি বৈশিষ্ট্য

হে সদাকাকারী,

দশটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ উন্নত অবস্থান এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।

এক. অধিক হারে সদাকা করা।

দুই. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা।

তিন. যারা দুনিয়াবিমুখ করে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সাথে ওঠাবসা করা।

চার. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

পাঁচ. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা।

ছয়. সেসব ধনীর সাথে খুব কম ওঠাবসা করা, যাদের ধনাঢ্যতা আখিরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

সাত. নিজের দিকে ধেয়ে আসা আগামী দিনটি নিয়ে বেশি চিন্তা করা।

আর

আট. অল্প আশা করা এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।

নয়. সর্বদা চুপ থাকা এবং কথা কম বলা।

দশ. বিনয়ী হওয়া, খুব দামি পোশাক পরিধান না করা, গরিবদের ভালোবাসা, তাদের সাথে ওঠাবসা করা, এতিম-মিসকিনদের কাছে থাকা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানো। ১০১

সাতটি কারণে সদাকা বড়ো হয়

কথিত আছে, সাতটি কারণে সদাকা বড়ো হয় এবং এর প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।

এক. হালাল সম্পদ থেকে সদাকা করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,)أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ( )তামরা স্বীয় উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো। [96]. সুরা আল-বাকারা, ২: ২৬৭।

দুই. (যথাসাধ্য) অল্প সম্পদ থেকে সদাকা করা।

তিন. ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সদাকা করা।

চার. কার্পণ্যের মিশ্রণ যেন না ঘটে, তাই পরিচ্ছন্নতার সাথে দান করা। অর্থাৎ নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে দান করা। নিকৃষ্ট সম্পদ থেকে নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

'আর তা থেকে নিকষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। '১০০

)وَلَسْتُمْ( )باخذيه(অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না। যদি অন্যের কাছে তোমাদের নিজেদের নিকষ্ট সম্পদ ঋণ হিসেবে থেকে থাকে, তবে একান্ত সহজতা অবলম্বন করা ছাড়া তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করবে না।

পাঁচ, লৌকিকতার ভয়ে গোপনে সদাকা করা।

ছয়. প্রতিদান বিনষ্ট হওয়ার আশায় খোটা দেওয়া থেকে দূরে থাকা।

সাত. গুনাহ হওয়ার আশঙ্কায় সদাকা গ্রহণকারীকে কষ্ট না দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,)لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى('তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না। '

আয়িশা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদিন তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে এক মহিলা আসলো। মহিলাটি আস্তিনের ভেতর হাতকে আড়াল করে রেখেছিল। এই অবস্থা দেখে আয়িশা বললেন, 'কী হলো আপনি আস্তিন থেকে হাত

বের করছেন না কেন?' মহিলাটি বলল, 'হে উম্মুল মুমিনিন আপনি আমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না।'

আয়িশা বললেন, 'অবশ্যই তোমাকে আমার কাছে এই বিষয়টি খুলে বলতে হবে।' অতঃপর মহিলাটি বলল, 'হে উম্মুল মুমিনিন, আমার দুজন বাবা ছিল। আমার বাবা সদাকা করতে পছন্দ করতেন; কিন্তু আমার মা অপছন্দ করতেন। আমি জীবনে কখনো তাকে এক টুকরো চর্বি আর এক খণ্ড তালিযুক্ত কাপড় ছাড়া আর কিছুই দান করতে দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে মৃত্যুবরণ করল। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত ঘটে গেছে। আমার মা পুরো সৃষ্টিকুলের সামনে দণ্ডায়মান। তালিযুক্ত কাপড়ের টুকরোটি দিয়ে আমার মায়ের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর চর্বির টুকরোটি তার হাতে ছিল। তিনি বারবার সেটিকে চাটছিলেন আর পিপাসা পিপাসা বলে চিৎকার করছিলেন। বাবাকে দেখেছিলাম, হাওজে কাওসারের কিনারায়। তিনি সেখান থেকে পানি পান করছিলেন। দুনিয়াতে বাবার কাছে পানি পান করানোর চেয়ে প্রিয় কোনো সদাকা ছিল না। তারপর আমি এক পেয়ালা পানি নিয়ে আমার মাকে পান করালাম। সাথে সাথে ওপর থেকে আওয়াজ আসলো, "ওহে, যে তাকে পানি পান করিয়েছে, তার হাত অবশ হয়ে যাবে।" তারপর ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার হাত ঠিকই অবশ হয়ে গেছে।

রাসুল-এর কথা ও কাজের মধ্যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণিত আছে, 'এক মহিলা নবিজি -এর নিকট একখানা বুরদাহ নিয়ে এলেন, যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল।' সাহল বললেন, 'তোমরা জানো, বুরদাহ কী?' তারা বলল, 'চাদর।' সাহল বললেন, 'হ্যাঁ। মহিলা বললেন, "চাদরটি আমি নিজ হাতে বয়ন করেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি।" নবিজি তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর তিনি তা ইজার হিসেবে পরিধান করে আমাদের সম্মুখে আসলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, "বাহ! কত সুন্দর! আমাকে এটি পরিধানের জন্য দান করুন।" সাহাবিগণ বললেন, "তুমি ভালো করনি। নবিজি তা তাঁর প্রয়োজনে পরিধান করেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে! অথচ তুমি তো জানো যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না।" ওই ব্যক্তি তখন বলল, "আল্লাহর কসম, আমি তা পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা দিয়ে আমার কাফন হয়। [97]. সহিহুল বুখারি: ১২৭৭।

বস্ত্র দান, মানুষের সতর ঢাকার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন রাসুল। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, 'আমি রাসুল-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ أَوْ سِلْك

যে কোনো মুসলিমকে কাপড় পরিধান করাবে, একটি সুতা ব্যক্তির পরনে থাকা পর্যন্ত দানকারী আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে, সে তো মহা ছায়ায় এবং অশেষ কল্যাণের মাঝে রয়েছে। হৃদয় উন্মোচিত হওয়া, বিপদাপদ দূর হওয়া, অনবরত কল্যাণ লাভ এবং নিরবচ্ছিন্ন নিয়ামত লাভের জন্য সদাকা এবং নেক কাজের অনেক বড়ো প্রভাব রয়েছে।

কথিত আছে, হাসান-এর পাশ দিয়ে একবার দাস ব্যবসায়ী যাচ্ছিল একটি দাসী নিয়ে। হাসান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক বা দুই দিরহামে এটি বিক্রি করতে চাইবে তুমি?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে চিন্তা করো যে, আল্লাহ তাআলা সামান্য অর্থ দান এবং এক লোকমা খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে হুরে ইন পর্যন্ত দান করে দেন।



প্রশ্ন উত্তর

বিপদ কাটানোর জন্য দান সদকা

আসসালামু আলাইকুম, বিপদ আপদ কাটানোর জন্য দান করবার কথা হাদিসে এসেছে। তো এর পরিমাণ কতটুকু বা কীভাবে কোন ক্ষেত্রে দান করতে হবে সে সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিলাম। আর এটা মানতের অন্তর্ভুক্ত হবে কী? আর দান করতে চাইলে টাকা দিলে ভাল হবে না গরীবদের খাওয়ানো ভাল হবে এতিমখানা অথবা মাদ্রাসা। বা এমন জায়গায় দান।উল্লেখ্য পরিস্থিতি এমন যে পরিবারের উপর কারো না কারো উপর বিপদ লেগেই আছে। এই বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য সদকাহ করতে চাইলে কেউ, কীভাবে করবে?

May 23, 2021 by মুফতী ওলি উল্লাহ
জবাব

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ "

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দান-
খাইরাত আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি কমিয়ে দেয় এবং অপমানজনক মৃত্যু রোধ করে।
(তিরমিজি ৬৬৪)

★★এক্ষেত্রে সামান্য বস্তুও দান খয়রাত করা যাবে।
সকলেই নিজ নিজ সাধ্য মোতাবেক দান করবে।
এখানে নির্দিষ্ট কোনো অংক নেই,যে এতো পরিমান দান করতেই হবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ "

আবদুর রাহমান ইবনু বুজাইদ (রাহঃ) হতে তার দাদী উম্মু বুজাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যে সকল মহিলা বাইআ'ত গ্রহণ করেছিলেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভিক্ষুক এসে আমার দরজায় দাড়ায়, অথচ আমার হাতে তাকে দেওয়ার মত কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যদি তুমি (পশুর পায়ের) একটি

ক্ষুর (খুবই সামান্য জিনিস) ছাড়া তাকে দেওয়ার মত আর কিছু না পাও তবে তাই তার হাতে তুলে দাও। — সহীহ তা'লীকুর রাগীব (২/২৯), সহীহ আবু দাউদ (১৪৬৭) তিরমিজি ৬৬৫)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ " .

সাঈদ ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক বৈধ উপার্জন হতে দান খায়রাত করে, আর আল্লাহ তাআ'লা হালাল ও পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, সেই দান দয়াময় রাহমান স্বয়ং ডান হাতে গ্রহণ করেন, তা যদি সামান্য একটি খেজুর হয় তাহলেও। এটা দয়াময় রাহমানের হাতে বাড়তে বাড়তে পাহাড় হতেও বড় হয়ে যায়; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকে।

সহীহ, জিলালুল জুন্নাহ (৬২৩), তা'লীকুর রাগীব, ইরওয়া (৮৮৬), বুখারী, মুসলিম,তিরমিজি ৬ ৬১)

,

★★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে নিন সাধ্য অনুযায়ী দাম খয়রাত করতে পারে।
দান করতে চাইলে টাকা দেওয়া ভালো,খাবার দেওয়া এটিও ভালো।

,

তবে গরিবদের খাবার খাওয়ানাই বেশি প্রচলিত।
আপনার ইখতিয়ার রয়েছে, আপনি টাকা দানও করতে পারেন,নতুবা খাবার খাওয়াতে পারেন।

,

তবে টাকা দিলে উক্ত ব্যাক্তি তার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবে,তাই এটিকেই অনেকে সাজেষ্ট করে থাকেন।

,

★আপনি যদি মান্নত না করে থাকেন,তাহলে প্রশ্নে উল্লেখিত দান সদকাহ মান্নতের অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান সদকা করার বিধি বিধান

Nov 6, 2021
মৃত ব্যক্তিদের নামে দান করলে সেটা তাদের আমলনামায় যোগ হয়.. আমার প্রশ্ন হল, আমার দাদা দাদি কিংবা নানা উনাদের প্রত্যেকের নাম ধরে কি আলাদা আলাদাভাবে দান করতে হবে?? আমি যদি উনাদের সবার নাম নিয়ে একসাথে একবারে দান করি তাহলে সেটা তাদের প্রত্যেকের আমলনামায় কি যোগ হবে??

আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আমি যদি 50 টাকা একটা মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দান করি উনাদের সবার পক্ষ থেকে, সে ক্ষেত্রে কি সবার আমলনামায় এটা যোগ হবে?? নাকি আমাকে একবার দাদুর নামে একবার নানুর নামে আলাদা আলাদাভাবে ৫০ টাকা করে দান করতে হবে??
answered Nov 6, 2021 by মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
edited Nov 7, 2021 by মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ

সদকা জীবিতদের মত মৃতদের জন্যও করা যায় এবং এর সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে। এ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কিছু হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর অনুপস্থিতিতে তার মা ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তার কোনো উপকারে আসবে? বললেন, হাঁ। সাদ রা. বললেন, আমি আপনাকে

সাক্ষী রাখছি যে, আমার ‘মিখরাফ’ নামক বাগানটি আমার মা’র জন্য
সদকা। সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৫৬

عن ابن عباس رضي الله عنهما :أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال :يا رسول الله !إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، **أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال :نعم .قال :فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها**.

২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সদকা করে যেতেন। আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করলে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন? বললেন,
হাঁ। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০৪

عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله !إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر، إن تصدقت عنها؟ قال :نعم.

৩. আবু হুরায়রা. থেকে
বর্ণিত, একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং ধন-সম্পদ রেখে গেছেন কিন্তু অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তার (গোনাহের) কাফফারা হবে? বললেন,
হাঁ। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩০

عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم :إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال :نعم.

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, আস
ইবনে ওয়ায়েল জাহেলীযুগে একশো উট যবাহ করার মানত করেছিল। অতপর (তার ছেলে) হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট যবাহ করে। (বাকি ৫০টি অপর ছেলে

আমর যবাহ করতে চান।) এ ব্যাপারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমার পিতা যদি তাওহীদ স্বীকার করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে বা সদকা করতে, তবে এ তার কাজে আসত। মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৭০৪

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال :أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه، نفعه ذلك.

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে।

★ সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে আলাদাভাবে দান করা জরুরী নয়। বরং আপনি যদি উক্ত ৫০ টাকা তাদের নামে দান করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সন্তুষ্টি মোতাবেক তাদের প্রত্যেকের আমলনামায় সওয়াব দিয়ে দিবেন। তবে আলাদা আলাদাভাবে দান করা উত্তম।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টের টাকা দান/সদকা প্রসঙ্গে

আসসালামু আলাইকুম।
আমি যদি ব্যাংক এ জমানো টাকায় যে সুদ আসে, সেটা সওইয়াবের নিয়ত ব্যাতিত বন্যার্তদের ত্রান সমগ্রীর জন্য নিজে ব্যয় করি বা কোন প্রতিস্টান/ফাউন্ডেসন এ দান করে দেই সেটা কি যায়েয হবে।
জাজাকাল্লাহু খাইরান।

answered Aug 31, 2024 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
হারাম টাকার বিধান হল, তা প্রাথমিকভাবে মূল মালিকের কাছে ফেরত দেয়া।নতুবাজনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যবহার করবেন(জাদীদ ফেকহি মাসাঈল-৪/৫২) কিংবা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের মাঝে সদকা করে দেয়া।
من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الى المالك فسبيله التصدق على الفقراء
যদি কারো নিকট কোনো হারাম মাল থাকে,তাহলে সে ঐ মালকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেবে।যদি ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়,তাহলে গরীবদেরকে সদকাহ করে দেবে।(মা'রিফুস-সুনান১/৩৪)
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/1900
في الشامية :والحاصل :أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه) .''5/99،مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا حَرَامًا ط: سعيد(فقط والله اعلم

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
হারাম মালকে জনস্বার্থে ব্যবহার করতে হয় অথবা গরীবদেরকে সদকাহ করে দিতে হয়। বন্যা কবলিত এলাকায় ঢালাওভাবে ব্যাংকের সুদকে দেওয়া যাবে না, বরং শুধুমাত্র সেই এলাকার গরীবদেরকেই দেওয়া যাবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

asked May 25, 2022 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity) by RZ (143 points)
আসসালামুআলাইকুম।

বাড়ি থেকে দূরে পড়াশুনার জন্য থাকলে যে হাতখরচ এর টাকা দেয় বাবামা তা থেকে দান সদকা করলে কি তা সহী হবে? নাকি আমার নিজের মালিকানার টাকা না, শুধু আমার খরচের জন্য দিয়েছে এই টাকা জন্য সদকা করা যাবেনা? দয়া করে জানাবেন কনফিউশন এ আছি। আমি ধরেন হয়তো ওই টাকা খাবার কিনে নিতাম কিন্তু সদকা করে দিলাম ইত্যাদি?

answered May 25, 2022 by মুফতী মুজিবুর রহমান (70,950 points)
edited May 25, 2022 by মুফতী মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

জবাব,

অসহায় হতদরিদ্র প্রতিবেশী বা বন্ধু বান্ধবদের দান-সাদকা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও অশেষ সওয়াবের কাজ। তাছাড়া প্রতিবেশী হওয়ার কারণে সে দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। কুরআন-হাদিসে এ ব্যাপারে অনেক উৎসাহিত করা হয়েছে।

কিন্তু ঘর থেকে যৌথ মালিকানার কোনো কিছু দিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুমতি লাগবে। বাবার হলে বাবার অনুমতি, ভাইয়ের হলে ভাইয়ের অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া দেওয়া জায়েয হবে না।

তবে যদি মামুলি কোনো সহযোগিতা হয়, যা প্রবল ধারণা করা যায় যে, ঘরের কর্তাব্যক্তি জানলেও নিষেধ করবেন না, তাহলে এমন সামান্য পরিমাণ দান-সহযেগিতা করা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

অর্থ: সাবধান! কারো সম্পদ তার মনোতুষ্টি ছাড়া কারো জন্য হালাল নয়।
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২০৬৯৫, বাইহাকী হাদীস নং-৫১০৫)

অপর হাদীসে এসেছে-

لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .فَقِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ :ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

অর্থ: কোনো নারী তার স্বামীর ঘর থেকে কোন অর্থ খরচ করবে না তার অনুমতি ছাড়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেন: এটি তো আমাদের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। (সুনান আবু দাউদ হাদীস নং-৩৬৬৫)

তবে ঘরের কর্তাব্যক্তিদের উচিত মামুলি দান-সাদাকা করার জন্য ঘরের অন্যান্য সদস্যদের অনুমতি দিয়ে রাখা। এতে ঘরের কর্তাব্যক্তির যেমন সওয়াব হবে, ঠিক তদ্রূপ যিনি দান করলেন, তারও সমান সওয়াব হবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

অর্থ: ভালো কাজের পথ প্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরূপ সাওয়াব পাবে।
(সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৮৯৩, তিরমিযী হাদীস নং-২৬৭০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

অর্থ: যদি কোন স্ত্রী ক্ষতি না করে বাড়ীর খাবার থেকে দান করে তাহলে সে তার দানের সওয়াব পাবে এবং তার স্বামী এ খাবার উপার্জনের কারণে সওয়াব পাবে। আর সঞ্চয়কারীও সওয়াব পাবে। এদের কেউ অন্যের সওয়াবে কমতি করবে না।
(সহিহ বুখারী হাদীস নং-১৪২৫, সহিহ মুসলিম হাদীস নং-১০২৪)

তবে ঘরের কর্তার পক্ষ থেকে যদি অসম্মতি থাকে, বা জানলে বিরক্ত বা মনক্ষুণ্ণ হবেন কিংবা নিষেধ করবেন এরকম সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয হবে না।

প্রিয় প্রশ্নকর্তা! অসহায় প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আপনার এই দায়িত্বসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রশংসিত বিষয়। রাসূল ﷺ প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিতেন। প্রতিবেশীর খোঁজখবর না রাখা ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

অর্থ: সে মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।
(বায়হাকী হাদীস নং-২০১৬০, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং-১১১)

আপনি আপনার বাবা অথবা পরিবারের কর্তা যারা আছেন, তাদের বিষয়টি সুন্দর করে বুঝাবেন। কিছু দান-সাদাকা করার অনুমতি চাইবেন। আশা করি বুঝবেন। অনুমতি দিবেন। আল্লাহ আপনাকে সচ্ছলতা দান করুন, যাতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ সম্পদ থেকে অসহায় গরিবদের সাহায্য করতে পারেন।

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

প্রশ্নেল্লিখিত ছুরতে আপনার পিতা মাতা আপনাকে হাত খরচ বা নাস্তা করার জন্য যেই টাকা পয়সা দেন, তা সাধারণত আপনাকে মালিক বানিয়ে দেন। সুতরাং আপনি চাইলে সেই টাকা থেকে কিছু দান সদকা করতে পারেন। এবং এতে কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী মুজিবুর রহমান
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান এর টাকা ব্যবহার প্রসংগে।

asked May 14, 2020 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity)
by habibibrahim (10 points)

মুফতী সাহেব,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের মাধ্যমে বর্তমান মহামারী এর জন্য সাহাজ্য করার জন্য দানকৃত টাকা বিতরন করার জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির ই যদি ৫-৬ মাস যাবত কোনো চাকরী অথবা ইনকাম না থাকে তাহলে সে ঐ দানকৃত টাকা বা তার কিছু অংশ ভোগ করতে পারবে কিনা? উল্লেখ্য যে, উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি তার সামাজিক সম্মানের জন্য কোথাও টাকা বা সাহায্য চাইতে পারছে না।

answered May 14, 2020 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)

বিসমিহি তা'আলা

জবাবঃ-

মহামারিতে প্রয়োজনগ্রস্তদের জন্য দানকৃত টাকা
যদি যাকাত থেকে হয়,তাহলে সেই দানকৃত টাকা কুরআনে বর্ণিত ৮ খাতের কোনো এক খাতের লেকজনই শুধুমাত তা গ্রহণ করতে পারবে।এ সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন- ৬৯৯,৮৬৪

যাকাতের ৮ টি খাতের ৩য় নাম্বার খাত হলো,যাকাত উসূলকারী।যাকাত উসূলকারী ধনী হওয়ার পরও তিনি যাকাতের মাল থেকে যাকাত উসূলের বিনিময় ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।অনেক ধনী সাহাবায়ে কেরামগণও সেটা গ্রহণ করেছেন।

কতটুকু বিনিময় গ্রহণ করতে পারবেন?

এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা কাজের উপর নির্ভর করবে।

তবে যিনি যা উসূল করবেন,বা বন্টন করবেন,উক্ত মালের অর্ধেক থেকে বেশী যাতে বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা না হয়,সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(জাওয়াহিরুল ফিকহ-৩/১৯০)

তবে এ বিষয়ে মূল দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিই বিনিময় হারকে নির্ধারণ করে দিবেন।

আর যদি সেই অনুদান সাধারণ সদকাহ থেকে হয়ে থাকে,তাহলে উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রয়োজন পর্যন্ত সেটাকে গ্রহণ করতে পারবে।

আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

উত্তর লিখনে

মুফতী ইমদাদুল হক

ইফতা বিভাগ, Iom.

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান সদাকার নিয়ম।

asked May 16, 2021 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity)
by Amatullaah (20 points)
আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে কয়েক হাজার টাকা আছে এই টাকা যদি কয়েকজনের বদলে একজনকে দেই তাহলে কি সওয়াবের পরিমাণ একই হবে নাকি অনেকজনকে প্রতিদিন একটু একটু করে দিলে তার সওয়াব বেশি?
কিভাবে সদাকা দিলে সওয়াব বেশি হবে? একসাথে অনেকগুলো টাকা একবারেই একজনকে দেওয়া নাকি প্রতিদিন ১,২,৫,১০ টাকা করে দিতে থাকাটা?

answered May 16, 2021 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
edited May 16, 2021 by মুফতী ইমদাদুল হক
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আপনি যদি যাকাত দিতে চান,তাহলে শুধুমাত্র গরীব ও মিসকিস মুসলমানকেই দিতে পারবেন। আর নফল সদকাহ দিতে চাইলে মুসলিম অমুসলিম যে কাউকেই দিতে পানবেন।

নফল সদকা যদিও সবাইকে দেওয়া যায়,তথাপি নেককার মুত্তাকি পরহেজগার লোক দেখে দেওয়া উত্তম।হাদিস শরীফে এসেছে.....
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,
তরজমা- নবী কারীম সাঃ বলেছেনঃ- মু'মিন এবং ঈমানের পরিছয় হচ্ছে,ঐ ঘোড়ার মত যাকে(ঘাস খাওয়ার জন্য)দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া হয়েছিল,কিন্তু সে নির্ধারিত সীমানা থেকে দুরে যাওয়ার জন্য লাফালাফী ও ছুটাছুটি করছে, অতঃপর নিরাশ হয়ে আবার সে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসছে।মু'মিন বান্দার দৃষ্টান্ত হইল সেই বেধে রাখা ঘোড়ার মত অর্থ্যাৎ সে মাঝে-মধ্যে ভুল করে বসে,অবশেষে আবার সে ঈমানের দিকে ফিরে আসে।সুতরাং তোমরা (এই পাপ মোচনস্বরূপ) নেককার লোকদেরকে আহার করাও।এবং মু'মিনদের সাথে তোমাদের দানকে বিষেশায়িত করো।

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে,নেককার পরহেজগারদেরকে দান
করা উত্তম।তবে নেককার পরহেজগার না হলেও সওয়াবে কোনো কমতি আসবেনা যা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বুঝে আসছে।

হযরত আবু হুরইরহ রদিয়াল্লহু আ'নহু হইতে বর্ণিত আছে যে,

তরজমা-রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাইলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) ছদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হইল (যে, রাতে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, তাহার অপেক্ষা আরও বেশি খারাপ মানুষকে যদি দেওয়া হইত তবে আমি কি করিতে পারিতাম।) অতঃপর সে দৃঢ় সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে(ও) অবশ্যই

আমি সদকা করিব। (কেননা, পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, আজ রাত্রে ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লহ! ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (তৃতীয়বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লহ! চোর, ব্যাভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এরূপ লোকদের দেওয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে, ব্যাভিচারিণী মেয়েলোকের উপর এইজন্য যে, হইতে পারে সে ব্যাভিচার হইতে তওবা করিয়া লইবে (যখন সে দেখিবে যে, ব্যাভিচার ছাড়াও আল্লহ তায়া'লা দান করেন, তখন তাহার অনুভুতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য, যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে, আল্লহ তায়া'লার বান্দারা কিরূপে গোপনে সদকা করে; এই কারণে) হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে যাহা আল্লহ তায়া'লা তাহাকে দান করিয়াছেন, আল্লহ তায়া'লার পথে খরচ করিতে আরম্ভ করিবে।(মিশকাত১৬৫)

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-https://www.ifatwa.info/216

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন!

নেসাব পরিমাণ যাকাতের মাল কাউকে দেয়া মাকরুহ।বরং এলাকার সকল গরীবকে বন্টন করে দেওয়াই উত্তম।

)وكره إعطاء فقير نصابا (أو أكثر)إلا إذا كان (المدفوع إليه)مديونا أو (كان)صاحب عيال(بحيث)لو فرقه عليهم لا يخص كلا (أو لا يفضل بعد دينه)نصاب (فلا يكره فتح.

আদ্দুর্রুল মুখতার-২/৩৫৩

সুতরাং আপনি সবাইকে বন্টন করে দিবেন। এতে সওয়াব বেশী হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান করার সহীহ নিয়ত কী?

asked Oct 9 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by Kaochar.kk (5 points)
মসজিদ নির্মাণে দান করার নিয়ত যদি এরকম হয়

যে , টাকা দান করলে সেই টাকা মিস্ত্রী খরচ দিলে সেই দান থেকে যে সওয়াব হবে সেটাই হবে(মানে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে এরকম না)।

আর যদি টাকা দান না করে সিমেন্ট, বালু, রড, ইট, ফ্যান ইত্যাদি দান করি
তাহলে যতদিন মসজিদ থাকবে সকলে সালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব হবে (মানে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে) বা (ফ্যান দান করলে)যত
দিন ফ্যান চলবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব হবে।

প্রশ্ন: ১) এ ধরনের নিয়ত করা কি জায়েজ বা শিরকি চিন্তা ভাবনা?

২) সিমেন্ট, বালু, রড, ইট, ফ্যান ইত্যাদি দান
করলে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে যতদিন দানের জিনিস থাকবে এধরনের চিন্তা কি ঠিক বা এধরনের চিন্তা করা কি পাপ?

answered Oct 11 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا علمه ونشره وَولدا صَالحا تَركه ومصحفا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أخرجهَا من مَاله فِي صِحَّته وحياته يلْحقهُ من بعد مَوته« . رَوَاهُ بن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনের ইন্তিকালের পরও তার যেসব নেক 'আমল ও নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট সব সময় পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) 'ইলম বা জ্ঞান- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে; (২) নেক সন্তান- যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে; (৩) কুরআন- যা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে; (৪) মাসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে; (৫) মুসাফিরখানা- যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে; (৬) কূপ বা ঝর্ণা- যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত- যা সুস্থ ও জীবিতবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান) [ইবনু মাজাহ ২৪২, সহীহ তারগীব ৭৭]

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
মসজিদ নির্মাণে মিস্ত্রি খরচ হোক বা ইট বালু ইত্যাদি হোক, সবকিছুর সওয়াব
কিন্তু স্থায়ীভাবে ততদিনই থাকবে যতদিন মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং মিস্ত্রি খরচ আর ইট বালুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
(১) প্রশ্নের বিবরণমতে কারো অন্তরে এই মনোভাব আসলে
সেটা নাজায়েয হবে না।এবং শিরিকও হবে না।
(২) ইট,বালু ইত্যাদি দান করলে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে যতদিন দানের জিনিস থাকবে এ ধরনের চিন্তাতে কোনো সমস্যা নেই।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান করার পরে তা মিরাস হিসেবে গ্রহন করা

asked Sep 20, 2023 in হালাল ও হারাম (Halal & Haram)
by Md.atikul islam (24 points)
আসসালামু আলাইকুম
কোন আত্মীয় স্বজনকে কিছু দান করা হয়েছে। পরে যাকে দান করা হয়েছে সে যদি মারা যায় তাহলে দানকারী কি ঐ সম্পদ মিরাস হিসেবে গ্রহন করতে পারবে?

জন্মের সময় যদি নবজাতকের কানে আজান দিতে ভুলে যায় তাহলে কি পরবর্তীতে আজান দিতে পারবে?

ফিকহের আলোকে জানতে চাচ্ছি

answered Sep 20, 2023 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
জবিউল ফুরুজঃ
এদের অংশ পবিত্র কোরআন শরীফে নির্ধারণ করে দেয়া আছে। জবিউল ফুরুজ হল ১২ জন। এদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং বাকি ৮ জন মহিলা। ৪ জন পুরুষ হল - ১) স্বামী, ২)পিতা, ৩)দাদা, ৪) সৎ ভাই (বৈপিত্রেয়)। ৮ জন মহিলা হল - ১)স্ত্রী, ২)কন্যা, ৩)পুত্রের কন্যা, ৪)মাতা, ৫)দাদি এবং নানি, ৬)সহোদর বোন, ৭) সৎ বোন (বৈমাত্রেয়), ৮)সৎ বোন (বৈপিত্রেয়)। নির্ধারিত অংশের পরিমান নিম্নরূপঃ
(১) স্বামী ১/৪ পাবে যখন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকে।
(২) স্বামী ১/২ পাবে যখন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে।
(৩) স্ত্রী ১/৮ পাবে যখন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকে।
(৪) স্ত্রী ১/৪ পাবে যখন সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকে।
(৫) কন্যা ১/২ পাবে যখন একজন মাত্র কন্যা থাকে এবং পুত্র না থাকে।
(৬) কন্যা ২/৩ পাবে যখন দুই বা ততধিক কন্যা থাকে এবং পুত্র না থাকে।
(৭) কন্য অবশিষ্ট ভোগী হিসাবে পাবেন যখন এক বা একের অধিক পুত্র থাকে।
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/343

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

(১)

কোন আত্মীয় স্বজনকে কিছু দান করা হয়েছে। পরে যাকে দান করা হয়েছে সে যদি মারা যায়, তাহলে দানকারী ঐ সম্পদকে মিরাস হিসেবে গ্রহন করতে পারবে। কেননা যাকে দেয়া হয়েছিলো, সে ঐ জমির মালিক হয়ে গিয়েছিলো। তার সকল ওয়ারিছরা ঐ সম্পদ পাবে।

(২)

জন্মের সময় যদি নবজাতকের কানে আজান দিতে ভুলে যায়, তাহলে পরবর্তীতে আজান দেওয়া যাবে।

حين ولدت فاطمة يحتمل السابع وقبله ")مرقاة المفاتيح-٧/٢٦٩١("

হযরত ফাতেমা রাযি এর গর্ভে হযরত হাসান রাযি এর জন্মের সাত দিন পর বা এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম' আযান দিয়েছেন।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়?

asked Aug 25, 2024 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity) by MD. Hasin (55 points)

edited Aug 25, 2024 by MD. Hasin

আসসালামু আলাইকুম

১) মসজিদের হুজুর বলে থাকেন দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সত্যি কি সম্পদ বৃদ্ধি পায়? এখানে তারা সম্পদ বলতে কি অর্থকে বুঝাচ্ছেন?

২) ১ নং অনুযায়ী যদি সত্যিই সম্পদ বৃদ্ধি পায় তাহলে দান করার সময় কি ধরনের নিয়ত রাখতে হবে এবং আকিদা কি রকম রাখতে হবে?

৩) সাদাকায়ে জারিয়া করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদি এমন নিয়ত রাখে যে সে আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য দান করছে এবং সওয়াবের জন্য দান করছে তাহলে কি সাদাকায়ে জারিয়ায় হয়ে যাবে?

৪) যেকোন ক্ষেত্রে দান করার ক্ষেত্রে একাধিক চাওয়া রাখা যাবে? রাখলে কি সবগুলি আদায় হবে? এ প্রশ্নের সাথে পূর্বের প্রশ্নের মিল নেই। এটা আলাদা।

৫) হারাম অর্থ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কি যে কোন খাতেই দান করা যাবে?

জাযাকাল্লাহু খাইরান

answered Aug 26, 2024 by মুফতী ওলি উল্লাহ (693,090 points)
জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

(০১)
মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ-

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ یَقْدِرُ لَهٗ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ.

তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন, (যাকে ইচ্ছা) কমিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছুই দান কর,

তিনি তার জায়গায় অন্য কিছু দিয়ে দেন। আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। -সূরা সাবা (৩৪) : ৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর দিয়েই বলেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.

কোনো দান-সদকাই সম্পদে ঘাটতি সৃষ্টি করে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন-

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللّهُمّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللّهُمّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

প্রতিদিনই দুজন ফেরেশতা নেমে আসেন। তাদের একজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে দান করে তাকে আপনি আরও দিন। অপরজন দুআ করেন- আল্লাহ! যে ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখে, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪২

،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الأَنْمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ . " قَالَ "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ "إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ "

আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে।

তিনি বলেন, দান-খাইরাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার

সম্মান বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দাহ ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাও তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন।

আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্থ রাখবে। তারপর তিনি বলেনঃ চার প্রকার মানুষের জন্য এই পৃথিবী। আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে ধন-সম্পদ ও ইলম (জ্ঞান) দিয়েছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার প্রভুকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে এবং এতে আল্লাহ তা'আলারও হক আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ।

আরেক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ তা'আল ইলম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দেননি সে সৎ নিয়াতের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার ধন-সম্পদ থাকলে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ধরনের লোকের মর্যাদা তার নিয়্যাত মুতাবিক নির্ধারিত হবে। এ দুজনেরই সাওয়াব সমান সমান হবে।

আরেক বান্দাহ, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। আর সে ইলমহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার কারণে তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মতো ব্যয় করে। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে না। আর এতে যে আল্লাহ তা'আলার হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের লোক।

অপর এক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদও দান করেননি, ইলমও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামতো) কাজ করতাম। তার নিয়্যাত মুতাবিক তার স্থান নির্ধারিত হবে। অতএব, এদের দুজনের পাপ হবে সমান সমান।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২২৮) তিরমিজি ২৩২৫)

★সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,
দান করলে সম্পদ কমেন,বরং এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
এটিই কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমানিত।

এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই সম্পদ বাড়বে,অথবা সম্পদের মধ্যে বরকত হবে।
উভয়টিও এখানে উদ্দেশ্য।

(০২)
আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়ত রাখবেন।

(০৩)
এক্ষেত্রে যদি সদকায়ে জারিয়ার খাতে দান করা হয়,তাহলে সদকায়ে জারিয়াহ হবে।

(০৪)
যেকোন ক্ষেত্রে দান করার ক্ষেত্রে একাধিক চাওয়া রাখা যাবে।

(০৫)
হালাল যেকোনো খাতেই দান করা যাবে।

হালাল খাতে দান করার পরেও লোক দেখানো,সম্মান ইজ্জত,প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তথা ফাসেদ নিয়তে দান করলে সেক্ষেত্রে ছওয়াব হবেনা।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

অমুসলিমদের দান দেওয়া প্রসঙ্গে

asked Sep 29, 2020 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity) by Mahamud Hassan (18 points)
আসসালামু আলাইকুম হজরত,

অমুসলিম দের দান করার বিধান কি ইসলাম এ আছে?? তাদের কি দান করা যাবে??

answered Sep 29, 2020 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
ওয়া আলাইকুম আসসালাম।
জবাবঃ-

নফল সদকা বা দান যে কাউকে করা যায় বা দেওয়া য়ায়,মুসলিম-অমুসলিম ধনী-গরীব এক্ষেত্রে সবাই সমান, সবাইকে দান করা যায়।তবে ফরজ যাকাত তা শুধুমাত্র গরীব মুসলমানকেই দিতে হবে,অমুসলিমকে যাকাত দিলে যাকাতই আদায় হবে না।
নফল সদকা যদিও সবাইকে দেওয়া যায়,তথাপি নেককার মুত্তাকি পরহেজগার লোক দেখে দেওয়া উত্তম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« مثل المؤمن، ومثل الايمان، كمثل الفرس في آخيته يجول، ثم يرجع إلى آخيته . وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان . فأطعموا اطعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين »
رواه أحمد، بسند جيد، وحسنه السيوطي

তরজমা-নবী কারীম সাঃ বলেছেনঃ- মু'মিন এবং ঈমানের পরিছয় হচ্ছে,ঐ ঘোড়ার মত যাকে(ঘাস খাওয়ার জন্য)দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া হয়েছিল,কিন্তু সে নির্ধারিত সীমানা থেকে দুরে যাওয়ার জন্য লাফালাফী ও ছুটাছুটি করছে, অতঃপর নিরাশ হয়ে আবার সে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসছে।
মু'মিন বান্দার দৃষ্টান্ত হইল সেই বেধে রাখা ঘোড়ার মত অর্থ্যাৎ সে মাঝে-মধ্যে ভুল করে বসে,অবশেষে আবার সে ঈমানের দিকে ফিরে আসে।
সুতরাং তোমরা (এই পাপ মোচনস্বরূপ) নেককার লোকদেরকে আহার করাও।এবং মু'মিনদের সাথে তোমাদের দানকে বিষেশায়িত করো।

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে,নেককার পরহেজগারদেরকে দান করা উত্তম।তবে নেককার পরহেজগার না হলেও সওয়াবে কোনো কমতি আসবেনা।
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-https://www.ifatwa.info/1408

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

মসজিদে দান করা বেশি উত্তম নাকি গরীবদেরকে দান করা বেশি উত্তম?

asked Jul 9, 2023 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity) by Galib (57 points)
আসসালামু আলাইকুম

১) যাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তারা কি যাকাত গ্রহণকারী দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়?

২) আমি কিছু ফতোয়ায় দেখেছি যেখানে বলা হচ্ছে যে কারো আত্মীয় হারাম টাকা উপার্জন করলে এবং তারা খাবারের কোন কিছু দিলে সেগুলো না খেয়ে যাকাত যাদের দেওয়া যায় তাদের দিয়ে দিতে। এখন কারো নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে সে কি নিজে এই খাবার গ্রহণ করতে পারবে?

৩) আমি শুনেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার না পেলে বা অনাহারে থাকলে অনেক সময় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন, এ কথা কি সত্য?

৪) মসজিদে দান করা বেশি উত্তম নাকি গরীবদেরকে দান করা বেশি উত্তম?
জাযাকাল্লাহু খাইরান
answered Jul 9, 2023 by মুফতী ওলি উল্লাহ (693,090 points)
edited Jul 10, 2023 by মুফতী ওলি উল্লাহ
জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

(০১)
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল কেবল (১)ফকির, (২)মিসকীন, (৩)যাকাত উসূলকারী ও (৪)যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক (৫)এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে ও (৬)ঋণগ্রস্তদের জন্য, (৭)আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং(৮) মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সূরা আত-তাওবাহ-৬০)

কে যাকাত খেতে পারবে?

وَلَا يُشْتَرَطُ النَّمَاءُ إذْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْحِرْمَانِ كَذَا فِي الْكَافِي .وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

অর্থাৎ-নেসাব পরিমাণ মাল(নামী তথা বাড়ন্ত হোক বা না হোক,শরীয়তে নামী মাল চার প্রকার যথা-স্বর্ণ,রূপা বা টাকা,ব্যবসার মাল,গবাদি পশু)
এর মালিক না হলে যাকাত খাওয়া যাবে যদি প্রয়োজন থাকে।তাই গায়রে নামী বা অবাড়ন্ত মালের নেসাব পরিমাণ কেউ মালিক হলে যদিও তার উপর যাকাত আসবে না তথাপিও সে যাকাতের মাল খেতে পারবে না।আর কোনো প্রকার মালই যদি কারো কাছে নেসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে সে সুস্থ উপার্জন স্বক্ষম হওয়া সত্তেও তার জন্য যাকাতের মাল খাওয়া জায়েয আছে।
(ফাতাওয়া হিন্দিয়া-১/১৮৯)

★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,
যে ব্যাক্তি কোনো দিক থেকেই নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক নন,সেই ব্যাক্তি শরীয়তের পরিভাষায় ধনী নয়,সে ফকির।
সুতরাং সেই ব্যাক্তি যাকাত গ্রহন করতে পারবে

আরো জানুনঃ-
https://ifatwa.info/7744/

(০২)
সে যেহেতু উক্ত হারাম টাকার মালিক নয়,তাই সে এই খাবার গ্রহন করতে পারবে।

(০৩)
এটি খন্দক যুদ্ধের মধ্যে খন্দক খননের সময়কালীন হয়েছিলো।
এটি একটি মাত্র ঘটনা।

সর্বদা নয়।

(০৪)
প্রয়োজন, স্থান,কাল,পাত্র হিসেবে কোনো সময় মসজিদে দান বেশি উত্তম হবে আবার কোনো সময় গরিবকে দান করা বেশি উত্তম হবে।

যেই সময়ে যার প্রয়োজন বেশি,সেখানে দেয়া উত্তম।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান সদকা করার বিধি বিধান

asked Nov 6, 2021 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by umaiza (3 points)
মৃত ব্যক্তিদের নামে দান করলে সেটা তাদের আমলনামায় যোগ হয়.. আমার প্রশ্ন হল, আমার দাদা দাদি কিংবা নানা উনাদের প্রত্যেকের নাম ধরে কি আলাদা আলাদাভাবে দান করতে হবে?? আমি যদি উনাদের সবার নাম নিয়ে একসাথে একবারে দান করি তাহলে সেটা তাদের প্রত্যেকের আমলনামায় কি যোগ হবে??

আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আমি যদি 50 টাকা একটা মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দান করি উনাদের সবার পক্ষ থেকে, সে ক্ষেত্রে কি সবার আমলনামায় এটা যোগ হবে?? নাকি আমাকে একবার দাদুর নামে একবার নানুর নামে আলাদা আলাদাভাবে ৫০ টাকা করে দান করতে হবে??

answered Nov 6, 2021 by মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ (85,650 points)
edited Nov 7, 2021 by মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ

সদকা জীবিতদের মত মৃতদের জন্যও করা যায় এবং এর সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে। এ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কিছু হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, সাদ ইবনে উবাদা রা.-এর অনুপস্থিতিতে তার মা ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তার কোনো উপকারে আসবে? বললেন, হাঁ। সাদ রা. বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমার 'মিখরাফ' নামক বাগানটি আমার মা'র জন্য সদকা। সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৫৬

عن ابن عباس رضي الله عنهما :أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال :يا رسول الله !إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال :نعم .قال :فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.

২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সদকা করে যেতেন। আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করলে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন? বললেন, হাঁ। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০৪

عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله !إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر، إن تصدقت عنها؟ قال :نعم.

৩. আবু হুরায়রা. থেকে
বর্ণিত, একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং ধন-সম্পদ রেখে গেছেন কিন্তু অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তার (গোনাহের) কাফফারা হবে? বললেন, হাঁ। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩০

،عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم :إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص
.فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال :نعم

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলীযুগে একশো উট যবাহ করার মানত করেছিল। অতপর (তার ছেলে) হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট যবাহ করে। (বাকি ৫০টি অপর ছেলে আমর যবাহ করতে চান।) এ ব্যাপারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমার পিতা যদি তাওহীদ স্বীকার করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে বা সদকা করতে, তবে এ তার কাজে আসত। মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৭০৪

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن
ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله
.عليه وسلم عن ذلك؟ فقال :أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه، نفعه ذلك

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে।

★ সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে আলাদাভাবে দান করা জরুরী নয়। বরং আপনি যদি উক্ত ৫০ টাকা তাদের নামে দান করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সন্তুষ্টি মোতাবেক তাদের প্রত্যেকের আমলনামায় সওয়াব দিয়ে দিবেন। তবে আলাদা আলাদাভাবে দান করা উত্তম।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

সদকা কাকে করা যাবে

asked Sep 2, 2022 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by taslima akter30 (15 points)
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ

আমি মনে মনে নিয়ত করি যে আমি প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমান টাকা সদকা করব...এই টাকাটা কাকে দিতে হবে?

আমার পরিবারের কাউকে দেওয়া যাবে?যেমন আমার আব্বা আম্মার কোন দরকারে এই টাকা টা দেওয়া যাবে? নাকি আত্নীয় স্বজনের বাহিরে কোন গরিব অসহায় কে দিতে হবে?

যেহেতু প্রতিমাসে টাকা টা সদকার নিয়ত করছি এখন কোন মাসে টাকার সংকটের জন্য যদি সদকা করতে না পারি তাহলে কি গুনাহ হবে? বা পরের মাসে যদি দুই মাসের টাকা একসাথে দিয়ে দেই তাহলে কি সদকাটা হবে?

answered Sep 2, 2022 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
সদকার টাকা গরীব মিসকিনকে দিতে হবে।নিজের পরিবারের কেউ গরীব হলে,তাকে দিতে পারবেন।মুত্তাকি পরহেজগার দেখে দেওয়াই উত্তম।

নিয়ত করার পর না দিলে কোনো গোনাহ হবে না।
আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحسناتِ والسيِّئاتِ :فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لهُ عندَهُ حَسَنَة كَامِلَة فَإِن هم بعملها كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بسيئة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِن هُوَ هم بعملها كتبهَا الله لَهُ سَيِّئَة وَاحِدَة

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা সৎ-অসৎ চিহ্নিত করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি সৎ কাজের সংকল্প করে, কিন্তু তা করেনি আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে নেন। আর যদি সৎ কাজের সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এই একটি সৎ কাজের জন্য দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ, বরং বহুগুণ পর্যন্ত সৎ কাজ হিসেবে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজের সংকল্প করে, কিন্তু বাস্তবে তা না করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একে একটি পূর্ণ নেক কাজ হিসেবে লিখে নেন। আর যদি অসৎ কাজের সংকল্প করার পর তা বাস্তবে করে, তাহলে আল্লাহ এর জন্য তার একটি মাত্র গুনাহ লিখে রাখেন। (বুখারী, মুসলিম) (সহীহ : বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১, আহমাদ ২৮২৭, শু'আবূল ঈমান ৩২৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৭)

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

হজ্জ এর জন্য জমানো টাকা অন্য খাতে সদকা করা যাবে কি

asked Mar 30, 2024 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by Guraaba (31 points)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমার উপর হজ্জ ফরজ নয় তবে হজের নিয়তে কিছু টাকা জমানোর চেষ্টা করি, কিন্তু এখন ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিম ভাই বোনদের অবস্থা দেখে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে হজ্জের নিয়তে জমানো এই টাকাগুলো ফিলিস্তিনের ভাইবোনদের জন্য সাদাকা করে দিতে

১/ হজ্জের নিয়তে জমানো এই টাকাগুলো কি আমি
ফিলিস্তিনের মুসলিমদের জন্য সাদাকা করে দিতে পারব এটি কি জায়েজ হবে ?

answered Mar 30, 2024 by মুফতী ওলি উল্লাহ (693,090 points)
জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্ব ফরজ হয় দৈনন্দিন খরচ বাদে হজ্বে আবশ্যকীয় প্রয়োজনে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তথা যাওয়া আসা, সেখানে থাকা খাওয়া ইত্যাদি পরিমাণ টাকা থাকলে ব্যক্তির উপর হজ্ব করা ফরজ হয়ে থাকে।

সে হিসেবে দেখতে হবে বর্তমানে হজ্ব করতে গেলে কত টাকা লাগবে। সে টাকা উক্ত ব্যক্তির কাছে থাকলে তার উপর হজ্ব করা আবশ্যক।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরিফে এরশাদ করেনঃ
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غنى عن العلمين.
(তরজমা) মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহরউদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা ফরয। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিতযে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।-
সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৭

,

★ফাতওয়ার কিতাবে এসেছেঃ
যার মালিকানায় নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচের অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা সম্পত্তি আছে, যা দ্বারা হজ্জে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্জকালীন সাংসারিক খরচ হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ফরয।
(আদ্দুরুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার ২/৪৫৮)

হজ্জ যে বছর ফরয হয় সে বছরই তা আদায় করা ওয়াজিব। গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর ছাড়া হজ্জ বিলম্বিত করলে গুনাহ হবে। তবে পরবর্তীতে হজ্জ আদায় করে নিলে এই গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
(রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৭ রশীদিয়া, কিতাবুল মাসাইল ৩/৭৬)

,

মহিলাদের উপর হজ্বঃ

দৈনন্দিন খরচ বাদে হজ্বে আবশ্যকীয় প্রয়োজনে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তথা যাওয়া আসা, সেখানে থাকা খাওয়া ইত্যাদি পরিমাণ টাকা থাকলে এবং সফর সঙ্গি হিসেবে স্বামী বা মাহরাম কেউ থাকলে ঐ মহিলার উপর হজ্ব করা ফরজ হয়ে থাকে।

স্বামী উভয়ের খরচ বহনে সক্ষম হ'লেই স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয় না।

বরং স্ত্রীর যদি নিজ মালিকানায় হজ ফরজ হওয়ার মতো সম্পদ থাকে,তাহলে তার উপর হজ ফরজ হবে

আরো জানুনঃ

https://ifatwa.info/21183/

★সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,
হজ্বের নিয়তে জমানো এই টাকাগুলো আপনি ফিলিস্তিনের মুসলিমদের জন্য সাদাকা করে দিতে পারবেন।

তবে হজ্ব ফরজ হওয়ার মতো টাকা জমে থাকলে সেক্ষেত্রে এই টাকা সদকাহ করলেও আপনার উপর হজ্ব ফরজ থেকেই যাবে।

যেভাবেই হোক মৃত্যুর আগ দিয়ে হলেও আপনাকে হজ্ব করতেই হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

সদকায়ে জারিয়া বিষয়ে জানতে চাই উস্তায

asked Nov 28, 2021 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by Miah Malek (19 points)

আসালামুআলাইকুম উস্তায, আমি যদি একটা টিউবওয়েল সদকা করে মৃত লোকের নামে আর ওই টিউবওয়েল পানি কি সবাই খেতে পারবে বড়লোক ও গরিব সকলেই?
যদি খেতে পারে সবাই, তাহলে আমি যদি মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য মানুষকে খাবার খাওয়াই ওই খাওয়াটা কি বড়লোক গরিব সবাই খেতে পারবে?

বিস্তারিত জানতে চাই উস্তায।

answered Nov 28, 2021 by মুফতী ওলি উল্লাহ (693,090 points)

জবাব

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

রাবী 'ইবন সুলায়মান মুআযযিন (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হবে না। ১. সাদকায়ে জারিয়া, ২. ঐ 'ইলম, যা দিয়ে উপকার করা যায় এবং ৩. ঐ নেক সন্তান, যে তার পিতার জন্য দু'আ করে।
(আবু দাউদ ২৮৭০)

★★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,
মৃত ব্যাক্তির নামে টিউবওয়েল সদকাহ করলে সেটি সদকায়ে জারিয়াহ হবে।
ধনী গরিব সকলেও সেটির পানি পান করতে পারবে।

মৃত ব্যক্তির নামে মানুষকে খাওয়ালে স ধনী গরিব সকলকে দাওয়াত করা হলে সেটি ধনী গরিব সকলেই খেতে পারবে।
তবে ধনীরা খেলে যেহেতু মৃত ব্যাক্তির জন্য ছওয়াব হবেনা,তাই উলামায়ে কেরামগন মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য ধনীদের খাওয়াতে নিষেধ করে থাকেন।
শরীয়তের নীতিমালা মেনে গরীবদের খাওয়ানোর পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

আরো জানুনঃ
https://ifatwa.info/18836/

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ওলি উল্লাহ
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

সদকা এর টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র ক্রয় প্রসংগে।

asked Dec 30, 2020 in হালাল ও হারাম (Halal & Haram) by habibibrahim (10 points)
একটি সংস্থা থেকে জ্যাকেট এর সম্মানি ধরা হয়েছে ৫০০ টাকা। যার মধ্যে জ্যাকেট এর মুল্য হচ্ছে ২৫০ টাকা আর বাকি ২৫০ টাকা দিয়ে একজন গরীব কে একটি কম্বল দেওয়া হবে।
প্রশ্ন হচ্ছে, এই ৫০০ টাকার মধ্যে ২৫০ টাকা কি সদকা/জাকাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয় করা যাবে?

answered Dec 30, 2020 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
কে যাকাত খেতে পারবে?

وَلَا يُشْتَرَطُ النَّمَاءُ إذْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْحِرْمَانِ كَذَا فِي الْكَافِي .وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ.

অর্থাৎ-নেসাব পরিমাণ মাল(নামী তথা বাড়ন্ত হোক বা না হোক,শরীয়তে নামী মাল চার প্রকার যথা-স্বর্ণ,রূপা বা টাকা,ব্যবসার মাল,গবাদি পশু)
এর মালিক না হলে যাকাত খাওয়া যাবে যদি প্রয়োজন থাকে।তাই গায়রে নামী বা অবাড়ন্ত মালের নেসাব পরিমাণ কেউ মালিক হলে যদিও তার উপর যাকাত আসবে না তথাপিও সে যাকাতের মাল খেতে পারবে না।আর কোনো প্রকার মালই যদি কারো কাছে নেসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে সে সুস্থ উপার্জন স্বক্ষম হওয়া সত্তেও তার জন্য যাকাতের মাল খাওয়া জায়েয আছে।(ফাতাওয়া হিন্দিয়া-১/১৮৯)

والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما دون النصاب كما في النقاية أخذا من قولهم يجوز دفع الزكاة إلى من يملك ما دون النصاب أو قدر نصاب غير تام، وهو مستغرق في الحاجة،

ফকিরের উত্তম ব্যখা হলো,যার নেসাব পরিমাণ মাল নেই।সুতরাং যার নেসাব পরিমাণ মালে নামী(ক্রমবর্ধমান) নাই বা যার নেসাব পরিমাণ মালে গায়রে নামী(ক্রমবর্ধমান নয়)আছে, তবে সে হাজতে লিপ্ত, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে।
(বাহরুর রায়েক্ব-২/২৫৮)বিস্তারিত জানুন-
https://www.ifatwa.info/699

সু-প্রিয় পাঠকবর্গ ও প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
যাকাতের টাকা
দিয়ে শীতবস্ত্র করতে পারবেন।তবে শুধুমাত্র যাকাতের হকদারদেরকেই দিতে পারবেন।তথা যাদের নেসাব পরিমাণ ক্রমবর্ধমান মাল নাই।তবে অক্রমবর্ধমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পরও প্রয়োজনগ্রস্থ হলে তাকে উক্ত শীতবস্ত্র দিতে
পারবেন। উলামায়ে কেরাম রুখসত দিয়ে থাকেন।আরো জানুন-
https://www.ifatwa.info/5814

সুতরাং
কোনো সংস্থা থেকে জ্যাকেট এর সম্মানি যদি ৫০০ টাকা ধরা হয়। যার মধ্যে জ্যাকেট এর মুল্য হবে ২৫০ টাকা আর বাকি ২৫০ টাকা দিয়ে একজন গরীব কে একটি কম্বল দেওয়া হবে।

এখন ৫০০ টাকার মধ্যে ২৫০ টাকা কি সদকা/জাকাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয় করা যাবে।তবে এই ২৫০টাকা শুধুমাত্র গরীবকেই দিতে হবে।নতুবা যাকাত আদায় হবে না।এবং যাকাত থেকে কোনো ধনী মানুষকে দেওয়াও জায়েয হবে না।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান সদাকার নিয়ম।

asked May 16, 2021 in যাকাত ও সদকাহ (Zakat and Charity)
by Amatullaah (20 points)
আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে কয়েক হাজার টাকা আছে এই টাকা যদি কয়েকজনের বদলে একজনকে দেই তাহলে কি সওয়াবের পরিমাণ একই হবে নাকি অনেকজনকে প্রতিদিন একটু একটু করে দিলে তার সওয়াব বেশি?
কিভাবে সদাকা দিলে সওয়াব বেশি হবে? একসাথে অনেকগুলো টাকা একবারেই একজনকে দেওয়া নাকি প্রতিদিন ১,২,৫,১০ টাকা করে দিতে থাকাটা?

answered May 16, 2021 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
edited May 16, 2021 by মুফতী ইমদাদুল হক
ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আপনি যদি যাকাত দিতে চান,তাহলে শুধুমাত্র গরীব ও মিসকিস মুসলমানকেই দিতে পারবেন। আর নফল সদকাহ দিতে চাইলে মুসলিম অমুসলিম যে কাউকেই দিতে পানবেন।

নফল সদকা যদিও সবাইকে দেওয়া যায়,তথাপি নেককার মুত্তাকি পরহেজগার লোক দেখে দেওয়া উত্তম।হাদিস শরীফে এসেছে.....
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,
তরজমা- নবী কারীম সাঃ বলেছেনঃ- মু'মিন এবং ঈমানের পরিছয় হচ্ছে,ঐ ঘোড়ার মত যাকে(ঘাস খাওয়ার জন্য)দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া হয়েছিল,কিন্তু সে নির্ধারিত সীমানা থেকে দুরে যাওয়ার জন্য লাফালাফী ও ছুটাছুটি করছে, অতঃপর নিরাশ হয়ে আবার সে নির্ধারিত

জায়গায় ফিরে আসছে।মু'মিন বান্দার দৃষ্টান্ত হইল সেই বেধে রাখা ঘোড়ার মত অর্থ্যাৎ সে মাঝে-মধ্যে ভুল করে বসে,অবশেষে আবার সে ঈমানের দিকে ফিরে আসে।সুতরাং তোমরা (এই পাপ মোচনস্বরূপ) নেককার লোকদেরকে আহার করাও।এবং মু'মিনদের সাথে তোমাদের দানকে বিষেশায়িত করো।

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে,নেককার পরহেজগারদেরকে দান করা উত্তম।তবে নেককার পরহেজগার না হলেও সওয়াবে কোনো কমতি আসবেনা যা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বুঝে আসছে।

হযরত আবু হুরইরহ রদিয়াল্লহু আ'নহু হইতে বর্ণিত আছে যে,

তরজমা-রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাইলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) ছদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হইল (যে, রাতে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, তাহার অপেক্ষা আরও বেশি খারাপ মানুষকে যদি দেওয়া হইত তবে আমি কি করিতে পারিতাম।) অতঃপর সে দৃঢ় সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে(ও) অবশ্যই আমি সদকা করিব। (কেননা, পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, আজ রাত্রে ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লহ! ব্যাভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (তৃতীয়বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লহ! চোর, ব্যাভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এরূপ লোকদের দেওয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে, ব্যাভিচারিণী মেয়েলোকের উপর এইজন্য যে, হইতে পারে সে ব্যাভিচার হইতে

তওবা করিয়া লইবে (যখন সে দেখিবে যে, ব্যাভিচার ছাড়াও আল্লহ তায়া'লা দান করেন, তখন তাহার অনুভুতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য, যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে, আল্লহ তায়া'লার বান্দারা কিরূপে গোপনে সদকা করে; এই কারণে) হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে যাহা আল্লহ তায়া'লা তাহাকে দান করিয়াছেন, আল্লহ তায়া'লার পথে খরচ করিতে আরম্ভ করিবে।(মিশকাত১৬৫)
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-https://www.ifatwa.info/216

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন!
নেসাব পরিমাণ যাকাতের মাল কাউকে দেয়া মাকরুহ।বরং এলাকার
সকল গরীবকে বন্টন করে দেওয়াই উত্তম।

)وكره إعطاء فقير نصابا (أو أكثر)إلا إذا كان (المدفوع إليه)مديونا أو (كان)صاحب عيال(
.بحيث)لو فرقه عليهم لا يخص كلا (أو لا يفضل بعد دينه)نصاب (فلا يكره فتح

আদ্দুর্রুল মুখতার-২/৩৫৩

সুতরাং আপনি সবাইকে বন্টন করে দিবেন। এতে সওয়াব বেশী হবে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

দান করার সহীহ নিয়ত কী?

asked Oct 9 in বিবিধ মাস'আলা (Miscellaneous Fiqh) by Kaochar.kk (5 points)
মসজিদ নির্মাণে দান করার নিয়ত যদি এরকম হয়

যে , টাকা দান করলে সেই টাকা মিস্ত্রী খরচ দিলে সেই দান থেকে যে সওয়াব হবে সেটাই হবে(মানে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে এরকম না)।

আর যদি টাকা দান না করে সিমেন্ট, বালু, রড, ইট, ফ্যান ইত্যাদি দান করি
তাহলে যতদিন মসজিদ থাকবে সকলে সালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব হবে
(মানে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে) বা (ফ্যান দান করলে)যত
দিন ফ্যান চলবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব হবে।

প্রশ্ন: ১) এ ধরনের নিয়ত করা কি জায়েজ বা শিরকি চিন্তা ভাবনা?

২) সিমেন্ট, বালু, রড, ইট, ফ্যান ইত্যাদি দান
করলে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে যতদিন দানের জিনিস থাকবে এধরনের চিন্তা কি ঠিক বা এধরনের চিন্তা করা কি পাপ?

answered Oct 11 by মুফতী ইমদাদুল হক (727,560 points)
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا علمه ونشره وَولدا صَالحا تَركه ومصحفا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أخرجهَا من مَاله فِي صِحَّته وحياته يلْحقهُ من بعد مَوته« . رَوَاهُ بن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনের ইন্তিকালের পরও তার যেসব নেক 'আমল ও নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট সব সময় পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) 'ইলম বা জ্ঞান- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে; (২) নেক সন্তান- যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে; (৩) কুরআন- যা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে; (৪) মাসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে; (৫) মুসাফিরখানা- যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে; (৬) কূপ বা ঝর্ণা- যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত- যা সুস্থ ও জীবিতবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব নেক কাজের সাওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান) [ইবনু মাজাহ ২৪২, সহীহ তারগীব ৭৭]

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
মসজিদ নির্মাণে মিস্ত্রি খরচ হোক বা ইট বালু ইত্যাদি হোক, সবকিছুর সওয়াব কিন্তু স্থায়ীভাবে ততদিনই থাকবে যতদিন মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং মিস্ত্রি খরচ আর ইট বালুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
(১) প্রশ্নের বিবরণমতে কারো অন্তরে এই মনোভাব আসলে সেটা নাজায়েয হবে না।এবং শিরিকও হবে না।
(২) ইট,বালু ইত্যাদি দান করলে সওয়াব চলমান হতেই থাকবে যতদিন দানের জিনিস থাকবে এ ধরনের চিন্তাতে কোনো সমস্যা নেই।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

উপসংহার

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এই অমোঘ সত্যকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, ছোট-বড় সবার জীবনেই মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তার ভয়ংকর থাবায় মিটে যাবে জীবনের স্বাদ। দপ করে নিভে যাবে মানুষের প্রাণ প্রদীপ। নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে হবে অন্তহীন পরকালের পথে। যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-প্রিয়জন থেকে মানুষ হবে সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীতে ধন-দৌলত, বিত্ত-বৈভব, সুনাম-সুখ্যাতির অধিপতি থাকলেও পরকালে হ'তে হবে নিঃস্ব ও রিক্ত। পৃথিবীর মায়া মরীচিকায় যারা দুনিয়াকে সর্বস্ব জ্ঞান করবে, পরকালে শূন্য খাতা হাতে পেয়ে তাদের সম্বিত ফিরবে। কিন্তু তখন কেবল আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সেকারণ প্রত্যেক আদম সন্তানকে ইহজীবন সাঙ্গ হওয়ার আগেই পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা আবশ্যক। যে পাথেয় তাকে জাহান্নামের অগ্নিগহবর থেকে বাঁচাবে।

সাদকা এমনই এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ

‘তোমরা একটি খেজুরের টুকরা দান করে হ’লেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো’।–[28] তিরমিযী হা/২৯৫৩, রাবী ‘আদী বিন হাতেম (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৪৭।
সাদকা ধনী-গরীবের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যম। এতে সমাজে সম্পদের প্রবাহ সচল থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে সাদকা সঞ্চয় চূড়ান্ত মুক্তির জন্য বড় ভূমিকা পালন করবে। সেকারণে সকলের ছাদাক্বার হাত দীর্ঘ হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

তথ্যসূত্র

[1]-সূরা আনফাল (৮) : ২-৪
[2] -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৪
[3] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৫৪
[4] -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫
[5]-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫
[6]-সূরা ইসরা (১৭) : ২৯
[7]-সূরা বাকারা (২) : ২১৯
[8] -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯
[9] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২
[10](বায়হাকি: ৮০৮৩)
[11](বুখারি: ৫৩৫২)
[12] (আবু দাউদ: ৩৩২৬)
[13](বুখারি: ১০৪৪)
[14](মুসলিম: ২২২৬)
[15](তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান
[16](মেরকাত: ৪/১৩৪১)
[17](তিরমিজি: ৬৬৪; ইবনে হিব্বান: ৩৩০৯)
[18](বায়হাকি: ৬৫৯৩)
[19] (তাবারানি: ৩১)
[20] বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[21]বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ)।

[22]. বুখারী হা/২৩৮৯; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[23](নিসা-মাদানী ৪/৩৮)।
[24] বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬, রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
[25]. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[26] (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৪)।
[27] মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।
[28] তিরমিযী হা/২৯৫৩, রাবী 'আদী বিন হাতেম (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৮১৪৭।
[29]আহমাদ হা/১৫৩১৯; তিরমিযী হা/৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২১০; মিশকাত হা/২৯, রাবী মু' আয বিন জাবাল (রাঃ); ছহীহাহ হা/১১২২।
[30]ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮, রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ); ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩১০; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।
[31]
তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতেক (রাঃ)।
[32] মুসলিম হা/১০৩৬; মিশকাত হা/১৮৬৩, রাবী আবু উমামাহ (রাঃ)।
[33] বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২।
[34]বুখারী হা/২৫৯০; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/১৮৬১, রাবী আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)।
[35] (বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৫)।
[36] বুখারী হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[37] আহমাদ হা/২৩৩৭২, রাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫।
[38] বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[39]. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮;
'যাকাত' অধ্যায় 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[40]. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[41]. বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/২৩৫৬; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[42]. বায়হাক্বী ৩/৩৮২ পৃ., হা/৬৮৩২, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৩ ৩৫৮, সনদ হাসান।
[43]. বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/১০২২; মিশকাত হা/১৮৭৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
[44]. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[45]. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৩৮২১, রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৯০।

[46]. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ ‘যাকাত’ অধ্যায়-৬, ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[47]. মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[48]. বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

[49]. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হ/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।

[50]. মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৮৬৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।

[51]. বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩
‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আমর বিন ‘আওফ (রাঃ)।

[52]. আহমাদ হা/২৯২০, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৮৮১।

[53] সুরা লাইল, আয়াত ১৯-২০।

[54]সুরা বাকারা, আয়াত ২৬৫।

[55]. সুরা আলে ইমরান: ২৬।

[56]. সুরা বাকারা: ২৬১।

[57]. সুরা বাকারা: ২৪৫।

[58]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০১৪।

[58]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০১৪।

[59]সুরা নিসা: ৪।

[60] সুনানে নাসায়ি, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১। এ হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের, তবে সনদ নিয়ে সামান্য ইখতেলাফ রয়েছে।

[61]সুরা বালাদ: ১১-১৬।

[62] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০১।

[63] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪২১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০২২।

[64]. সুরা তাওবা: ৬০।

[65]. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ২৫৯৭। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৮১৮।

[66]সুরা বাকারা: ২৭২-২৭৩।

[67]সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৪৭৯। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৩৯।

[68] সুরা রুম: ৩৯।

[69]. সুরা দাহর, আয়াত নং ৯।

[70] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৬। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০২।

[71]সুরা মুমিন: ৬০।

[72]সুরা বাকারা: ১২৭।

[73]. সুরা ফুরকান: ৬৪।

[74]. সুরা ফুরকান: ৬৫।

[75]এ সংক্রান্ত হাদিস দেখুন সহিহ মুসলিম শরিফে। হাদিস নং ১৯০৫।

[76]. সুরা বাকারা ২৬৩।

[77] সুরা বাকারা ২৬৪।

[78]. আল-ইহইয়া: ১/২৬৭।

[79]. ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৩/৩0

[80] সুরা আলি ইমরান, ৩: ৯২।

[81]. সুনানুন নাসায়ি: ৩৭৯৮।

[82]সুরা আত-তাওবা, ৯: ১০৩।

‘83]. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি: ৬৫৯৩। 84]সুনানুত তিরমিজি: ৬৩৫।

[85]. আস-সিয়ার: ১৬/৯৫।

[86]. তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৩।

[87]আল-মুজামুস সগির লিত তাবারানি: ৫৫৫।

[88]ইহইয়া: ৩/২৭২।

[89]. সহিহু মুসলিম: ২৬২২।

[90] সুনানুন নাসায়ি: ২৫৮২, সুনানু ইবনি মাজাহ: ১৮৪৪।

[91] সহিহুল বুখারি: ২৮৯৩।

[92] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৯৩।

[93]সুনানু আবি দাউদ: ১৬৭৭, মুসতাদরাকুল হাকিম: ১৫০৯।

[94]. সহিহু মুসলিম: ১০৩৯।

[95]তাজকিরাতুল হুফফাজ: ১/২১০।

[96]. সুরা আল-বাকারা, ২: ২৬৭।

[97]. সহিহুল বুখারি: ১২৭৭।



MAY ALLAH GUIDE
YOU & ME
TO THE STRAIGHT PATH.
A M E E N

